মহামায়ার চর

করুণরসাশ্রিত গার্হস্থ্য নাটক

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনয়
১৫ অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৪৬ সাল

কাত্যায়নী বুক্‌ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর প্রীতি-কামনায়

মা, বহুদিন তুমি আমাদের ছাড়িয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছ। স্নেহশূন্য, জটিল, কণ্টকাকীর্ণ সংসার-পথে চলিতে চলিতে প্রতিদিনই তোমার স্নেহের অভাব অনুভব করিয়াছি! মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন—"স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে"। এই মহাজন-বাক্য বিশ্বাস করিয়া জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের যে নিত্য যোগ আছে, সেই রহস্যময় কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।

তোমায় দিবার যোগ্য এ লেখা নয়, তবে সন্তানের অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টিও মায়ের প্রীতি ও আনন্দের উদ্রেক করে; সেই ভরসায় এই নাটক-খানি তোমায় দিলাম। তুমি প্রসন্নমনে গ্রহণ করিয়া স্বর্গ হইতে তোমার সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিবে, এই আমাদের প্রার্থনা।

—যোগেশ

নিবেদন

নাটকখানির গল্পাংশ একখানি সুবিখ্যাত ইংরাজী নাটক হইতে গৃহীত। বইখানি আমায় পড়িতে দেন নাট্য ও চিত্রনাট্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সতু সেন,—তাঁহার উৎসাহেই আমার উৎসাহ। গ্রন্থকার সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমেই নাট্যকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বইখানি আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, মাতৃভাষায় অনুরূপ নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিবার ইচ্ছা সেই দিনই হয়। উক্ত ইচ্ছার ফল বর্ত্তমান নাটক। ইহা অনুবাদ নয়, ঠিক adaptationও নয়। গল্পাংশের কিছু মিল আছে, আর সব আমার নিজস্ব। বাঙ্লা ভাব, মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর সংসারচিত্র, প্রতিবেশীদের কথা, পদ্মার চর,—এ সমস্তই আমার নিজস্ব কল্পনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সৃষ্টি। সহৃদয় বাঙালী পাঠকদের ভাল লাগিলে কৃতার্থ হইব।

নাটকে যে অলৌকিক রহস্যকাহিনী আছে, সেই কাহিনীটুকুই আমার ইংরাজ নাট্যকারের নাটক হইতে লওয়া। যাহা লৌকিক এবং সাংসারিক, তাহা আমারই। জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের নিত্য সম্বন্ধ আমরা ভুলিয়া যাই; মনে করি অস্বাভাবিক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য—কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ক্ষণিকের জন্যও ভাবুক হৃদয়ে অলৌকিকের আবির্ভাব হয়। সেই ভাব এবং রসই নাটকের প্রাণ; বস্তু নাটক নয়। ঘটনা বাস্তব হউক, অবাস্তব হউক, ঘটনা নাটক নয়।

"মহামায়ার চর" আমাদের এই সংসার। এই নাটকেরই একখানি গানে আছে—

"এপারে পদ্মা ওপারে পদ্মা, কোথায় বাড়ীঘর—
মাঝখানেতে ধূ ধূ করে মহামায়ার চর!"

ইহার আদি আমাদের জানা নাই, অন্তও অজ্ঞাত—মাঝখানে কয়দিনের সুখদুঃখ! তাহাও নিরবচ্ছিন্ন নয়—সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়ানো! দুঃখও চিরন্তন নয়! এই সুখদুঃখ-মিশ্রিত আলোছায়ায় ঘেরা জীবন-চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ ভাব কোনো বিশেষ জাতির নয়—মানুষ মাত্রেরই। হিন্দু বাঙালীর কাছে এ ভাব নূতন নয়! এই ভাব লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করে—এভাব বাঙালীর হাড়ে মাসে জড়ানো। দেহতত্ত্ব বাঙালীর নিজস্ব বাউল গান। একদিন বাঙালী এ রসের সন্ধান পাইয়াছিল—তাই সংসার তুচ্ছ করিয়া, যে রহস্যের সন্ধান কেহ জানে না, তাহাই জানিবার জন্য সে ক্ষেপা বাউল হইয়াছিল। আজকার বাঙালী তার প্রপিতামহের সেই 'পরশমণি'র কথা ভুলিয়া গিয়াছে!

নাট্যনিকেতনে এই নাটকখানির অভিনয়ের আয়োজন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বহু সহৃদয় দর্শকের অভিনয় ভাল লাগিয়াছে—বহু চিন্তাশীল ও রসিক দর্শক ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেই আমি পরম তৃপ্ত এবং কৃতজ্ঞ আছি। যাহাতে যথার্থ রসাভিনয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছি—বাসনা পূর্ণ হইবে কিনা জানিনা!

২২।৩এ, গ্যালিফ্ ষ্ট্রীট;
কলিকাতা।
৫ই মাঘ, ১৩৪৬ সাল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

উদ্বোধনর-জনীর নটনটীগণ

—পুরুষ—

মৃত্যুঞ্জয়	...	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
উমাচরণ	...	...	শ্রীউৎপলেন্দু সেন
শচীন্দ্রনাথ	...	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
অতুল	...	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
মধুসূদন	...	...	শ্রীঅমূল্যরতন হালদার
রঘুনাথ	...	...	শ্রীনকুল দত্ত
দ্বিজবর	...	...	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
মাঝি এবং গায়ক	...	...	শ্রীবিল্বমঙ্গল দাস
		(পরে)	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (তিন রাত্রি)
হেরম্ব	...	...	শ্রীযুগল দত্ত
দুখীরাম	...	...	শ্রীকুঞ্জ সেন

—স্ত্রী—

সুবর্ণলতা	...	...	শ্রীমতী নীহারবালা
জগদ্ধাত্রী	...	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
বিজনবালা	..	...	শ্রীমতী অপর্ণা

গানের সুর দিয়াছেন—শ্রীঅমর বসু

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

মৃত্যুঞ্জয়	…	মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ম্মচারী
উমাচরণ	…	প্রতিবাসী, মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্যসঙ্গী, সহজরসিক, আনন্দময়
শচীন্দ্রনাথ	…	দরিদ্র শিক্ষিত-যুবক—মৃত্যুঞ্জয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, পরে তাঁহার জামাতা
অতুল	…	শচীন্দ্রনাথের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র
মধুসূদন	…	মৃত্যুঞ্জয়ের ভিটেবাড়ীর প্রজা
রঘুনাথ	…	মৃত্যুঞ্জয়ের চাকর
দ্বিজবর	…	পদ্মানদীর মাঝি (শিক্ষিত)
মাঝি	…	"মহামায়ার চরের" মাঝি (সুগায়ক)
হেরম্ব	…	উমাচরণের দৌহিত্র (উকিল)
দুখীরাম	…	মিউনিসিপ্যালিটির চাপরাশী

—স্ত্রী—

সুবর্ণলতা	…	বাড়ীর গৃহিণী, মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী
জগদ্ধাত্রী	…	ঐ কন্যা
বিজনবালা	…	জগদ্ধাত্রীর সমবয়স্কা উমাচরণের মেয়ে

——

মহামায়ার চর

প্রথম অঙ্ক

[দৃশ্য—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সহরতলী জায়গা। বহুদিনের পরিত্যক্ত একখানি ঘর। যে বাড়ীর ঘর, সে বাড়ীর মালিকদের কেহই জীবিত আছেন বলিয়া জানা নাই। বাড়ী এবং সম্পত্তি বর্ত্তমানে এক ট্রাষ্টীর হাতে। বাড়ীখানির হানা-বাড়ী বলিয়া দুর্নাম থাকায় প্রায়ই ভাড়া হয় না; ট্রাষ্টী বাড়ী-খানি বিক্রয়ের নোটিশ দিয়াছেন। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়া দুইজন লোক প্রবেশ করিলেন। একজন ভদ্রযুবক—বয়স প্রায় বত্রিশ, নাম অতুল; আর একজন মালী-জাতীয়—নাম মধুসূদন।]

মধুসূদন। এই নিন বাবু, শীগগির শীগগির দেখে নিন,—সন্ধ্যে হ'য়ে এল।

অতুল। সন্ধ্যে আর কা'র হাতধরা বল?—দিন গেলে আপনিই সন্ধ্যে হয়!

মধুসূদন। আমার অনেক কাজ বাকী আছে।

অতুল। এও তো একটা কাজ!

মধুসূদন। আপনারা দয়া ক'রলেই কাজ, নইলে আর—

অতুল। নৈলে অকাজ--?

মধুসূদন। তা ছাড়া আর কি—? বাবুর পর বাবু আসছে, আর বাড়ীই দেখছে—বাড়ীই দেখছে! আপনি ভাড়া নেবা?—না খালি খালি বাড়ী দেখে চলে যাবা?

অতুল। ওঃ!—এ বাড়ী বুঝি কেউ ভাড়া নেয় না?

মধুসূদন। তা নেবে না কেন? ভাড়া নেয়—

অতুল। বেশী দিন থাকে না?—

মধুসূদন। আগে থাকতো,—শেষ যারা ছেলেন...

অতুল। তাঁদের কি হয়েছিল?

মধুসূদন। কি জানি বাবু, কি হয়েছিল! আমি অতশত জানিনে— আপনি চল!

অতুল। আমার বাড়ীটা বড় ভাল লাগছে—বিশেষ এই ঘরখানি।

মধুসূদন। বাড়ী তো ভাল—। এই ঘরখানিই সব চেয়ে ভাল ঘর। বাড়ীর মালিক বুড়োকর্ত্তার আমলে—এই ঘরের কত বাহার ছেল! তিনি দিনরাত এই ঘরে থাকতো।

অতুল: তুমি কর্ত্তাকে চিনতে!

মধুসূদন। আমি তেনার ভিটেবাড়ীর পেরজা--আমি আর তেনারে চিনবো না—?

অতুল। তাঁর নাম কি ছিল—বলতো?

মধুসূদন। মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে—আগে তাঁর মেয়ে মারা যান, তারপর গিন্নিমা ; তখন জামাইবাবু তেনার কাছে থাকতো—!

অতুল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর জামাইকে তুমি জানতে ?

মধুসূদন। হুঁ—গাঙ্গুলিমশায়! তাঁর নাম শচীনবাবু ; কি কারবার ক'রে তিনি খুব বড়লোক হয়েছিলেন—ক'লকেতায় বাড়ী ক'রলেন! তবে বাবু—ভোগে এলনা!

অতুল। কেন ?—ভোগে এলনা কেন ?

মধুসূদন। তিনিও মারা গেলেন!

অতুল। ওঃ—তিনিও মারা গেলেন!

মধুসূদন। হ্যাঁ—! মাঝে মাঝে এখানে আসতেন—কতই বা বয়েস! তিনিও এই গাঁয়েরই মানুষ—!

অতুল। শচীনবাবু কতদিন মারা গেছেন ?

মধুসূদন। তা—দু'তিন বছর হবে ; সেই থেকে বাড়ী প'ড়েই আছে—কখনো কখনো কেউ ভাড়া নেয়, আবার …

অতুল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাহ'লে এইভাবে মৃত্যুকে জয় ক'রেছেন—! তাঁর বংশের আর কেউ নেই ?

মধুসূদন। তাঁর তো ছেলে ছিল না—একটী মেয়ে। সেই মেয়েই তো এখানে …

অতুল। সেই মেয়ে কি ?—বল

মধুসূদন। না বাবু, আমি মুখ্যু মানুষ—কি ব'লতে কি ব'লে ফেলব! পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে—সত্যি মিথ্যে কে কি বলবে, বলো ?

অতুল। তাঁর কি হয়েছিল ?

মধুস্থদন। কি যে হইছিল বাবু—তা কেউ বল্‌তি পারে না। এইটুকু জানি, তিনি অনেক দিন এখানে ছিলেন না; যখন ফিরে এল—তেনার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!

অতুল। ফিরে এলেন?

মধুস্থদন। হ্যাঁ—। দিনরাত ঘুন্‌ ঘুন্‌ ক'রে গান ক'রতো আর ব'লতো—"সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল?" ··· আপনি বাইরে চল—অন্ধকার হয়ে গেল!

অতুল। তুমি এই টাকাটা বক্‌শিস নাও—আমি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকবো!

মধুস্থদন। একটু পরে যে ভয়ানক অন্ধকার হবে—!

অতুল। তা হোক—অন্ধকার আমার বেশ ভালো লাগে!

মধুস্থদন। অন্ধকার ভালো লাগে—!

অতুল। এই যে, এখানে এক টুকরো পোড়া বাতি র'য়েছে—আমি আলো জ্বালছি। (আলো জ্বালিল)

অতুল। আচ্ছা, যাঁর কথা ব'লছিলে, তাঁর কি নাম ছিল আমায় ব'লতে পার? শচীনবাবুর স্ত্রীর—চাটুয্যেমশায়ের মেয়ের—?

মধুস্থদন। তার নাম ছিল জগদ্ধাত্রী। তা মায়ের আমার যেমন নাম, তেমনি রূপ—একেবারে ঠিক যেন মা জগদ্ধাত্রী! ছেলেবেলা থেকে আমার কোলে মানুষ—স্থদনকাকা ব'লতে একেবারে অজ্ঞান!

অতুল। তোমার নাম স্থদন?

মধুস্থদন। মধুস্থদন। আমি আবার মধুকা'নের গান গাইতাম কিনা?—তাই ভণিতের নাম ক'রে লোকে আমায় "স্থদন স্থদন" ব'লতো। দা'ঠাকুর আমায় খুব ভালবাসতো—!

[স্থদন গুন্ গুন্ স্থরে গাহিতে লাগিল ; তাহাকে যেন প্রাচীনকালের স্মৃতিতে পাইয়াছিল]

গান

এস দেবকী, এস দেবকী—
তোমায় গোপাল দেব কি— ?
যার গোপাল তার কোলে যাবে,
মাকে মা ব'লে ডাকিবে—
পায়ের ধূলা মাথায় লবে—
নইলে লোকে ব'লবে কি— !

অতুল। আচ্ছা স্থদন—এখানে, এই জানলার পাশটায় একটা জামরুল গাছ ছিল না—? তার ডাল বেয়ে—এই ঘরে আসা যেত !

মধুস্থদন। হ্যাঁ—ছিল তো ! এখন আর নেই—কেটে ফেলেছে !

অতুল। এই দরজাটা দিয়ে ওধারে একটা ঘরে যাওয়া যায় না— ?

মধুস্থদন। আপনি কি এবাড়ীতে কখনো এসেছেন বাবু ?

অতুল। হ্যাঁ—তবে সে আমার এজন্মে কি পূর্ব্বজন্মে,—তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে— ! একটা আব্ছা আব্ছা ভাব। ঠিক মনে নেই। স্থদন, আমি একবার ওই দিক্কার ঘরটায় যাব !

মধুস্থদন। ওদিকে আর ঘর নেই তো— ?

অতুল। আছে—এই সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায় !

মধুস্থদন। না বাবু—সিঁড়িতো ছাদে গেছে— !

অতুল। আমি যাব—

মধুস্থদন। আপনি যাবেন না—যাবেন না—

অতুল। কেন ?

মধুসূদন। কি জানি বাবু, ও দরজা কেউ খুলতে পারে না!

অতুল। চাবি দেওয়া— ?

মধুসূদন। না বাবু, কেউ ওধারে যায় না—বাড়ী খারাপ হ'য়ে আছে। আপনি চল—(মধুসূদন আগাইয়া দরজার কাছে গেল)

(অতুল দরজা খুলিতে গেল—খুলিতে পারিল না)

মধুসূদন। (সভয়ে) আমি তো আপনাকে বল্লাম বাবু—ভিতর থেকে বন্ধ থাকে!

অতুল। কে বন্ধ ক'রে রাখে— ? নিশ্চয়ই কেউ ওখানে থাকে!

মধুসূদন। আমি অতশত জানিনে বাবু—আপনি এস!

(দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

অতুল। সূদন—

মধুসূদন। বাবু—!

অতুল। তুমি ব'লছ, জগদ্ধাত্রী দেবী ফিরে এসেছিলেন— ?

মধুসূদন। হঁ্যা বাবু, আপনি আসুন—রাত হ'য়ে যাচ্ছে!

(আবার অগ্রসর হইল)

অতুল। (স্বগত) জগদ্ধাত্রী—শুনেছি, আমার মায়ের নাম ছিল জগদ্ধাত্রী! আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, দিদিমা, দাদামশাই থাকতেন.—এবাড়ীর চেহারা অন্য রকম হ'ত! হ'য়তো তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি ফিরে আসবো ব'লে আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন!

অতুল। (প্রকাশ্যে) সূদন—!

মধুসূদন। কেন বাবু!—কি হয়েছে ?

অতুল। তোমার সেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! তিনি যখন ছোটমেয়ে ছিলেন—যখন তাঁর বিয়ে হ'ল, তারপর যখন তাঁর ছেলে হ'ল,—তিনি দিনরাত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন—

মধুসূদন। (সভয়ে) আপনি তেনারে দেখেছেন নাকি?

অতুল। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি—!

মধুসূদন। যাঃ—আলোটা যে নিভে গেল বাবু!

অতুল। তা যাক্‌না; তুমি তোমার ঘর থেকে একটা হারিকেন নিয়ে এস। আমি বাড়ীটে একবার ভাল ক'রে দেখবো। তোমার বাবু রাগ ক'রবেন না; এ বাড়ী হয় আমি কিনবো, না হয় ভাড়া নেব;—যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রবো। তুমি যাও, হারিকেন নিয়ে এস!

মধুসূদন। (একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল) তা যাচ্ছি বাবু;—কিন্তু আপনি এখানে একা থাকবা—?

অতুল। দোকা আর কোথায় পাচ্ছি বল?

মধুসূদন। তা মোর সাথে বাইরেই চলনা—তার পর এস।

অতুল। না—একেবারে ঘরগুলো দেখেই যাব। তুমি পারতো আসবার সময় আমার জন্যে এক কাপ চা এনো!

মধুসূদন। আমার ঘরে তো চায়ের ব্যবস্থা নেই বাবু!

অতুল। চা না পাও, এক গ্লাস খাবার জল এনো। আচ্ছা—আর একটা টাকা তোমায় দিচ্ছি, দেখ যদি কোথাও কিনতে পাওয়া যায়!

মধুসূদন। গাঙুলিমশায়—ওই চাটুয্যেবাবুর জামাই, যখনি আসতো,

আমার গান শুনে টাকা দিত! তিনিও আপনার মত আপনভোলা ছিল; শেষবার ক'লকাতায় গেল, তারপর শুনি—আর নেই!

অতুল। আমিও তোমার গান শুনবো—যাও, আলোটা নিয়ে এস!

মধুসূদন। (যাইতে যাইতে) মুখ ফুটে কিছু বলাও তো মুস্কিল!—লোকটা বুঝেও বুঝল না! জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম—

[গাহিতে গাহিতে সূদনের প্রস্থান]

গান

নাথহে, রাম কি বস্তু সাধারণ!
ভূভার হরিতে অবতীর্ণ অবনীতে
সে ভবতারণ!
যে রামপদ ব্রহ্মা পূজেন তুলসীতে—
তুমি হ'রলে তার সীতে, বংশ বিনাশিতে
ওগো কাটলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে
কারো না শুনে বারণ!

[গান শুনিতে শুনিতে আগন্তুক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—তিনি তাঁর চোখের সম্মুখে কি এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন]

অতুল। (স্বগত) একি! —এরা কা'রা? কে গান গায়? ওই তো মৃত্যুঞ্জয় বাবু, দাদামশায়—না, আমি যাঁকে জানতেম, তাঁর বয়স অনেক বেশী, অনেকটা সেইরকম! সঙ্গের লোকটী কে? এ তো সেই ভসচাষ্যি দা'ঠাকুর—হ্যাঁ, সেই রকমই মুখখানা! গলা ঠিক সেই রকমই আছে—! এরা বেঁচে আছে—না আমার কল্পনা? আমি তো শুনেছিলাম, কেউ বেঁচে নেই?

[দেখিতে দেখিতে ঘরের বহির্দৃশ্য একেবারে বদলাইয়া গেল, আগন্তুক যুবকটী সেখানে আর নাই; তার বদলে দেখা গেল, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যায় যে জীবন-নাট্য এই ঘরে অভিনীত হইয়াছিল, তারই দৃশ্য—গৃহকর্ত্তা মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর নিত্যসঙ্গী উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। ঘরখানি কর্ত্তার বাড়ীর ভিতরের বসিবার ঘর।]

(উমাচরণের কণ্ঠে পূর্ব্বেকার গান—তিনি গাহিতে গাহিতে ভিতরে আসিলেন)

গান

যে রামপদ ব্রহ্মা পূজেন তুলসীতে
তুমি হ'রলে তাঁর সীতে, বংশ বিনাশিতে
কাটলে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে
কারো না শুনে বারণ!

মৃত্যুঞ্জয়। গান থামাও উমোচরণ! বস!

উমাচরণ। তোমার জন্যে তো গান গাইনি দাদা, গেয়েছি আমার মা জগদ্ধাত্রীর জন্যে—। গান শুনলেই ছুটে আসে, আজ দেখছি নে যে—বড়?

মৃত্যুঞ্জয়। কি জানি, শচীনের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে!

উমাচরণ। শচীনের সঙ্গে—?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ! ··· আজকের বাজার দর কত গেল?

উমাচরণ। পাটের—?

মৃত্যুঞ্জয়। নইলে কি আর তোমায় সন্দেশের দর জিজ্ঞাসা ক'রছি—?

উমাচরণ। দশ টাকা দু'আনা—

মৃত্যুঞ্জয়। এইবার ছাড়বো নাকি ভায়া—?

উমাচরণ। তোমার কেনা ছিল ছ'টাকা দু'আনায়—?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—

উমাচরণ। গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাক—দাদা! আরো পনের দিন পরে দাম হবে সাড়ে বার টাকা।

মৃত্যুঞ্জয়। শেষে 'লাভে মূলে বিনশ্যতি' না হয়! অঘ্রাণে মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। নগদ কিছু দরকার;—ওর থেকে যদি হ'য়ে যায়, তাহ'লে আর কাগজ ভাঙাইনে—!

উমাচরণ। কার সঙ্গে বিয়ে দেবে? পাত্র কোথায়—? একটু দেখে শুনে দিতে হবে তো—!

মৃত্যুঞ্জয়। ভাবছি, ঘরজামাই রাখবো—।

উমাচরণ। অমন কাজ ক'রোনা দাদা, অমন কাজ কাজ ক'রোনা! সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে—। তোমার অত কষ্টের রোজগার, কিছু রাখবে না—বেটা কিছু রাখবে না।

মৃত্যুঞ্জয়। তুই বেহারী মাষ্টারের জামায়ের কথা ভাবছিস্?—সে বেটা যে মদ ধ'রলো—! হাড়বয়াটে—

উমাচরণ। তোমার জামাইটীরই বা মদ ধ'রতে আপত্তি কি দাদা—? (উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—

রঘু। (নেপথ্য হইতে) বাবু!

উমাচরণ। তামাক টামাক দিবি বাবা?—না বাড়ী চলে যাব?

(হুঁকা ও কলিকা লইয়া রঘুর প্রবেশ)

রঘু। তামাকই সাজছিলাম বাবু—এই নিন্!

উমাচরণ। যা—বৌঠাকরুণের কাছে এই ঠোঙাটা দিয়ে আয়, তিনি যা কিনতে দিয়েছিলেন।

(রঘু চলিয়া গেল)

উমাচরণ। আচ্ছা দাদা, তুমি পুলিশে কাজ ক'রতে—তাই আজো যেন তোমায় দেখলে কি রকম গা 'ছম ছম' করে !

মৃত্যুঞ্জয়। কিসের ভণিতে হ'চ্ছে—বল তো ?

উমাচরণ। দাদা, আর তো চলেনা—তোমার বৌমা তো দু'বেলা উঠতে ব'সতে খোঁটা দেয়—একটা কিছু কাজকর্মের যোগাড় ক'রে দেও।

মৃত্যুঞ্জয়। এইতো দালালি ক'রছিস্—পাট, চিনি, জমি, বাড়ী—আর কি চাস্ ?

উমাচরণ। তুমিও যেমন দাদা—আমি ক'রবো দালালি ! ক্ষেপেছ—? আজকাল গাড়ীঘোড়া নইলে দালালি হয়—? হ্যাঁ, একটা কথা—ক'লকাতায় কিছু জমি কিনবে দাদা ?

মৃত্যুঞ্জয়। আমার উপরেই দালালি চালাবে—? আর লোক পেলে না ?

উমাচরণ। সত্যি দাদা, তোমার কেনা উচিত। বাড়ী কর না কর, জমি কিছু কিনে রাখ—এই কাঠা দশেক। জমির বাজার যা চ'লেছে দাদা, খুব ভাল জায়গা,—দশবছর পরে—ডবল দাম হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। কোন্ জায়গাটা—বল্ তো ?

উমাচরণ। হাতিবাগানের মোড় থেকে একটু পাড়ার ভিতর ; ছ'শ টাকা ক'রে কাঠা—তার পাশের জমি আটশ' টাকা !

মৃত্যুঞ্জয়। তুই ক্ষেপেছিস্ উমোচরণ ?—কাঠার দরে ক'লকাতায় জমি কিনবো আমি ? কেন বলতো ? কি কাজে লাগবে সে জমি—?

ছশ' টাকায় দশ দশ বিঘে ধানের জমি হবে—তার খবর রাখিস্? ভাগ্ রায় দিলেও বছর শালিয়ানা চার-পাঁচ বিশ ধান পাব জানিস্ তা—?

উমাচরণ। না—না, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা দাদা—ক'লকাতা সহর বাড়ছে,—খুব বাড়ছে!

মৃত্যুঞ্জয়। বাড়ছে—? কি ক'রে বাড়ছে—আমায় বুঝিয়ে দিতে পারিস্—?

উমাচরণ। না—তা পারিনে দাদা! তবে বাড়ছে—ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ছে—এবেলা ওবেলা বাড়ছে। না হয়, একদিন ক'লকাতায় গিয়ে দেখেই এস না? তুমি যা দেখেছিলে—সে ক'লকেতা আর নেই—!

মৃত্যুঞ্জয়। ক'ল্কাতা বাড়ে—বাড়ুক, আমার ভাবনা নেই! তুই কি ব'লছিলি বল্—দালালি ক'রে তোর সংসার চ'লছেনা?

উমাচরণ। তাই কখনো চলে দাদা?—ক'লকেতায় দালালি ক'রতে হ'লে ক'লকাতায় থাকতে হয়; তার গাড়ী চাই, বাড়ী চাই—নানান হাঙ্গামা!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই কি চাকরী ক'রবি? কি কাজ জানিস্?

উমাচরণ। কেন?—গান গাইতে জানি, এ্যাক্ট ক'রতে জানি, নাচতে জানি, হার্মোনিয়ম বাজাতে পারি, খোল, ডুগিতবলা—না জানি কি দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। আবার যাত্রার দলে যাবি—? একেবারে বাউণ্ডুলে হ'য়ে পড়বি যে হতভাগা—সংসার ক'রতে পারবি নে তো!

উমাচরণ। সেইজন্যেই তো বউ বকে, কাঁদে—গাল দেয়! এখন

ছেলেপিলে হ'য়েছে, সংসার ক্রমেই ভারি হ'য়ে উঠছে—আর তো চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না দাদা !

মৃত্যুঞ্জয়। তুই কি ক'রতে চাস্—আমায় বল তো ?

উমাচরণ। একটা যাত্রার দল খুলতে চাই দাদা !

মৃত্যুঞ্জয়। বলিস্ কি রে !

উমাচরণ। ভারি লাভের কারবার—! দেখছ না, রায়মশাই লাল হ'য়ে গেল !

মৃত্যুঞ্জয়। রায়মশায় কে—?

উমাচরণ। মতিরায়—মতিরায়—

মৃত্যুঞ্জয়। তুই মতিরায়ের মত বক্তৃতা ক'রতে পারিস ? দূর !

উমাচরণ। কেন পারবো না ?—আমি তো রায়মশায়েরই সাক্রেদ, —ওঁরই কাছে আমার শেখা। আমি ঠিক দল চালাতে পারবো দাদা ! তোমার তো কত দিকে কত টাকা খাটছে, কিছু টাকা বার কর দাদা—আমি একবার বরাত ঠুকে লেগে যাই ! যা ক'রবার, সব আমিই ক'রবো—তুমি শুধু গদিয়ান হ'য়ে আসরে এসে অধিকারী মশায় সেজে ব'সবে।

মৃত্যুঞ্জয়। আরে—মতিরায় যে বড্ড ভাল বক্তৃতা করে ; তুই সে রকম পারবি নে—পাগল নাকি !—দূর !

উমাচরণ। আচ্ছা—তুমি কথা দেও, আমি যদি মতিরায়ের মত বক্তৃতা ক'রতে পারি, তুমি টাকা দেবে তো দাদা—?

মৃত্যুঞ্জয়। তুই বক্তৃতা কর তো আগে শুনি—তারপর বিবেচনা ক'রবো।

উমাচরণ। বৌঠাকরুণ—বৌঠাকরুণ !

বৌঠাকরুণ। (নেপথ্যে) যাচ্ছি চরণ-ঠাকুরপো!

[বাড়ীর গৃহিণী—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী—বয়স বিয়াল্লিশ—মোটাসোটা গোলগাল চেহারা—গায়ের রং ফরসা—চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

মৃত্যুঞ্জয়। গলাটা শানিয়ে নিচ্ছিস বুঝি!

উমাচরণ। বৌঠান, আমার মা জগদ্ধাত্রী আজ বাড়ীতে নেই ব'লে—তোমরা কি আমায় চা খেতে দেবেনা নাকি?

স্বর্ণলতা। শুধু শুধু কলঙ্ক দিওনা ঠাকুর-পো!

মৃত্যুঞ্জয়। শুধু চা নয়—আবার চন্দ্রপুলি!

উমাচরণ। দেরী দেখে একটু রাগ হ'য়েছিল; এখন দেখছি, সবুরে মেওয়া ফ'লেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। চট্ ক'রে সদ্ব্যবহার ক'রে ফেল!

উমাচরণ। বৌঠাকরুণ বস,—আমি পাঠ ব'লবো—শোন!

স্বর্ণলতা। তা জগদ্ধাত্রী আসুক্ না,—সে ওসব শুনতে বড় ভালবাসে!

উমাচরণ। তার কাছে আর একদিন ব'লবো। তুমি বিচার ক'রবে বৌঠাকরুণ, আমার কেমন বলা হয়! তোমরা দু'জনে কথা কও, আমি এ পালাটা শেষ ক'রে ফেলি! (মনোযোগ দিয়া খাইতে লাগিল)

স্বর্ণলতা। (স্বামীর প্রতি) হ্যাঁগা?—কি হ'ল তোমার চুড়ি ভেঙে গড়িয়ে দেবার? আজকাল আর চারগাছা ক'রে চুড়ি কেউ পরে?

মৃত্যুঞ্জয়। না—কেউ পরে না! সকালে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, রাস্তায় যত লোক চ'লছে, সবার হাতে দশগাছা ক'রে

সোনার চুড়ি! ছেলে, বুড়ো, যোয়ান—সবাই দশগাছা,—কারো হাতে চারগাছা নেই!

স্বর্ণলতা। না, ওসব ঠাট্টা চ'লবে না! চাকরীতে পেনসন্ পাবার পর আর দিয়েছ কখনো কোনো গহনা গড়িয়ে—?

মৃত্যুঞ্জয়। মেয়ের গয়না গড়াতে দেব,—আবার মেয়ের মায়ের জন্যেও গড়াতে হবে?

স্বর্ণলতা। তা আমি কি গয়না প'রে চিতেয় শোব নাকি? মেয়ের জন্যেই তো রেখে যাব!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি যে শীগগির চিতেয় শোবে, এ শুভসংবাদটী আমায় না দিলেও পাবতে!

উমাচরণ। ব্যস,—আর নয়! তোমাদের ঝগড়া মুলতুবি রাখ। বৌঠাকরুণ শোন!

স্বর্ণলতা। বল ঠাকুর-পো! (স্বামীর প্রতি) আর আমি তোমায় কোনো দিন গহনার কথা ব'লবো না; গঙ্গাজল ক'দিন ধ'রে ব'লছে—তোর হাতে চারগাছা মানায় না ভাই, তাই ব'লেছিলাম—!

মৃত্যুঞ্জয়। আহা তা—রাগ ক'রছ কেন? একটু পরিহাস ক'রলাম, তাও বুঝতে পারলে না! তোমার গহনা গড়াতে দেবনা তো ক'রবো কি—আমায় ব'লতে পার? কাজ নেই কর্ম্ম নেই, মাঝে মাঝে যদি স্ত্রীর গহনা গড়িয়েও না দিই—তো জীবনে ক'ল্লাম কি?

উমাচরণ। বৌঠাকরুণ, শুভকর্ম্মের আগে মুখ ভার ক'রে থেকোনা—একটু হাস!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—একটু হাস! তবে তুই আর ভণিতে করিসনে উমোচরণ, যদি কিছু জানিস তো বল্—আরম্ভ কর্!

উমাচরণ। এই যে দাদা—আরম্ভ করি। গদ্যে এ্যাক্ট ক'রবো—পদ্যে এ্যাক্ট ক'রবো—?

মৃত্যুঞ্জয়। যাতে হোক্ বল্ না—ও গদ্যপদ্য আমি বুঝিনে, মতিরায়ের মত হওয়া চাই!

উমাচরণ। আচ্ছা শোন! গদ্যেই বলি—রায়মশা'র পদ্য সুবিধে হয় না!

উমাচরণ। দাদা—!

মৃত্যুঞ্জয়। কিরে—?

উমাচরণ। একটু উঠে এস—!

মৃত্যুঞ্জয়। কেন?

উমাচরণ। এস না—?

মৃত্যুঞ্জয়। জ্বালালে! (উঠিলেন)

উমাচরণ। আমার সামনে একটু হাতযোড ক'রে দাঁড়াও—তুমি যেন আমার মন্ত্রী! রাজার পার্ট ক'রছি কিনা?—মন্ত্রী সামনে না থাকলে ঠিক ফীলিং আসবে না! তোমার পায়ে পড়ি দাদা, একটু হাত-যোড় কর না?—এরপর আমি তোমার পায়ের ধূলো নেব'খন!

(মতিরায়ের ধরণে বক্তৃতা)

উমাচরণ। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে সুখযামিনী প্রভাতা হ'ল, আবার দুখময়ী দিবা এল! এবার আবার বিষয়-হলাহলে মত্ত হ'য়ে না জানি কি কুকর্ম্মই ক'রতে হবে? কারো সর্ব্বস্ব-ধনহরণ, কারো সর্ব্বের সর্ব্ব জীবনসর্ব্বস্বকে তার স্নেহময় ক্রোড় হ'তে অপহরণ ক'রে, ভীষণ যন্ত্রণাময় লৌহ-কারাগারে নিক্ষেপ ক'রতে হবে। উঃ—কি ভীষণ শাসন! কি ভয়াবহ স্বামিত্ব! তত্ত্বময় শ্রীহরির উপর আমার আবার

আবার স্বামিত্ব! মন্ত্রিন্, না জানি পূর্ব্বজন্মে কি মহা পাপই ক'রেছিলাম—"

মৃত্যুঞ্জয়। বল?—থামলি কেন?

উমাচরণ। আর মনে নেই দাদা! এবার পত্তে ব'লবো—?

মৃত্যুঞ্জয়। যাক, আর ব'লতে হবে না—বুঝে নিয়েছি! এই বুঝি তোর মতিরায়?—মতিরায় ঐ রকম বলে? দূর—দূর!

উমাচরণ। একেবারে—"দূর দূর"!

মৃত্যুঞ্জয়। তা ছাড়া আর কি—? তুই মতিরায়ের পায়ের নখের যুগ্যি ন'স্! মতিরায়ের কি ভাব—!

উমাচরণ। বটে—? আমার ভাব নেই?

স্বর্ণলতা। কেন?—আমার তো বেশ লাগলো। খাসা মিষ্টি গলা—বেশ ব'লেছ ঠাকুর-পো!

উমাচরণ। বলতো বৌঠাকরুণ—বলতো।

মৃত্যুঞ্জয়। থাম্ থাম্—! তুই মতিরায়ের দলে ছিলি? তোকে সাজাতো—?

উমাচরণ। সাজাতো না?

মৃত্যুঞ্জয়। "ভীষ্মের শরশয্যায়" কি সাজতিস্—?

উমাচরণ। অর্জ্জুন সেজেছি কতবার—!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই পারবিনে—পারবিনে তুই! দল ক'রতে যাসনে ছোঁড়া! এই এ্যাক্ট ক'রলে তোমায় মেরে তাড়াবে।

উমাচরণ। মেরে তাড়াবে? কেন?—মেরে তাড়াবে কেন? তুমি যাত্রার কচু বোঝ! আমি সাজি, গান গাই, বেহালা বাজাই, হার্মোনিয়ম বাজাই, বাঁয়া-তবলা বাজাই—

মৃত্যুঞ্জয়। 'তামাক সাজি'—বল্ ?—

উমাচরণ। হ্যাঁ—তামাক সাজবার জন্যে পঁচিশ টাকা মাইনে দিয়ে লোক রেখেছিল ?—তার নাম রায়মশাই !

মৃত্যুঞ্জয়। তুই পঁচিশ টাকা মাইনে পেতিস্—!

উমাচরণ। না—তা পাব কেন ? অমনি অমনি আমার মুখ দেখে শ্বশুর মেয়ে দিয়েছিল—! আমি যে ঘরে বিয়ে ক'রেছি, করুক দেখি কোন্ শালা যাত্রাওয়ালার সাধ্যি সেই ঘরের মেয়ে বিয়ে—?

স্বর্ণলতা। মানুষকে রাগানো তোমার কেমন স্বভাব !

মৃত্যুঞ্জয়। ও হতভাগা মতিরায়ের নাম ক'রলে কেন ?

উমাচরণ। না—রায়মশায়ের নাম ক'রবো না তো কি যাদব বাঁড়ুয্যের নাম ক'রবো নাকি ? অমন তিনটে দল আমি ট্যাঁকে গুঁজে চালাতে পারি ! তেলাপোকা আবার পাখী, যাদব বাঁড়ুয্যের দল আবার যাত্রার দল—মফঃস্বলে একান্ন টাকায় গায় ! নিয়ে এস দিকি একান্ন টাকায় রায়মশায়ের দল ?—দারোগাই হও, আর ম্যাজেষ্টারই হও—সে বান্দাই নয় !

মৃত্যুঞ্জয়। আরে—মর্ ! কে তোর রায়মশায়ের দল একান্ন টাকায় বায়না ক'রছে ? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই দল বসাবি— ?

উমাচরণ। আচ্ছা, দেখে নিও—আমি দল বসাতে পারি কি না ! বৌঠাকরুণ, তোমায় ব'লে যাচ্ছি—যাত্রার দলের অধিকারী একদিন হব, তবে আমার নাম উমোচরণ ! তোমার বাড়ীতে একদিন অমনি একপালা গেয়ে যাব।

মৃত্যুঞ্জয়। অমনি গাইবি কেন ?—আমি টাকা দেব।

উমাচরণ। কত টাকা দেবে?—একান্ন? তাতে উমোচরণের দল হয় না—যাদব বাঁড়ুয্যে—!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই যদি যাদব বাঁড়ুয্যের মত দলও ক'রতে পারিস্, এক রাত্রির জন্য তোকে ৭৫৲ টাকা দেব—আর একটা ডোয়ারকিনের হার্মোনিয়ম কিনে দেব!

উমাচরণ। যাদব বাঁড়ুয্যের মত দল উমোচরণ ভশ্চায্যি করেনা! চ'ল্লাম বৌঠাকরুণ—

[উমাচরণ উঠিয়া গেল; রোজই এমনি করিয়া তাহাকে রাগানো মৃত্যুঞ্জয়ের অভ্যাস—এবং উমাচরণেরও রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া অভ্যাস]

উমাচরণ। (যাইতে যাইতে) উনি বড় দারোগা ছিলেন, তবেই আর কি? দুনিয়ার সব জিনিষ উনি যা বুঝেছেন, তার উপর কথা নেই—!

[উমাচরণের প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয়। এইবার যাও, তোমার কর্ত্তব্য কর—ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস!

স্বর্ণলতা। কেন বল দেখি?—ওকে রোজ রোজ রাগাও?

মৃত্যুঞ্জয়। কি জানি—কি রকম অভ্যেস হয়ে গেছে। ওকে একবার ক'রে না রাগালে আমার শরীরটা গরম হয়না। উমাচরণ আমার "নারভিগার"!

স্বর্ণলতা। (যাইতে যাইতে) ঠাকুর-পো, ও চরণ-ঠাকুরপো—শোন শোন!

[স্বর্ণলতার প্রস্থান, পরে দুইজনে নেপথ্য হইতে আসিতে আসিতে]

উমাচরণ। না বৌঠাকরুণ, এবাড়ীতে আমি আর আসবো না। তবে, তোমায় বড়দিদির মত দেখি, মা জগদ্ধাত্রীকে ভালবাসি—বেশী দিন না দেখে থাকতে পারবোনা—মাঝে মাঝে আসতে হবে!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই এলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো!

উমাচরণ। কি ব'লছিলে বৌঠাকরুণ—বল!

স্বর্ণলতা। ব'লছিলাম কি, তোমার মা জগদ্ধাত্রীর বিয়ের একটা পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে!

উমাচরণ। ওকে একটা রাজপুত্তুর দেখে বিয়ে দিতে হবে—যার তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চ'লবেনা—

স্বর্ণলতা। না—তাতো চলবেই না!

উমাচরণ। গলা ভাল থাকা দরকার—'গাইয়ে জামাই' চাই, বেসুরো বেতালা চ'লবেনা। চেহারা ভাল হ'লে কি হবে?—পেটে গুণ থাকা দরকার!

মৃত্যুঞ্জয়। ও যাত্রার দল থেকে একটা ভাল দেখে রাজপুত্তুর এনে দেবে—তুমি ভাবছ কেন?

উমাচরণ। তোমার সঙ্গে কে কথা কইছে? আমি আর দাঁড়াব না বৌঠাকরুণ—চ'ল্লাম!

স্বর্ণলতা। বাঃ—দু'খানা চন্দরপুলি দিই, ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাও। এস—বাড়ির ভিতর এস!

[প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয়। এই—শুনে যা!

উমাচরণ। কি?

মৃত্যুঞ্জয়। (একখানা দশ টাকার নোট দিয়া) এই নোটখানা রেখে দে।

খবরদার, তোমার বৌঠাকরুণকে আর যেন গয়নার ক্যাটালগ এনে দিও না!

উমাচরণ। ঘুস—? আমি এখুনি গিয়ে বৌঠাকরুণকে ব'লে দিচ্ছি।

মৃত্যুঞ্জয়। তুইই ঠকবি—ওদিকে ওই চন্দরপুলির উপর আর উঠবে না! বৌমাকে একজোড়া কাপড় কিনে দিবি, বুঝলি হতভাগা! আর বিজনকে একখানা 'শান্তিপুরে'।

উমাচরণ। ব'ল্লাম, একটা যাত্রার দল খুলে দাও,—দশ টাকায় আমার কি হবে?

মৃত্যুঞ্জয়। আমায় কাপ্তেন ঠাউরেছ হতভাগা! যা, পালা—দূরহ!

উমাচবণ। তোমায় দিয়ে যাত্রার দল খোলাব, তবে আমার নাম উমোচরণ!

(সুবর্ণলতার পুনঃপ্রবেশ)

সুবর্ণলতা। এই নাও ঠাকুর-পো! (খাবারের পুঁটুলি দিলেন) তোমার দাদার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেছে?

উমাচরণ। ওই তো আমার দোষ বৌঠাকরুণ—শরীরে রাগের ভাগটা বড় কম!

[উমাচরণের প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয়। ও হতভাগাটার জন্যে—সত্যি আমার বড় ভাবনা হয়! একেবারে বাউণ্ডুলে—! মেয়ে বড় হ'য়েছে—একটুও ভাবে না।

সুবর্ণলতা। তা একটা চাকরী বাকরী ক'রে দাওনা ওকে?—একটু স্থিতু হ'ক; তোমার তো কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। চাকরী পেলে ওকি চাকরী রাখতে পারবে? হতভাগা কিনা! ওই যাত্রার দলই ওকে মারবে দেখছি!

সুবর্ণলতা। তা যাত্রার দলই একটা ক'রে দেওনা ওকে। কত টাকা লাগে—?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় লোভ দেখিয়েছে বুঝি ?—বড়লোক ক'রে দেবে ?

সুবর্ণলতা। ও সব কথা যাক্ ; তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখেছ ? রাত হ'য়ে গেল—এখনো বাড়ী ফেরার নাম নেই ! শচীনকে এত ক'রে ব'ল্লাম—সন্ধ্যের আগে বাড়ী পৌঁছে দিবি !

মৃত্যুঞ্জয়। মেয়েটা রোজই যেন একটু ক'রে বড় হ'চ্ছে—না ?

সুবর্ণলতা। ওই দেখতেই যা ডাগর-ডোগরটী হ'য়েছে। লজ্জা-সরমের ধার ধারে না—কেমন যেন পুরুষ পুরুষ ভাব ! তুমিই পাঁচজনের সামনে বার ক'রে, ইংরিজি ইস্কুলে পড়িয়ে ওকে মাটি ক'রে ফেললে। এরপর শাশুড়ীর খোঁটা খেতে খেতে অস্থির হ'তে হবে !

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি তো জান—আমার ইচ্ছে নয়, শাশুড়ী আছে এমন ঘরে ওর বিয়ে দিই !

সুবর্ণলতা। পাঁচজনের সঙ্গে বনিয়ে তো চ'লতে হবে ?—যে এক-গুঁয়ে মেয়ে তোমার ! আমার তো ভয় হয় !

মৃত্যুঞ্জয়। শচীনের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়—তাহ'লে আর শ্বশুর-শাশুড়ীর বালাই থাকেনা। আমরা যতদিন থাকবো, আমাদের কাছে রইলো ; তারপর শচীন টাকাকড়ি ভাল রোজগার ক'রতে পারে, বহুৎ আচ্ছা ! না পাবে, যাহোক একরকম চলে যাবে ; যা রেখে যাব—বুঝে চল্লে কষ্ট পাবে না !

সুবর্ণলতা। শচীনের সঙ্গে বিয়েতে আর কোন আপত্তি নেই, আজ সাত বছর শচীন আমাদের এখানে আছে, মেয়ে ওকে 'দাদা দাদা'

ব'লে ডাকে—ওরা ঠিক যেন ভাইবোন। বর-বৌ সম্পর্ক হ'লে কি রকম হবে—কে জানে!

মৃত্যুঞ্জয়। বেশ হবে—বেশ হবে! ওতে আটকাবে না!

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—মানাবে ভাল! তবে কিনা ঘরজামা'য়ে বরকে মেয়েরা তেমন পছন্দ করে না। মেয়ে যদি স্বামীকে ভক্তি ক'রতে না শেখে—তাহ'লে তার মেয়েজন্মই বৃথা! ওসব দরকার, বুঝলে?

মৃত্যুঞ্জয়। কি দরকার?

সুবর্ণলতা। স্বামীর ঘর, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর, ননদ—! শ্বশুর-বাড়ীতে সব্বার সঙ্গে মিলে মিশে ঠিক বউটী হ'তে পারে—তবেই না?

মৃত্যুঞ্জয়। বুঝছি সব, কিন্তু তুমি তো জান—পাঁচজনের সংসারে ও কি বনিয়ে চ'লতে পারবে?

সুবর্ণলতা। সে যেমন ঘরবরে বিয়ে হবে, তার উপর নির্ভর ক'চ্ছে। শচীনকে আমরা জানি,—হুঁ, তুমি যা মনে ক'রেছ, কথাটা আর কাউকে বলা মুস্কিল!

মৃত্যুঞ্জয়। শুধু মুস্কিল নয়—শুনলে আমাদেরই পাগল ব'লে উড়িয়ে না দেয়! আমারই এখন একএক বার মনে হয়, ঘটনাটা সত্যি নয়!

সুবর্ণলতা। সত্যি নয় কি গো?—জলজ্যান্ত ঘটনা, পুরো কুড়িটে দিন—আমি বিছানায় শুয়ে!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা, কতদিন আগেকার কথা—বলতো?

সুবর্ণলতা। পুরো ন' বছর!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি বড় বড় পণ্ডিত, ডাক্তারের মত নিয়েছি—

স্ববর্ণলতা। তারা তো উড়িয়ে দেবেই! ওরা ওসব কিছু বিশ্বাস করে কিনা! কিন্তু, আমি তোমায় বলছি—ও সব আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। তবেই তো! যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হবে, তাকে আগে থেকে ওকথা ব'ল্লে—সে কি বিয়ে ক'রতে রাজি হবে? পাঁচটা ফ্যাঁকড়া তুলবে; ছেলের বাপ শুনলে তো পণের টাকা দশগুণ বাড়িয়ে দেবে! এ ক্ষেত্রে জানাশোনা ছেলে হ'লে—কিম্বা যদি ঘটনাটা একেবারে চেপে যাওয়া যায়—এখানে আর কেউ জানে না—

স্ববর্ণলতা। পরে যদি অন্য কারো কাছে শোনে—তার চেয়ে নিজেরা বলা ভাল!

মৃত্যুঞ্জয়। ক'লকাতার আট-দশজন লোক জানে—ক্যাল্‌ভার্ট সাহেব, বার্ড সাহেব, আর. এল. দত্ত, পুলিশ কমিশনার, বঙ্গবাসীর যোগীন বাবু—আরো দু'চারজন ছিল, এখন তারা মারা গেছে।

স্ববর্ণলতা। এরা কেউ বিশ্বাস করেনি—?

মৃত্যুঞ্জয়। কেবল এক যোগীন বাবু ব'লেছিলেন—হ'তে পারে! তন্ত্রে আছে—

স্ববর্ণলতা। (একটু চিন্তার পর) হুঁ—তোমার মতলবই ঠিক! জানা-শোনা ঘরেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তা শচীনের সঙ্গেই বা দোষ কি? বিয়ের দিন তিনেক আগে ওকে গঙ্গাজলের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে বর সেজে বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে বিয়ে ক'রতে আসবে—। গঙ্গাজলের সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতাবো, মন্দ হবেনা! শচীনকে সব কথা বলা যাবে— ?

মৃত্যুঞ্জয়। আমি আবার তাও ভাবছি—বল্লে, শচীন বিগড়ে না যায়।

তাই মনে ক'রছিলুম ··· ; আচ্ছা, তোমাব কি মনে হয় ?—শচীন জগদ্ধাত্রীকে ভালবাসে, কিম্বা জগদ্ধাত্রী শচীনকে—

সুবর্ণলতা। তা আবার কথনো হয় নাকি—! ও সব নভেল-নাটকেই দেখতে পাওয়া যায় !

মৃত্যুঞ্জয়। নভেল নাটক ওরাও তো পড়ে—! ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ !

সুবর্ণলতা। (বাহিরে শব্দ শুনিয়া) ওই বুঝি ওরা আসছে— !

(জগদ্ধাত্রী ও তাহার সখী বিজন বালার প্রবেশ)

সুবর্ণলতা। হ্যাঁরে—তোদের কি আক্কেল বল্ দেখি ?—বেড়াতে গেলি তো. ফিরবার নামটী নেই ! কত রাত হ'য়ে গেছে দেখ্ তো—! কোথায় গিয়েছিলি—? (বিজনের প্রতি) তোর বাপ এই চলে গেল !

বিজনবালা। বলছি জ্যাঠাইমা, আগে তোমার মেয়েকে শান্ত কর বাপু ! (একটী আসনে জগদ্ধাত্রীকে বসাইয়া) আর ছেলেমান্ষি করে না—ব'স্, চোখের জল মোছ্ !

সুবর্ণলতা। কেন ?—মেয়ের আবার কি হ'ল ?

মৃত্যুঞ্জয়। কি হ'য়েছে মা সিংহবাহিনী !

সুবর্ণলতা। তোরা কোথায় গিয়েছিলি ?—শচীন কোথায় ?

বিজনবালা। শচীনদা আসছে। আমরা বেড়িয়ে ফিরছি—ইষ্টিশানের কাছে ঘোষদের মদনমোহনের মন্দিরে কীর্ত্তন হ'চ্ছিল, জগদ্ধাত্রী ব'ললে,—চল্, গান শুনিগে ; আমরা গেলাম।—

সুবর্ণলতা। তোদের কেউ কিছু ব'লেছে সেখানে ?

বিজনবালা। না—না, কে কি ব'লবে ? তারা বরং কত যত্ন ক'রে বসালে।

স্বর্ণলতা। তবে ও কাঁদছে কেন? হ'য়েছে কি?

বিজনবালা। খানিকক্ষণ গান শুনতে শুনতে হঠাৎ কাঁদতে লাগল! তারপর গান থেমে গেল, ওর কান্না আর থামেনা!

মৃত্যুঞ্জয়। বটে! খুব সাংঘাতিক গান তো! হ্যাঁ মা সিংহবাহিনী, কি গান শুনে এলি—বল্‌তো?

বিজনবালা। সেই থেকে আর কথাও ব'লছেনা! আমরা কত কথা ব'ল্লাম, ঠাট্টা ক'রলাম, হাসাবার চেষ্টা ক'রলাম—কোন কথার উত্তর দেয় নি!

(মৃত্যুঞ্জয় ও স্বর্ণলতা পরস্পর চাহিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। ও কিছুনা—ও কিছুনা। তুমি এক কাজ কর, ঝিকে আর শচীনকে সঙ্গে দিয়ে বিজনকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

স্বর্ণলতা। আয় মা বিজন, রাত অনেক হ'য়ে গেছে—তোর মা আবার না জানি কি ভাবছে।

বিজনবালা। আমি তাহ'লে যাইরে জগদ্ধাত্রী! তুই কথা কইবিনি?—এখনো চুপ করেই থাকবি!

[জগদ্ধাত্রী শুধু একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কথা কহিল না; তার চোখের দৃষ্টি এখনো অর্থহীন!]

স্বর্ণলতা। আয় মা বিজন—আয়! শচীন—কোথায় গেলিরে?

শচীন। (নেপথ্য হইতে) এই যে মা—আমি আমার পড়ার ঘরে।

স্বর্ণলতা। বিজনকে বাড়ীতে দিয়ে আসতে হবে—হ্যারিকেনটা নিয়ে একটু বাইরে আয় বাবা!

[বিজন ও স্বর্ণের প্রস্থান।

[মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ; তারপর মেয়ের কাছে গিয়া মেয়ের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন ; জগদ্ধাত্রী মুখ তুলিয়া অনেক ক্ষণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।]

জগদ্ধাত্রী। বাবা !

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁরে—আমি !

জগদ্ধাত্রী। তুমি ? হ্যাঁ—তুমিই তো বটে ! তুমি এখানে কেন ?

মৃত্যুঞ্জয়। আমি এখানে থাকবো না তো—কোথায় থাকবো ?

জগদ্ধাত্রী। না—না, তোমার এখানে আসার কথা নয় !

মৃত্যুঞ্জয়। কেন ? এইতো আমাদের বাড়ী ?

জগদ্ধাত্রী। না, না—সেখানে কত গান, কত গান !

মৃত্যুঞ্জয়। কোথায় কত গান ?—মদনমোহনের মন্দিরে ?

জগদ্ধাত্রী। না—সে মন্দির নয়, ঘরবাড়ী নয় ; আমি আমি আমি যেন…(কি মনে করিতে চেষ্টা করিল, মনে করিতে পারিল না)

(সুবর্ণলতা আসিলেন)

সুবর্ণলতা। কথা ক'চ্ছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। (মুখের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ—কথা ক'চ্ছে।

সুবর্ণলতা। কি হ'য়েছিল ?

মৃত্যুঞ্জয়। (চাহিলেন)

সুবর্ণলতা। ডাক্তার ডাকবে ?

মৃত্যুঞ্জয়। না !

জগদ্ধাত্রী। মা !

সুবর্ণলতা। কেন মা ?—তোমার কি হ'য়েছে ?

[জগদ্ধাত্রী উঠিল, ঘরের চারি ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; তার পর মায়ের কাছে গেল]

জগদ্ধাত্রী। মা, আমি বাড়ী এসেছি ?

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ—বাড়ীতেই তো এসেছ মা !

জগদ্ধাত্রী। কেমন ক'রে বাড়ী এলাম ? ওরা আমায় ফেলে রেখে এসেছিল ?

স্বর্ণলতা। কারা ?—শচীন আর বিজন ?

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ—আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম ?

স্বর্ণলতা। বালাই—ষাট ! হারিয়ে যাবে কেন ? এইতো তুমি বাড়ীতেই এসেছ !

জগদ্ধাত্রী। শচীন ?—শচীন কোথায় ? হারিয়ে গেছে ?

স্বর্ণলতা। (স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন) হারিয়ে যাবে কেন ?

জগদ্ধাত্রী। এখানে নেই তো ?

স্বর্ণলতা। বিজনদের বাড়ী গিয়েছে—এখনি আসবে।

জগদ্ধাত্রী। ওকে বিজনদের বাড়ীতে যেতে দিওনা—কোথাও যেতে দিওনা। ও লুকোচুবি খেলা করে, লুকিয়ে থাকে—দেখা দেয় না ! এখানে থাকবে না—এখান থেকে চলে যাবে !

মৃত্যুঞ্জয়। কোথায় চ'লে যাবে ?

জগদ্ধাত্রী। কি জানি, কোথায় ? আমি জানিনে—অনেক দূর !

মৃত্যুঞ্জয়। তোমার সঙ্গে কি শচীনের ঝগড়া হ'য়েছে ?

জগদ্ধাত্রী। না—ঝগড়া হয় নি। সে বলে—জীবনে উন্নতি ক'রবে। বড় হবে ! যারা বড় হয়, তারা নাকি এক জায়গায় থাকে না ;

অনেক দূরে যায়—টাকা রোজগার করে; সবাইকে ছেড়ে একা চ'লে যায়! সত্যি বাবা?—তার কথা সত্যি?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—সত্যি বই কি!

স্বর্ণলতা। তুই কি শচীনকে যেতে বারণ করেছিস?

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ—বারণ ক'রেছিলাম; আমার কথা শুনবে না—উন্নতি ক'রবে!

মৃত্যুঞ্জয়। বেশ তো, পুরুষ মানুষ—সে যদি টাকা উপার্জ্জন ক'রতে বিদেশ যায়, তোমার আপত্তি কি?

জগদ্ধাত্রী। যদি হারিয়ে যায়? তোমরা যেতে দিওনা—বারণ ক'রো!

স্বর্ণলতা। শচীন এখানে থাকলে ভাল হয়?

(জগদ্ধাত্রী কথার উত্তর দিল না)

স্বর্ণলতা। ওই শচীন এসেছে—ডাকবো এখানে?

জগদ্ধাত্রী। না—ডেকোনা; তোমাদের কাছে যখন যাবার কথা ব'লবে, তোমরা বারণ ক'রো; যেতে দিওনা। আমার কথা শুনবে না! মা, তুমি এস—আমি এখানে থাকবো না।

[মাকে টানিয়া লইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয়। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্—ধূমাৎ'! শচীন—

শচীন। (নেপথ্যে) আজ্ঞে—যাই!

(শচীন আসিল)

মৃত্যুঞ্জয়। ব্যাপার কি শচীন?

শচীন। এখন কথা কইছে তো?

মৃত্যুঞ্জয়। তা কইছে; কিন্তু ব্যাপারখানা কি?

শচীন। ও বড্ড বেশী emotional! শ্রীরাধিকার বিরহ গান হ'চ্ছিল—শুনে কেঁদেই অস্থির!

মৃত্যুঞ্জয়। গান শুনে না হয় কাঁদলো, গান থামার পর কথা কইলো না কেন?

শচীন। জোর ক'রে emotion চেপে ছিল কিনা—তারই ফলে অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। কিছুনা—কিছুনা! বিজন ব্যাপারটাকে খুব রংফলিয়ে বল্লে বুঝি?

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি ব'লছ—emotion?

শচীন। হ্যাঁ—emotion বই কি!

মৃত্যুঞ্জয়। এর আগে emotionএর বালাই ওর ছিল ব'লে তো মনে হচ্ছেনা!

শচীন। না—; আজ সকাল থেকে পরিবর্ত্তন দেখছি।

মৃত্যুঞ্জয়। পরিবর্ত্তনটা কিসে হ'ল? তুমি ওকে কিছু ব'লেছিলে—?

শচীন। হ্যাঁ—তবে সেটা ওকে বলার চেয়ে আপনাদেরই আগে জানানো উচিত ছিল!

মৃত্যুঞ্জয়। কথাটা কি?

শচীন। আমি একটা কাজের জন্য দরখাস্ত ক'রেছিলুম—উত্তর এসেছে; একটু চেষ্টা ক'রলে, কাজটা পাওয়া যায়!

মৃত্যুঞ্জয়। কি কাজ—?

শচীন। আমাদের আর কি কাজ হবে—? কলেজের প্রফেসর।

মৃত্যুঞ্জয়। ক'লকাতায়?

শচীন। না, ক'লকাতায় নয়—ভাগলপুরে। কেমেষ্ট্রির প্রফেসর!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি কেমিষ্ট্রিতে এম-এ দিয়েছিলে?

শচীন। হ্যাঁ—এবার ফিজিক্সেও দিয়েছি; নইলে আর আমায় দিতে চাইবে কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। দক্ষিণে কত?

শচীন। তা মন্দ নয়—১২৫৲ টাকা!

মৃত্যুঞ্জয়। আমার ইচ্ছে ছিল—তুমি কোন business কর। manufacturing business—

শচীন। আমার তো ক্যাপিটাল নেই। টাকার দরকর যে—

মৃত্যুঞ্জয়। ধর—তার ব্যবস্থা যদি করা যায়। "ডিঃ গুপ্ত"র মত একটা ওষুধ—কি "কেশরঞ্জন" বা "জবাকুসুমে"র মত একটা গন্ধতেল বার ক'রতে পার—? ওরা তো লাল হ'য়ে গেল!

শচীন। এ কথা আমার আগে মনে হয়নি—ভেবে দেখবো।

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ— ভেবে দেখো! (শচীন চলিয়া যাইতেছিল)

মৃত্যুঞ্জয়। শোন—

শচীন। কি?

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রীর এই emotionটা হঠাৎ এল কেন? তোমার কি মনে হয়? ওর বয়সের অনুপাতে ওতো বরং একটু ছেলেমানুষের মতই ছিল!

শচীন। এতদিন ছিল ব'লে কি বরাবরই ছেলেমানুষ থাকবে? after all—she is a woman.

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—তুমি তো ওকে অনেক দিন থেকে দেখছো?—কাউকে ভালোবাসে টাসে ব'লে মনে হয়?

শচীন। (মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে) দেখুন, কাল পর্য্যন্ত she was nothing more than a child!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ?—লজ্জাসরমের ধার ধারে না, তোমার সঙ্গেই ঝগড়া ক'রতো! I was rather disappointed in her.

শচীন। আজ সকাল থেকেই পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য ক'রছি—She is no longer a girl!

মৃত্যুঞ্জয়। No longer a girl! হঠাৎ কাউকে ভাল বেসেছে না কি? love at first sight?—এই যেমন নভেল নাটকে থাকে আর কি?

শচীন। না—ঠিক তা নয়; আজ যেন ও সবাইকে নতুন ক'রে দেখছে। ও যেন এতদিন ঘুমিয়েছিল—আজ সহসা জেগে উঠেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। 'সহসা জেগে উঠেছে'—তোমার কথাগুলো যেন একটু কাব্য-ঘেঁষা! সোজা গদ্যয় একটা প্রশ্ন ক'রবো তোমায়?

শচীন। (মৃদু হাসিয়া) করুন না?

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে যদি তোমার বিয়ের প্রস্তাব করি, তুমি তাতে রাজি হবে?

শচীন। আপনাদের কাছে আমি এমনিই যথেষ্ট ঋণী। আরো ঋণের ভার বাড়াব!

মৃত্যুঞ্জয়। তা—বাড়ালেই বা! দোষ কি? তুমি শোধ ক'রতে না পার, তোমার ছেলেমেয়েরা শুধবে।

শচীন। কাল পর্য্যন্ত এ কথা আমি ভাবিনি,—ভাববার প্রয়োজনও হয়নি।

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা, ওর আজকের সন্ধ্যেবেলার এই গান শুনে কান্না আর চুপ ক'রে থাকাটা তুমি কি মনে কর?

শচীন। love ব'লতে পারেন—It was a psychological moment of her life.

মৃত্যুঞ্জয়। সাইকোলজিক্যাল, and not সাইকিক্—you are sure ?

শচীন। "সাইকিক্ রিসার্চ" সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই—আমি বিশ্বাস করিনে, অন্‌সায়েন্টিফিক্ !

মৃত্যুঞ্জয়। জগতে যা কিছু ঘটনা ঘটে, তার সায়েন্টিফিক্ হেতু আছে—এই তোমার ধারণা ?

শচীন। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতরা তাই তো বলেন—।

(স্বর্বণলতার প্রবেশ)

মৃত্যুঞ্জয়। কি ক'রছে জগদ্ধাত্রী

স্বর্ণলতা। শুয়ে আছে !

মৃত্যুঞ্জয়। খেতে দিয়েছ ?

স্বর্ণলতা। কিছুতেই খেলে না। ব'ল্লে, আমার সঙ্গে খাবে—মেয়েদের আগে খেতে নেই। সবার খাওয়া হ'ক, তারপর খাবে।

মৃত্যুঞ্জয়। দেখছো ?—তোমার মেয়ে আর ছোটমেয়েটী নেই !

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ—দেখে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। হ্যাঁ—ঘরণী গৃহিণী মেয়েদের মত পাকা কথা।

মৃত্যুঞ্জয়। এইবার তাহ'লে ওর বিয়ে দিতে হয়, আর কুমারী রাখা ভাল দেখায় না !

শচীন। আমি তাহ'লে আসি—?

স্বর্ণলতা। তোমাদের খাবার দিই—?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু কথা ছিল—শচীনের সঙ্গে ; তা বেশ—খেতে বসে ব'ল্লেই হবে—।

শচীন। আমি আজ আর খাব না ; বিজনদের বাড়ী থেকে খেয়ে এলাম—বিজনের মা ছাড়লেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। তাহ'লে কথাটা শেষ ক'রে তারপর যাব—! তাড়াতাড়ি কি—?

সুবর্ণলতা। কথাটা কি ?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় গোপন করার কথা নয়—বরং তোমার শোনাই দরকার—। বস। আমি ব'লছিলাম কি, আমাদেরও জগদ্ধাত্রীর বিয়ে দিতে হবে—যার সঙ্গে হোক, বিয়ে দিতে হবে ; আর শচীনের, আজ হোক দু'দিন বাদে হোক, বিয়ে ক'রতেই হবে— ;

সুবর্ণলতা। তা তো বটেই !

মৃত্যুঞ্জয়। আমরা যদি জগদ্ধাত্রীকে অন্য জায়গায় বিয়ে না দিয়ে শচীনের সঙ্গে বিয়ে দিই,—কিছু অসুবিধে নেই !

সুবর্ণলতা। না—অসুবিধে আর কি ?

মৃত্যুঞ্জয়। বরং কিছু সুবিধেই আছে ! মানে—(জনান্তিকে) তোমায় তখন যে কথা ব'লছিলাম, আমি চেয়েছিলাম—জগদ্ধাত্রীকে আগে কেউ ভালবাসুক, তারপর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব।

সুবর্ণলতা। (জনান্তিকে) শচীন জগদ্ধাত্রীকে ভালবাসে ?

মৃত্যুঞ্জয়। (জনান্তিকে) সেই রকম মনে হচ্ছে ! 'চ্যাপ্‌টারটা' অনেক দিন শেষ হয়েছে, পুরোণ পড়া—লক্ষণগুলো সব মনে নেই। পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক—সত্যি মিথ্যে জেরায় ধরা পড়বে !

সুবর্ণলতা। (জনান্তিকে) সে কথাটা শচীনকে ব'লেছ ?

মৃত্যুঞ্জয়। (জনান্তিকে) না—সেইটেই তো 'পরীক্ষা' ; এইবার ব'লবো—! (শচীনের প্রতি) হ্যাঁ—দেখ শচীন, আমাদের দুই-জনেরই ইচ্ছে তোমার সঙ্গে জগদ্ধাত্রীর বিয়ে দিই !

শচীন। আমি স্বীকার ক'চ্ছি, আপনাদের মেয়েকে আমি ভালবাসি।

তবে আমি দরিদ্র! আমার বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন—কেউ নেই! আমাকে আপনারা—

মৃত্যুঞ্জয়। আমাদেরও আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই; উপরন্তু আমিও কিছু রথ্‌চাইল্ডও নই, কি লাটুবাবু ছাতুবাবুও নই—। এই ক'টা টাকা পেন্সন পাই—নগদ টাকা নেই বল্লেই হয়; বাড়ীখানা আছে আর ধানক'টা পাওয়া যায়—

শচীন। আমার তুলনায় আপনি—

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা বাবা, আমি বড়লোক হ'লে তুমি যদি খুসী হও—স্বীকার ক'চ্ছি, আমি বড় লোক—! হ'লো তো—? এখন শোন, একটী কথা আছে। সেটি আজই তোমায় শুনিয়ে রাখতে চাই!

শচীন। কি—?

মৃত্যুঞ্জয়। দেখ,—আমি চেয়েছিলাম, আমার মেয়েকে কোনো ছেলে আগে ভালবাসুক, তারপর বিয়ে হবে। আগে ভালবাসবে তারপর বিয়ে—আমাদের হিন্দু গেরস্তোর পক্ষে এটা ভয়ানক risky ব্যাপার! খানিকটে natureএর উপর নির্ভর ক'রতে হয়। natureএর তো জাতিভেদ, কৌলীন্যবিচার নেই।

স্বর্ণলতা। তুমি আসল কথাটি বল।

মৃত্যুঞ্জয়। একটু বুঝিয়ে না ব'ল্লে ধ'রতে পারবে না; বুদ্ধিমান ছোকরা, লেখাপড়া জানে,—এতো আর উমোচরণ নয় যে ধ'ম্‌কে সারবো! শোন,—আমি হেন conservative, আমি যে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটুক চেয়েছিলাম, তার কারণ ছিল—।

শচীন। আমি বুঝতে পেরেছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কি বুঝেছ—বলতো ?

শচীন। আপনাদের মেয়েটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর মেয়ে। ও ঠিক আর পাঁচজন মেয়ের মত নয়—একটা বিশিষ্টতা আছে।

মৃত্যুঞ্জয়। ধরেছ ঠিক; তবে আরো কথা আছে—। সেটা যার সঙ্গে ওর নিশ্চয় বিয়ে হবে, তাকে ছাড়া আর কাউকে বলা চলে না।

শচীন। ওর বিরুদ্ধে কোন কথাই আমি বিশ্বাস ক'রবো না।

সুবর্ণলতা। না না—সে ব্যাপারে ওর কোনো হাত নেই। ও জানেও না।

মৃত্যুঞ্জয়। আর ওকে সে কথা আমরা শোনাতেও চাইনে। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি একটু দেখে এস—হঠাৎ জগদ্ধাত্রী যেন এখানে এসে না পড়ে।

সুবর্ণলতা। আচ্ছা—! [প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয়। এটা শুধু একটা ঘটনা—আট ন'বছর আগে ঘটেছিল। আমি আজ পর্য্যন্ত তার কোন মানে খুঁজে পাইনে—

শচীন। অলৌকিক ব্যাপার—?

মৃত্যুঞ্জয়। ব'লতে পার; এখনো আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো ঘটনা আদৌ ঘটেনি—আমার আর আমার স্ত্রীর মানসিক বিকার!

(সুবর্ণলতার পুনঃপ্রবেশ)

সুবর্ণলতা। চুপটী ক'রে শুয়ে আছে, আমি আর ডাকলুম না।

শচীন। আপনি বলুন—।

মৃত্যুঞ্জয়। বছর আট নয় আগেকার কথা। আমি তখন মালদ' জেলায় খুব interiorএ একটা গ্রামে ছিলাম, থানার incharge—মানে Subinspector-জায়গাটার একটা অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

ছিল—। ভদ্রলোকের বসতি খুব কম; জেলে, মালো—এই সব অনেক ছিল। পদ্মার একটা খাল বেরিয়েছে—তারই ধারে গ্রাম। খালের ওপারে একটা চর; চরের ওদিকটায় খুব খানিকটে জলা জায়গা—বিলের মত; চরটার নাম ছিল—"মহামায়ার চর"। ওদিকে যে বিলটা ছিল, সেখানটায় খুব বড় মাছ পাওয়া যেত। বোধহয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে—আমার খুব ছিপে মাছ ধরার সখ আছে!

শচীন। তা লক্ষ্য ক'রেছি—তারপর?

মৃত্যুঞ্জয়। সখ আজো আছে—সেকালে বেশী ছিল। আমি মাঝে মাঝে নৌকো ক'রে সেই বিলে মাছ ধরতে যেতাম। মাঝে মাঝে খুকী আমার সঙ্গে যেত। খুকী মানে জগদ্ধাত্রী। (স্ত্রীর প্রতি) ওর বয়স তখন কত হবে?

সুবর্ণলতা। ন' বছর আগেকার কথা—ঠিক ন'বছর।

মৃত্যুঞ্জয়। একদিন জগদ্ধাত্রী বায়না ধরলে—আমার সঙ্গে যাবে। সেকালে আমি আবার একটু ভাবুক, কাব্যপ্রিয় ছিলাম—

শচীন। কাব্যপ্রিয় ছিলেন—?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—হেম বাঁড়ুয্যের অনেক কবিতা আজও মুখস্থ আছে। মাছও ধ'রতাম, আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও দেখতাম; তাই আমার অভ্যেস ছিল, একা বেরুনো—বুঝলে? সে দিন খুকী সঙ্গে ছিল, আর কেউ নয়। বিলে যাওয়ার আগে আমরা একবার "মহামায়ার চরে" নৌকো থামিয়ে চরে উঠলুম, এমনি একটু বেড়াবার জন্যে—! অনেকটা ফাঁকা জায়গা—লোকজন কেউ নেই,—জায়গাটা বেলে জমি, তরমুজ কি আলুর ফসল খুব ভাল হ'তে পারতো; কিন্তু কেউ সেখানে কোন ফসল করেনা—ওখানকার স্থানীয় লোকের মনে

একটা সংস্কার আছে—বলে "পীঠস্থান",—ডাকিনী, হাকিনী, যোগিনী, ভৈরবী নাকি রাত্তিরে গান গায়—জেলেরা শুনেছে !

শচীন। "মহামায়ার চর" সম্বন্ধে এসব কিংবদন্তী আপনি তখন শুনেছিলেন

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু শুনেছিলাম,—সব নয় ; আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম, বিশ্বাস ক'রতাম না। পরে অনেক কথা শুনি। খুকী সেখানে গিয়ে যেন মেতে উঠলো ! এত আনন্দ ওর কখনো দেখিনি—ফুল তোলে, গান গায়, দৌড়িয়ে বেড়ায় ; বেশী বড় চর নয়—বন জঙ্গল নেই, বেশ ফাঁকা জায়গা। খুকী বল্লে—"বাবা, আমি এখানে বসি, তুমি নৌকোয় গিয়ে মাছ ধরগে"। আমি বারবার বল্লুম—"তুই একা থাকতে পারবি তো ?" ও ব'লে বসলো—"নিশ্চয় পারবো, এ আমার চেনা জায়গা ! এখানকার গাছপালার সঙ্গে আমার ভাব যে"।

শচীন ! বলেন কি ?—এই কথা ব'ল্লে জগদ্ধাত্রী !

মৃত্যুঞ্জয়। ব'ল্লে বই কি !—আমারও দুর্গ্রহ ! আমিও ভাবলুম, নৌকোয় না যায়, সে ভাল; যে দুরন্ত মেয়ে—জলে টলে প'ড়ে যাবে ! তা থাক্, চরেই ব'সে থাক্। এই না মনে ক'রে জগদ্ধাত্রীকে সেখানে রেখে আমি নৌকোয় ফিরে এলুম ! বেশী দূর না গিয়ে নিকটে নৌকো বেঁধে 'চার' ক'রলুম। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখি, খুকী কি ক'রছে। ও একটা চাঁপা ফুলগাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—

শচীন। তারপর ?

মৃত্যুঞ্জয়। তারপর যা ঘ'টল, সেইটেই হ'চ্ছে আসল কথা। বড় জোর মিনিট পাঁচেক আমি একটু ছিপের দিকে নজর দিয়েছি, মুখ

তুলিনি,—তারপর চাঁপা গাছতলার দিকে চেয়ে দেখি, কেউ নেই সেখানে—!

শচীন। বলেন কি? কোথায় গেল!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি তো খুকী খুকী ব'লে ডাকতে লাগলুম! কে উত্তর দেবে?—কেউ কোথাও নেই।

শচীন। তারপর?

মৃত্যুঞ্জয়। নৌকো বেয়ে চরে গেলাম; আরো দুইএকখানা নৌকো যাচ্ছিল—তাদের ডাকলুম, আমার খাতিরে তারা এল। সবাই মিলে খুঁজলুম—কোথাও তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই!

শচীন। বলেন কি, চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই! তারপর? পাওয়া গেল কি ক'রে—কতদিন পরে?

মৃত্যুঞ্জয়। বলছি। আমি ফিরে এলাম। উনি সব শুনলেন; প্রথমে কান্না, তারপর মূর্চ্ছা—মেয়েদের যা হ'য়ে থাকে। আমি তো স্তম্ভিত! আমার শোক হ'ল না—আমার হ'ল বিস্ময়!

শচীন। পাওয়া গেল কি ক'রে?

মৃত্যুঞ্জয়। কুড়ি দিন পরে। উনি তখন অনেকটা শান্ত হ'য়েছেন। আমি স্তম্ভিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি, তবে রোজ বিকেলে আমি নিজে একবার করে "মহামায়ার চরে" যেতাম। কুড়ি দিন পরে যখন যাই, নৌকো থেকেই দেখতে পেলাম—জগদ্ধাত্রী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইখানে—সেই চাঁপাগাছ ঠেসান দিয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে!

শচীন। য়্যাঁ! কুড়ি দিন পরে, ঠিক সেইভাবে—সেইখানে!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—আমি দেখিছি। সেদিন মাঝি ছিল হারাণ

চৌকিদার। সে লোকটাও ব'ললো—"ওই তো খুকী"! নৌকো চরে লাগিয়ে ডাঙায় উঠলাম। খুকী শুধু ব'ল্লে—"চল বাবা, বাড়ী যাই"।

শচীন। আর কিছু ব'ল্লে না?

মৃত্যুঞ্জয়। না— ;

শচীন। এতদিন কোথায় ছিল, কি বৃত্তান্ত,—এই কুড়িটে দিনের কথা?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু না! নৌকোয় আরো পাঁচটা কথা কইতে লাগল, যেন কিছুই হয় নি। বাড়ী ফিরে এসে ওর মায়ের সঙ্গেও ঠিক আগেকার মত কথা কইল, হাসল, গান গাইল। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান?

শচীন। কি?

মৃত্যুঞ্জয়। এই কুড়িটা দিনের অস্তিত্ব ওর কাছে একেবারেই ছিল না।

শচীন। আপনারা ওকে সব কথা ব'লেছিলেন?

স্নবর্ণলতা। আমি ব'লতে যাচ্ছিলাম, উনি আমায় বারণ ক'রলেন! না ব'লে বোধ হয় ভালই করেছি, বল্লে কি হ'ত—কে জানে!

মৃত্যুঞ্জয়। এই ঘটনা! You can explain it in your own way. আচ্ছা, এরকম ঘটনা হ'তে পারে তোমার বিশ্বাস হয়?

শচীন। আমি তো কখনো দেখিও নি, শুনিও নি! আপনাকে তো অবিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছি নি! আচ্ছা, আপনি তো সেখানে অনেক দিন ছিলেন,—"মহামায়ার চরে" আর কোনো অলৌকিক ঘটনা আপনি দেখেছিলেন?

মৃত্যুঞ্জয়। না—দেখিনি। তবে পুরোনো কাগজপত্তরে পাওয়া যায়, বহুকাল থেকে জায়গাটার দুর্নাম আছে। ১৮৭৮ সালের একটা রেকর্ড দেখলুম, একদল যাত্রী নৌকো ক'রে যাচ্ছিল—"মহামায়ার

চরে” তারা রান্না ক’রে খায়। যারা ডাঙায় নেমেছিল, তাদের ভিতর থেকে একটী ছেলে আর নৌকোয় ওঠেনি!

শচীন। কুড়ি দিন পরেও নয়?

মৃত্যুঞ্জয়। আজো নয়!

শচীন। জগদ্ধাত্রী তার ছেলেবেলার অনেক গল্প আমায় ব’লেছে, কিন্তু “মহামায়ার চরে”র কথা তো কোন দিন বলেনি!

স্বর্ণলতা। সেখানকার কোন কথাই ওর মনে নেই। আমরাও ওকে মনে করিয়ে দিতে চাইনে।

মৃত্যুঞ্জয়। শুধু, যে ওকে বিয়ে ক’রবে, তাকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখা উচিত মনে ক’রে তোমায় আজ আমরা বল্লুম।

স্বর্ণলতা। তুমি এখনো বিবেচনা ক’রে দেখ বাবা—ওকে তুমি বিয়ে ক’রবে কিনা।

মৃত্যুঞ্জয়। আমার কাছে জীবন একটা বাঁধাধরা নিয়মে চলে। তার ব্যতিক্রম মানুষ ঠিক সইতে পারে না। সেইজন্যেই ঘটনাটী তোমায় জানিয়ে রাখলুম। অনেক দিন হ’য়ে গেল—এখন আমার ক্রমেই মনে হ’চ্ছে—perhaps it never happened. আমি অনেক পণ্ডিত লোকের সঙ্গে আলোচনা ক’রেছি, তাঁরা বলেন—মনের খেয়াল!

স্বর্ণলতা। মনের খেয়াল ব’ল্লেই অমনি হ’ল কিনা? কুড়িটে দিন, কুড়িটে রাত—মনের খেয়াল ব’লে উড়িয়ে দেওয়া চলে? ... তুমি খেয়ে নেও!

মৃত্যুঞ্জয়। চল যাই; শচীন খাবে না?

শচীন। না—আমি তো খেয়ে এসেছি।

মৃত্যুঞ্জয়। ঘটনা শুনলে—এখন তুমি বিবেচনা ক'রে দেখ। কাল সকালে তুমি আমাদের জানিয়ো, ওকে বিয়ে ক'রতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা!

শচীন। আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি! আপত্তির কথা আমায় কি ব'লছেন? শুধু এই কারণেই She will be dearer to me for ever all through my life!

মৃত্যুঞ্জয়। Well youngman, I wish you a long happy life of love! (স্ত্রীর প্রতি) চল—।

সুবর্ণলতা। (জনান্তিকে) ইংরিজি ক'রে কি ব'ল্লে?

মৃত্যুঞ্জয়। বাংলায় ওর মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায়—"সেধো ভাত খাবি?—না হাত ধোব কোথায়?" শচীনকে তুমি জান না?—আজ সাত বছর ওকে মানুষ কচ্ছ? (শচীনের প্রতি) ওকে যেন তুমি এ কথা ব'লো না।

শচীন। না—।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি একটু ব'সো—। বিয়ের সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাই।

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—আমরা এই মাসেই বিয়ে দেব—।

[উভয়ের প্রস্থান।

শচীন। আশ্চর্য্য ঘটনা—অলৌকিক! অসাধারণ নয়, অস্বাভাবিক নয়,—অলৌকিক! আমি কখনো অলৌকিক বিশ্বাস করিনি। বিজ্ঞান অলৌকিক স্বীকার ক'রতে চায় না—সামাজিক মানুষ অলৌকিক বিশ্বাস করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়; কিন্তু অলৌকিক আছে, অলৌকিক সুন্দর! মানুষ নিজেই অলৌকিক! ভ্রূণ থেকে আরম্ভ

ক'রে তার দেহের মৃত্যু পর্য্যন্ত, তার সমস্ত physiological development লৌকিক—শুধু কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ; কিন্তু তার মন তো লৌকিক নয়,—অসীম, বিরাট, আশ্চর্য্য মানব-মন—! আজ আমার অলৌকিক বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে; জগদ্ধাত্রী অলৌকিক! সে শুধু একটী মেয়ে নয়,—তাকে যতটুকু চিনি, তার চেয়ে বেশী চিনি নে—তাই তাকে ভালবাসি! আকাশের নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য্য, বাহ্য প্রকৃতি, বিরাট সৌর জগৎ—এরাও কি অলৌকিক নয়?—এদের কতটুকু পরিচয় বিজ্ঞান জানে? দিনের আলোয় যা সত্য, রাত্রির অন্ধকারে তা অলৌকিক!

(পা টিপিয়া টিপিয়া জগদ্ধাত্রী আসিল)

জগদ্ধাত্রী। শচীন!

শচীন। জগদ্ধাত্রী!

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ?—আমি লুকিয়ে এসেছি; মা বাবা জানতে পারেননি!

শচীন। তুমি এখন কেমন আছ?

জগদ্ধাত্রী। খুব ভাল আছি; তুমি কেমন আছ শচীন—শচীন?

শচীন। তুমি আমায় শচীন ব'লে ডাকছ কেন?

জগদ্ধাত্রী। কি ব'লে ডাকব? তোমার নাম তো শচীন—শচীন—!

শচীন। তুমি কি আমায় শচীন ব'লে ডাকতে?

জগদ্ধাত্রী। না। যা ব'লে ডাকতুম—আর তা ব'লতে পারবো না, আমার মুখে আসবে না!

শচীন। কেন?

জগদ্ধাত্রী। জান না?

শচীন। (মৃদু হাসির সহিত) না—জানি না!

জগদ্ধাত্রী। সত্যি জান না ?—কিছু বুঝতে পারনি ?

শচীন। তোমার মুখে শুনতে চাই।

জগদ্ধাত্রী। দুষ্টমি ক'চ্ছ ?

শচীন। না, তুমি বল না !

জগদ্ধাত্রী। কাউকে ব'লো না যেন—শচীন, সে কথা ব'লতে নেই। গোপন কথা !

শচীন। আমার কাছেও গোপন ক'রবে ?

জগদ্ধাত্রী। না—শুধু তোমাকেই ব'লবো ; আমি ভালবাসি, তোমায় ভালবাসি শচীন ! তোমায় ভালবাসি, তোমার নাম ভালবাসি . আমি তোমার—আর কারো নয়। আমায় ছেড়ে তুমি কোথাও যেওনা। হয় তো হারিয়ে যাবে—আমি তোমায় খুঁজে পাব না !

শচীন। আমিও তোমায় ভালবাসি ! তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবনা।

জগদ্ধাত্রী। কোথাও যাবে না ?

শচীন। না— !

জগদ্ধাত্রী। বিজনদের বাড়ী যাবে না ?

শচীন। বিজনদের বাড়ী কেন যাব না ?

জগদ্ধাত্রী। না—যেওনা। তুমি যদি যাও, বিজন তোমায় ভালবাসবে—তুমি তাকে ভালবাসবে !

শচীন। বাড়ী গেলেই কি ভালবাসতে হয় ?

জগদ্ধাত্রী। তুমি যদি ভালো না বাস, সে ভালবাসবে ! তার মনে কষ্ট হবে ! তুমি তার সামনে যেওনা !

শচীন। আচ্ছা—যাবনা। তোমার কাছেই থাকব।

জগদ্ধাত্রী। চিরদিন তুমি আমার কাছে থাকবে ?

শচীন। হ্যাঁ—চিরদিন তোমার কাছে থাকব ?

জগদ্ধাত্রী। বাবা-মা চিরদিন তোমায় আমার কাছে থাকতে দেবেন তো ?

শচীন। তাঁরা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন !

জগদ্ধাত্রী। তাঁরা বলেছেন—বিয়ে দেবেন ?

শচীন। এই মাত্র বল্লেন !

জগদ্ধাত্রী। আমার মনের কথা তাঁরা কেমন ক'রে জানতে পাল্লেন ?

শচীন। হয়তো অনুমান করেছেন—কিম্বা না জেনেই ব'লেছেন।

জগদ্ধাত্রী। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে ?

শচীন। হ্যাঁ—বিয়ে হবে।

জগদ্ধাত্রী। বিয়ে হ'লে আর তো তোমার নাম ধ'রে ডাকতে পারব না।

শচীন। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন রোজ পাঁচ সাতশ' বার নাম ধ'রে ডেকো—তাহ'লেই পুষিয়ে যাবে।

জগদ্ধাত্রী। শচীন !

শচীন। কেন ? ডাক—আবার ডাক।

জগদ্ধাত্রী। না—আমার লজ্জা ক'চ্ছে নাম ব'লতে লজ্জা ক'চ্ছে ! তুমি আমার বর ?

শচীন। হ্যাঁ—বর হব !

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা, বিয়ে হ'লে বর-বৌ কেউ কোনদিন কাউকে চোখের আড় করে না ?

শচীন। না— ; যারা ভালবাসে, তারা কাছে কাছে থাকে,—চোখের আড় করে না।

জগদ্ধাত্রী। আমরা যখন যেখানে যাব, দু'জনে একসঙ্গে যাব। (সহসা মনের চোখে দেখিল) একটী চমৎকার জায়গা আছে—সুন্দর জায়গা! আমরা সেখানে যাব, তুমি আমায় নিয়ে যাবে?

শচীন। কোথায় সে জায়গাটী আগে বল?

জগদ্ধাত্রী। আমার মনে গাঁথা আছে। আশ্চর্য্য! এতদিন ভুলেছিলাম, একবারও মনে হয় নি। চারিধারে জল আর আকাশ, মাঝখানে ছোট্ট একটী দ্বীপ, নৌকো ক'রে যেতে হয়—জেলেরা গান গায়, চমৎকার গান!

শচীন। গান মনে আছে তোমার?

জগদ্ধাত্রী। না। গান মনে নেই—স্বর মনে আছে;

(সুরে) আমি ভাঁটির টানে ভাসিয়ে দিলাম না,
দেখি কোথায় নিয়ে যাবে
আমার নবীন তরণী!

তুমি আমায় সেখানে নিয়ে যাবে?

শচীন। হ্যাঁ—নিয়ে যাবো!

জগদ্ধাত্রী। অনেক নৌকো—নানা রঙের পাল! একটী কনকচাঁপা ফুলের গাছ। ধূ ধূ ক'রছে জল—আর জল; কত পাখী, কত পদ্মফুল!

শচীন। জায়গাটার নাম আমায় বল? নইলে কেমন ক'রে নিয়ে যাব!

জগদ্ধাত্রী। নামটা মনে আসছে না। মনে হবে—মনে হবে! একটু পরেই মনে হবে! এখনি বাবা মা আসবেন, আমি পালিয়ে যাই। ও'রা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে আমার কথা কিছু ব'লো না। ব'লোনা—যেন!

শচীন। কেন? ব'ল্লে দোষ কি?

জগদ্ধাত্রী। ছিঃ—ওঁরা কি ভাববেন !

(স্বর্ণলতা সহসা প্রবেশ করিলেন)

স্বর্ণলতা। হ্যাঁরে খুকী—তুই এখানে ?

জগদ্ধাত্রী। (হঠাৎ ঘোমটা দিয়া) না—আমি এখানে নয়, তোমার কাছে ; (কানে কানে) আমি মায়ের কাছে !

স্বর্ণলতা। অবাক কাণ্ড ! তুই ঘোমটা দিলি কেন ? তোর আবার কাকে লজ্জা

জগদ্ধাত্রী। (জনান্তিকে মৃদুস্বরে) যিনি তোমার জামাই হবেন, তাঁকে। শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে যে ! বাবাকে ব'লোনা যেন ! এস— !

স্বর্ণলতা। শচীন,—বাবা, রাত অনেক হ'য়ে গেছে—তুমি শোওগে।

[জগদ্ধাত্রী স্বর্ণলতাকে টানিয়া লইয়া গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—মহামায়ার চর

[উক্ত ঘটনার পর আরো তিন বছর চলিয়া গেছে। ইহার ভিতর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে। (১) শচীন-জগদ্ধাত্রীর বিবাহ হইয়াছে; (২) তাহাদের একটী ছেলে হইয়াছে; ছেলেটী দিদিমা দাদামহাশয়ের গলার হার, মায়ের নয়নমণি! (৩) শচীন্দ্র কলিকাতায় একটী কলেজে কাজ করিতেছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী ঔষধের কারখানা খুলিয়াছে, তাহাতে অল্পস্বল্প লাভও হইতেছে। (৪) এবার পূজার ছুটীতে স্বামীস্ত্রীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। (৫) অনেক জায়গা ঘুরিবার পরে জগদ্ধাত্রীর অনুরোধে "মহামায়ার চর" দেখিতে আসিয়াছে। শচীন্দ্র তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কোন দুর্নিবার আকর্ষণে এখানে আসিয়াছে। চরের ধারে বিলে একখানি নৌকা বাঁধা আছে; তাহাতে একজন মাঝি বসিয়া আছে; জলে কুমুদ-কহ্লার আর তীরে কাশফুল ফুটিয়াছে; ঊর্দ্ধে শরতের শুভ্র আকাশ! একখানি নৌকা হইতে ভাঁটিয়ালি সুরে গান ভাসিয়া আসিতেছে।]

(গানের মধ্যে এক সময় জগদ্ধাত্রী ও শচীন আসিল)

গান

ওরে ও মায়াবিনী
আজ কেন তোর আঁখিভরা জল
কেন চোখদুটী ছল ছল?
উজান বেয়ে চ'লতে হবে—
তরণী চঞ্চল!

এতো নয় সে ভরা ভাদর
মেঘেতে নেই জল—
সোনার বরণ রবির কিরণ,
আকাশে ঝলমল !
মিছে মায়ায় কাঁদিসনে আর,
সময় হ'ল বিদায় নেবার ;
ওপারে ওই জ'ন্তী গাছে—
ধ'রবে নূতন ফল !
অচিন গাঙে ভাসবে তরী
করিসনে আর ছল !
হাসি মুখে আসি ব'লে
মোছরে চোখের জল ॥

[নৌকা চলিয়া গেল ।

জগদ্ধাত্রী । কতদিন পরে আবার এ গান শুনলুম ! এর সুর আমার প্রাণের ভিতর ছিল । মনে ক'রবার চেষ্টা ক'রতুম, মনে প'ড়তো না— !

শচীন । না—না, এ গান আমার ভাল লাগছে না—বড় উদাস সুর । তুমি জেদ ধ'রলে ব'লে এখানে আসতে হ'ল— ! আমার আসবার তেমন ই'চ্ছে ছিল না !

জগদ্ধাত্রী । কেন ?—বিয়ের আগে থেকে তুমি আমায় ব'লে আসছ—এখানে আসবো, "মহামায়ার চর" দেখবো, বিলে নৌকো ক'রে বেড়াব, নালফুল তুলবো— !

শচীন । বিজন আর বিজনের বরকে সঙ্গে আনলে বেশ হোত— !

জগদ্ধাত্রী । বিজনের বরের সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছে ?

শচীন। সেবার এসেছিল—আলাপ হ'ল; বেশ ভদ্রলোক, ভাল গাইয়ে—!

জগদ্ধাত্রী। কি নাম বল দেখি?

শচীন। নন্দগোপাল বাবু—।

জগদ্ধাত্রী। (হাস্য)

শচীন। ওকি?—শুধু শুধু হাসছো কেন?

জগদ্ধাত্রী। 'নন্দগোপাল' নাম শুনলে আমার বড় হাসি পায়! মনে হয়, বেশ নাদুস নুদুস একটি ছেলে "ননী দে—ননী দে" ব'লে হামা দিচ্ছে। (পুনরায় হাসি) ওর বরের নাম নিয়ে বিজনকে আমি খুব ঠাট্টা করি।

শচীন। নন্দবাবু কিন্তু খুব ভাল গান করেন,—যাত্রার দলে ছিলেন কিনা!

জগদ্ধাত্রী। (সহসা যেন নিজের মধ্যে ডুবিয়া গেল) তিন বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে?

শচীন। হ্যাঁ—কেন?

জগদ্ধাত্রী। তিন বছর আর ন'বছর—বারো বছর পরে এখানে এলাম। খোকাকে ছেড়ে বাবা-মা যে কেমন ক'রে আছেন!

শচীন। সেইজন্যেই আমার এখানে আসবার ইচ্ছে ছিলনা।

জগদ্ধাত্রী। আমি ছাড়তাম কিনা? এবার আমি বাড়ী থেকে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম—"মহামায়ার চর" দেখবোই দেখবো।

শচীন। দেখা তো হ'ল—এখন চল, আর বেশীক্ষণ থাকবো না। খোকা একা ঝিয়ের কাছে রয়েছে। যদি বায়না ধরে?—ঝি কি ভুলিয়ে রাখতে পারবে—?

জগদ্ধাত্রী। তা বটে! না—বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। খোকাকে এখানে আনলে বেশ হ'ত—বাবা যেমন আমায় সঙ্গে নিয়ে আসতেন। খোকাকে আনলে আমি তাকে কনকচাঁপার কাছে বসিয়ে দিতাম!

শচীন। কোথায় তোমার কনকচাঁপা?—তুমি তো খুঁজেই পেলেনা! তোমার মনে নেই।

জগদ্ধাত্রী। মনে আছে, মনে আছে; তবে তখন বর্ষাকাল—কূলে কূলে জল! এখন যে অনেক জল স'রে গেছে—। চরের বালি বেরিয়ে পড়েছে—। বর্ষকাল আর শরৎকাল কি এক, যে দেখেই চিনতে পারব?

শচীন। শীগগির শীগগির খুঁজে বার কর—তোমার কনকচাঁপার গাছ। বাসায় ফিরে বাড়ীতে টেলিগ্রাম ক'রতে হবে—।

জগদ্ধাত্রী। না—আমরা যে এখানে এসেছি, মা-বাবাকে তা জানতে দেওয়া হবে না। মা-বাবা কেউই—এ জায়গাটা পছন্দ করেন না।

(মনোযোগ দিয়া যেন কি শুনিতে লাগিল)

শচীন। ওকি—কি শুনছ?

জগদ্ধাত্রী। না—আমার হঠাৎ যেন মনে হ'ল, খোকা কেঁদে উঠল! ওকে সঙ্গে আনলেই হ'ত! দেখি—আর একটু খুঁজে দেখি, চাঁপার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে দু'টো কথা ব'লেই চ'লে যাব।

শচীন। চাঁপার সঙ্গে কথা ব'লবে?

জগদ্ধাত্রী। ব'লবো না?—তবে আর খুঁজছি কেন? আমার সঙ্গে

ভাব কিনা! আরে—এইতো, গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখতেই পাইনি!

শচীন। সত্যিই তো, কনকচাঁপা গাছই বটে! এতক্ষণ নজরে পড়েনি। নেও, তোমার চাঁপাকে কি ব'লবার আছে—বল।

জগদ্ধাত্রী। চাঁপাফুল, তোমার কাণে কাণে একটী কথা ব'লবো। দেখ দেখ—মজা দেখ!

শচীন। কি?

জগদ্ধাত্রী। আমার আঁচল ধ'রে টানছে—আমায় ধ'রে রাখতে চায়। তোমায় বিয়ে ক'রেছি ব'লে তোমার উপর রাগ!

শচীন। আমার উপর রাগ! বাস্তবিক, অনেক ছেলেমানুষ দেখিছি, তোমার মত ঠিক এরকম ছেলেমানুষ আর একটীও দেখিনি!

জগদ্ধাত্রী। আমি ছেলেমানুষ! তুমি যে বিশ্বাস করনা। সত্যি?—ওদের প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, ওরা কথা কয়, গান গায়। তুমি যদি বুঝতে না পার, সে দোষ কি কনকচাঁপার? কেন?—তুমিই তো সেদিন ব'লছিলে?

শচীন। কি ব'লছিলাম?

জগদ্ধাত্রী। প্রোফেসর জগদীশ বসু ব'লেছেন—গাছের প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখবোধ আছে।

শচীন। না—আমারই ভুল হয়ে গেছে! তা—তুমি তোমার কনকচাঁপাকে একখানা গান শুনিয়ে দাও। ওই শোন, চাঁপা তোমায় গাইতে ব'লছে—।

জগদ্ধাত্রী। গান শুনবে? সত্যি—মাইরি ব'লছি, আমায় ব'ল্লে,—গান গাও! আচ্ছা, গাইছি—।

গান

চোখে আমার ভাল লাগেরে—
(আমার) কনক চাঁপার সোনার বরণ ফুল—।
কাণে আমার ভেসে আসেরে—
মধুর সুরে তান ধরেছে পাপিয়া বুলবুল !
তুমি কাছে এস, মনের কথা কইবো কাণে কাণে,
নদীর জলে ঢেউ লেগেছে
কি গভীর কলতানে !
ছলাৎ, ছলাৎ, ছল্‌, ছল্‌, ছল্‌—
গান গেয়ে যায় ওই কালো জল !
জোয়ার জলে ডুবিয়ে দিল
তীরের তরুমূল ॥

শচীন। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—তোমার কনকবরণী চাঁপা কি বলেন ? গান কেমন লাগল ?

জগদ্ধাত্রী। (যেন কি শুনিয়া হাসিল)

শচীন। হাসছ কেন ?

জগদ্ধাত্রী। ব'লছে, তোমার বরের গান শুনবো। বিয়ের সময় আমায় তো নেমতন্ন করনি—বাসর জাগিনি ! সত্যি, এইবার তুমি গাও ; গাও ?—শুনতে চাইছে !

শচীন। কি গাইব ? কালোয়াতি ? সুরট্ মল্লার গাইব, না পঞ্চম-সোয়ারি গাইব ?

জগদ্ধাত্রী। না—'বাসর ঘরে' যে গানখানা গেয়েছিলে, সেই গানখানা গাও।

শচীন। 'বাসর ঘরে' আমি গেয়েছিলাম নাকি ?

জগদ্ধাত্রী। গাওনি ?

শচীন। তুমি তাহ'লে ঘুমিয়ে শুনেছিলে! যাক—তোমার চাঁপা-সইকে আর কি কি ব'লবে, বলে নাও। আমার বড় খিদে পেয়েছে!

জগদ্ধাত্রী। নৌকোয় তো খাবার আছে, মাঝিকে আনতে বলনা।

শচীন। যে তোমার দেশের মাঝি, ওকে ডাকতে আমার ভরসা হয় না!

জগদ্ধাত্রী। ও বুঝি আমার দেশের মাঝি ?

শচীন। যার দেশেরই হোক, ওর মেজাজটি ঠিক মাঝির মত নয়!

জগদ্ধাত্রী। তুমি ডাকই না! আমি একটু চাঁপার সঙ্গে কথা কই। দেখ চাঁপা, তুমি প্রায় তেমনটিই আছ; আমি কিন্তু আর সেই ছোট মেয়েটী নেই। আমি কত বড় হ'য়েছি! আমার কর্ত্তাটিকে দেখলে তো? আমার আর একটি জিনিস আছে—আমার খোকন! তোমার ফুলের মতন সোনার রঙ! তাকে ভুল ক'রে ওপারে রেখে এসেছি। তার নাম অতুল। সঙ্গে আনলে দেখতে পেতে; কাল যদি এখানে থাকি, নিয়ে আসবো। তোমার ফুল নিয়ে যাব—আমার বরকে দেব, খোকার দুই হাতে দেব,—আর আমার খোঁপায় প'রব। এতদিন কেন আসিনি জিজ্ঞাসা ক'রছ? মা, বাবা আসতে দেননি। তোমার এ চর, এ বিল তাঁরা ভালবাসেন না। এখন আমরা বড় হ'য়েছি কিনা—আমরা নিজেরাই এসেছি। বাবা আগের চেয়ে অনেক বুড়ো হ'য়েছেন। হঠাৎ দেখলে তুমি চিনতে পারবে না—অর্দ্ধেকের বেশী চুল পেকে গেছে! মাকে তো তুমি চেনই না, মাও তোমায় চেনেন না।

শচীন। আরো সব জরুরী কথা আছে—তোমার চাঁপাকে বল না?

জগদ্ধাত্রী। কি জরুরী কথা?

শচীন। এই যেমন, ছেলের ভাতের সময় নেমন্তন্ন ক'রতে পারিনি, পৈতের সময় নিতে আসবো—যেতে হবে কিন্তু! বল,—এখনো আমরা নিজেদের বাড়ী ক'রতে পারিনি, বাপের বাড়ীতেই আছি। বল—তোমার স্বামী রোজ সকাল বেলা ব্যারাকপুর ষ্টেশন থেকে "ডেলি প্যাসেঞ্জার", "বঙ্গবাসী কলেজে" কেমিষ্ট্রির প্রফেসর। আজো মাইনে বাড়িনি। তোমার নামে একটা তেল বার ক'রে পেটেণ্ট ক'রবার ইচ্ছে আছে—"কনকচাঁপা" জগদ্বিখ্যাত কেশতৈল, ছোট শিশি ॥৶০—বড বোতল ১।৵১০ দাম।

জগদ্ধাত্রী। সত্যি—"কনকচাঁপা কেশতৈল", বড় ভাল নাম হবে। তেলের রঙটা ঠিক এই রকম হওয়া চাই কিন্তু।—আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, ওর আপত্তি আছে কিনা!

শচীন। উঃ—পাগল কি আর গাছে ফলে? (উচ্চৈঃস্বরে) এই মাঝি—মাঝি!

মাঝি। (নেপথ্যে) কি বাবু!

শচীন। তোমকো ডাকতা, ক্যা নাম হ্যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমকো ডাকতা হ্যায়—হামকো নৌকোকো মাঝি। ইধার আও!

(মাঝি দ্বিজবর নৌকা হইতে নামিয়া আসিল)

শচীন। হামরা কথা বুঝতে পারতা হ্যায়?

দ্বিজবর। আমি বাঙালী। হিন্দিতে কথা কইছেন কেন?

শচীন। তুমি বাঙালী? **He disappoints me. I took a chance of talking bit of Hindusthani.**

দ্বিজবর। You need not sir—আমরা দু'জনেই বাঙালী।

শচীন। My God! তুমি ইংরিজিও জান নাকি?

দ্বিজবর। একটু একটু জানি স্যর!

শচীন। যাকগে—তুমি এক কাজ কর, নৌকো থেকে আমাদের খাবারের পাত্রটা আনতে পার?

দ্বিজবর। আনতে পারি; কিন্তু আমার আনা উচিত হবে কি?

শচীন। কেন—উচিত হবে না কেন?

দ্বিজবর। মাঠাকরুণ আমার ছোঁওয়া খাবার খাবেন?

শচীন। তাই ত! হ্যাগা? কি বল—ওর ছোঁওয়া খাবার খাবে?

জগদ্ধাত্রী। তোমরা কি জাত বাবা?

দ্বিজবর। আমরা ক্ষত্রিয়।

শচীন। 'ক্ষত্রিয়'!—তার মানে তোমরা যুদ্ধ কর?

দ্বিজবর। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যুদ্ধ ক'রতেন বটে; আমাদের যুদ্ধ করার দরকার হয় না।

শচীন। যুদ্ধ করা দরকার হয় না? কি করা দরকার হয়? তোমাদের জাত-ব্যবসা কি?

দ্বিজবর। এখন আমরা জাল বুনি, মাছ ধরি, আর নৌকো চালাই।

শচীন। জেলে?

দ্বিজবর। আমরা রাজবংশী।

শচীন। তাই বল্‌না বেটা—রাজবংশী জেলে; তা না ক্ষত্রিয়! অতো ঘটা ক'রবার কি দরকার ছিল বাবা!

দ্বিজবর। আপনি আমায় বেটা ব'ল্লেন! আমি আপনার কোন অসম্মান করিনি, আপনি জাত তুলে গালাগালি দিলেন। আপনার

ব্যবহার ঠিক ভদ্র-ব্যবহার নয়—যদিচ, আপনাকে দেখতে ভদ্র-লোকের মত!

জগদ্ধাত্রী। আমি তো তোমায় বাবা ব'লে ডাকছি—দ্বিজবর!

দ্বিজবর। আপনি যথার্থ ভদ্রমহিলা!

জগদ্ধাত্রী। তুমি খাবার নিয়ে এস, আমি তোমার ছোঁওয়া খাবার খাবো।

দ্বিজবর। এখানে আপনি খেতে পারেন আমার ছোঁওয়া; এ জায়গাটার নাম "মহামায়ার চর"—মা-কালীর স্থান, পবিত্র তীর্থ! এখানে জাতের বিচার নেই। আচ্ছা—আমি নিয়ে আসছি মা!

[প্রস্থান।

শচীন। বেটা আমায় একেবারে অভদ্র বানিয়ে দিলে যে! তুমি একটু সুপারিশ কর।

জগদ্ধাত্রী। তা তুমি ওর সঙ্গে একটু ভাল ক'রে কথা কইলে পারতে?

শচীন। পারতাম তো! পারিনি! গেবো আর কি! বেটা যে "দ্বিতীয় ভাগে"র ভাষায় কথা কইছে—মা-কালীর স্থান, পবিত্র তীর্থ! বিদ্যে-বাগীশ মশায় মাঝির ছদ্মবেশে এসেছেন, কেমন ক'রে বুঝবো বল? যাই হোক, তোমার উপর খুব খুসী দেখছি। বোধ হয়, মনে মনে 'লভে' প'ড়েছে!

জগদ্ধাত্রী। 'লভে' প'লে বুঝি লোকে মা ব'লে ডাকে? খুব বুদ্ধি তো!

শচীন। ঠিক জানা নেই। ওই মাঝি আসছেন, আমি গম্ভীর হ'লাম।

জগদ্ধাত্রী। আর কখন ওর কাছে ছ্যাবলামো ক'রো না যেন!

(দ্বিজবর খাবার লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল)

দ্বিজবর। এই নিন, আপনাদের খাবার।

জগদ্ধাত্রী। এই নাও, তোমার খিদে লেগেছে ব'লছিলে—খাবার খাও!

শচীন। বাঃ রে—তুমি খাবে না?

জগদ্ধাত্রী। তুমি খাওনা। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

শচীন। তুমি খাবেনা—আর আমি খাব? সে হয় না—।

জগদ্ধাত্রী। আমি কোনদিন তোমার সামনে খাই?

শচীন। "আতুরে নিয়মো নাস্তি"।

জগদ্ধাত্রী। (জনান্তিকে) তোমরা নৌকোয় গিয়ে ব'সলে, আমি সেই ফাঁকে খেয়ে নেব'খন। দ্বিজবর, তুমি কিছু খাও বাবা!

দ্বিজবর। না মা, থাক্।

জগদ্ধাত্রী। কেন—থাকবে কেন? এই নাও!

দ্বিজবর। খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলে ভদ্রমহিলার সামনে খাওয়া উচিত নয়। আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি—আপনারা আমার নৌকো ভাড়া নিয়েছেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি তো!

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা—ওঁর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি! উনি আমার স্বামী; (স্বামীর প্রতি) তুমি ওকে খেতে বল।

শচীন। কিছু খাওনা—ওহে?

দ্বিজবর। ওভাবে অনুরোধ ক'রলে কেউ খায়না স্যর!

জগদ্ধাত্রী। আমি অনুরোধ ক'চ্ছি, তুমি আমার খাতিরে খাও।

দ্বিজবর। আচ্ছা—দিন!

শচীন। He seems to be my rival in love, I see!

দ্বিজবর। Certainly not, this is ungentlmanly I tell you

sir ! I am a boat man by profession, but a gentleman at heart.

শচীন। Please excouse me, really 1 am sorry !

দ্বিজবর। Never mind sir ! তবে প্রতি মানুষেরই তার মাতৃ-ভাষায় কথা কওয়া উচিত।

শচীন। ঠিক কথা ! দেখুন, দ্বিজবরবাবু !

দ্বিজবর। কথাটা আপনার মুখে ঠাট্টার মত শোনাচ্ছে। আপনি আমায় 'বাবু' ব'লবেন না। আমি আপনার সমকক্ষও নই, আপনার নীচেও নই।

শচীন। আপনি আর কি করেন ?

দ্বিজবর। 'আপনি' ব'লবারও দরকার নেই। আমি এবার এম-এ পরীক্ষা দেব ; "ফিজ"এর টাকা যোগাড় ক'রবার জন্যে ছুটীর সময় জাত-ব্যবসা করি।

শচীন। My God ! You are a wondcrful boy. কিসে এম-এ দেবে ?

দ্বিজবর। ফিলসপিতে—।

জগদ্ধাত্রী। তোমার বাবা কি করেন? তিনিও লেখাপড়া জানেন ?

দ্বিজবর। আমাদের জাত-ব্যবসা মাছধরা আর চাষবাস করা। বাবা আগে লেখাপড়া জানতেন না ; আমার কলেজে পড়ার সময় থেকে পড়া আরম্ভ ক'রলেন.—গত বছর এণ্ট্রান্স পাশ ক'রেছেন। আমিই বাবাকে পড়াই !

শচীন। তোমার বাবা ছেলের কাছে পড়েন ! খুব সুবোধ বাবা তো ! তা তোমার বাবার বয়স এখন কত ?

দ্বিজবর। পঞ্চাশ—!

শচীন। তুমি এম-এ পাশ ক'রে কি ক'রবে ?—চাকরী ?

দ্বিজবর। না—আমরা রাজবংশী ক্ষত্রিয়, আমাদের চাকরী ক'রতে নেই। আমি জাতব্যবসাই ক'রবো। তবে রাত্রে স্কুল ক'রবো, আমার জাত-ভাইদের পড়াবো।

শচীন। You are a great man—I see!

দ্বিজবর। না। আমাদের জাতের ছেলেরা লেখাপড়া শেখেনা; তাই আমাদের ভিতর কুসংস্কার খুব বেশী, জীবন-যাপনপ্রণালী অত্যন্ত দরিদ্র আর অস্বাস্থ্যকর! আমি আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রতে চাই।

শচীন। তুমি আমার চেয়ে বেশী ভদ্রলোক। কিন্তু যারা কায়িক পরিশ্রম ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে কাজটি ভাল ক'রবে কি ?

দ্বিজবর। "যদ্‌বিধের্মনসি স্থিতম্"—দেখাই যাকনা, কি ফল হয়!

জগদ্ধাত্রী। তোমার বিয়ে হ'য়েছে ?

দ্বিজবর। না—আমি বিয়ে ক'রবো না।

জগদ্ধাত্রী। বিয়ে ক'রবে না কেন ?

দ্বিজবর। আমাদের জাতে ভাল সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়ে নেই। একটা পূরো "জেনারেশন" স্ত্রীশিক্ষা দিতে হবে; তবে ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে—

শচীন। তারপর বিয়ে ক'রবে ?

দ্বিজবর। তখন আর বিয়ে ক'রবার বয়স আমার থাকবে না। আমি বৃদ্ধ হ'য়ে প'ড়বো।

জগদ্ধাত্রী। যদি ভাল সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পাও ?—বিয়ে ক'রবে ?

দ্বিজবর। আমাদের জাতে তেমন মেয়ে পাওয়া যাবে মনে করা আর আকাশকুসুমের কল্পনা করা, একই কথা !

শচীন। কোন ভদ্রঘরের মেয়েকে বিয়ে কর না কেন ?

দ্বিজবর। আমি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী নই !

শচীন। ওঃ—তুমি নিশ্চয়ই এক সময় ভালবেসেছিলে ;—কি বল ?

দ্বিজবর। আপনার অনুমান সত্য !

শচীন। খুব সুন্দরী ?

দ্বিজবর। এই চাঁপাফুলের মতই তার গায়ের রঙ !

শচীন। সে তোমায় ভালবাসতো না ?

দ্বিজবর। আমি জানতে চাইনি ; লোকে যেমন আকাশের বিদ্যুৎকে ভালবাসে, আমি তেমনি ভালবাসি—।

শচীন! Yoy are a teribly romantic fellow! আকাশের বিদ্যুৎকে কেউ ভালবাসে নাকি ? কে জানে বাবা !

দ্বিজবর। আমি নৌকোয় গিয়ে বসি বাবু—।

জগদ্ধাত্রী। না—না ; তুমি বস, এখানে বস ! তোমার কথা আমাদের বেশ ভাল লাগছে।

দ্বিজবর। আমি এখানে ব'সবো না—।

শচীন। ব'সবে না কেন ?

দ্বিজবর। এ "মহামায়ার চর"—এখানে কেউ আসেনা। এলেও এখানে ব'সতে নেই।

শচীন। তুমি এম-এ প'ড়ছ, এ সব কুসংস্কার তোমার আছে ?

দ্বিজবর। এটা কুসংস্কার নয়,—এর ইতিহাস আছে, কিংবদন্তী আছে। এ চর সব সময় এক জায়গায় থাকে না—।

শচীন। বটে? জাহাজের মত চলাফেরা ক'রে বেড়ায় বুঝি!

দ্বিজবর। হাঁ—।

জগদ্ধাত্রী। কোথায় যায়?

দ্বিজবর। আমি জানি না—।

শচীন। লোকে বলে—এখানে ডাকিনী, হাকিনী, যোগিনী, ভৈরবী রাত্রে গান গায়।

দ্বিজবর। আমিও শুনেছি, গান গায়—।

শচীন। তুমি গান শুনেছ?

দ্বিজবর। না, আমি নিজে শুনিনি—।

জগদ্ধাত্রী। যে শুনেছে, এমন লোককে দেখেছ?

দ্বিজবর। না—কিংবদন্তী আছে।

শচীন। কিংবদন্তী কি সত্য?

দ্বিজবর। কিংবদন্তী 'কিংবদন্তী'—দৈনন্দিন সত্যমিথ্যার তালিকায় কিংবদন্তীর স্থান নেই!

শচীন। তুমি বিশ্বাস কর?

দ্বিজবর। অবিশ্বাস করিনে—।

শচীন। বিশ্বাস কর কিনা? I ask you as an educated young man, do you believe the stories?

দ্বিজবর। আমি যখন কলেজে পড়তে যাই, তখন বিশ্বাস করিনে; যখন এখানে মাছ ধরি, নৌকো বাই,—তখন বিশ্বাস করি!

জগদ্ধাত্রী। তুমি বড় চমৎকার মানুষ! তোমার কথা আমার ভাল লাগছে।

শচীন। তুমি যখন কলেজে পড়, তখন তুমি এক মানুষ—আর তুমি যখন নৌকো চালাও, তখন তুমি অন্য মানুষ? তোমার মধ্যে দু'টো মানুষ আছে নাকি?

দ্বিজবর। সব মানুষই সারা জীবন এক মানুষ থাকেনা, বদলায়। আমার মধ্যে বহু মানুষ আছে।… আমি তন্ত্র পড়ছি,—আশা ক'রছি, একদিন "মহামায়ার চরের" রহস্য জানতে পারবো।

শচীন। সর্ব্বনাশ। তুমি তন্ত্র পড়েছ! কতগুলো তন্ত্র প'ড়েছ?

দ্বিজবর। অনেক তন্ত্র পড়েছি, প্রায় সব—।

শচীন। কি সর্ব্বনাশ! (স্ত্রীর প্রতি) চাল দিচ্ছে নাকি?

দ্বিজবর। না। তবে শুধু প'ড়ে কিছু হয় না—"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ, যস্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্"!

জগদ্ধাত্রী। তুমি এই চর সম্বন্ধে দুই একটা গল্প আমায় বল, আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে!

দ্বিজবর। শুনবেন না, প্রলোভন দমন করুন।

জগদ্ধাত্রী। না—তুমি বল!

দ্বিজবর। আপনার যেরূপ অভিরুচি—।

শচীন। না—তুমি ব'লোনা; চল, আমরা ওপারে যাই!

জগদ্ধাত্রী। (স্বামীর প্রতি) না-না—তুমি বসো, তোমার পায়ে পড়ি। বল দ্বিজবর!

শচীন। বেশতো! ও তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে, নৌকোয় উঠে গল্প শুনবে। ওঠ ওঠ, চল—।

জগদ্ধাত্রী। না।—আমি এইখানে বসেই শুনবো।

দ্বিজবর। আমিও এইখানে দাঁড়িয়ে ব'লবো। এখান থেকে চলে গেলে এর গাম্ভীর্য্য থাকে না, আমার বিশ্বাস কমে যায়, সংশয় আসে।

শচীন। আচ্ছা, বল বাবা বল!

দ্বিজবর। এই "মহামায়ার চর"—বড় ভয়ানক জায়গা! এর আকর্ষণ প্রচণ্ড, অদৃষ্টের আকর্ষণের মত, বাধা দেওয়া যায়না।

শচীন। অত সাধু ভাষা চালিয়োনা বাবা—আমার ভয় ক'চ্ছে। একটু সোজা কথায় বল—।

দ্বিজবর। আপনি ঠাট্টা ক'রছেন—কিন্তু কথাটা আদৌ সোজা নয়, এখানে সত্যই ডাকিনী, হাকিনী, তাল-বেতাল গান গায়, মহামায়া নৃত্য করেন!

শচীন। কেউ দেখেছে? কেউ শুনেছে?

দ্বিজবর। এ মহাসাধকের সিদ্ধপীঠ! সাধক সে গান শোনেন, আর কেউ শুনতে পায় না বাবু—।

শচীন। সাধকের কথা ছেড়ে দাও, সোজাসাপ্টা মানুষের কথা বল। আর একটু সরল ভাষায় বল, "সীতার বনবাস" চালিয়ো না!

দ্বিজবর। জগতে এত জটিল পদার্থ আছে বাবু, তাদের সব সরল হবার নয়—তারা জটিলই থাকে। তাই তাদের পরিচয় নিতে হ'লে জটিল ভাষারও প্রয়োজন হয়।

শচীন। আচ্ছা, বল—।

দ্বিজবর। সন্ধ্যেবেলা এখানে অনেক পাখী আসে; জনশ্রুতি, তারা ওই গান শুনবার লোভেই আসে।

শচীন। কোন মানুষ সে গান কখনো শুনেছে?

দ্বিজবর। যারা শোনে, তারা এইখানেই থাকে—এখান থেকে ফিরে যায় না।

শচীন। এ-রকম ঘটনার কোন ইতিহাস আছে? কিংবদন্তী নয়—ইতিহাস?

দ্বিজবর। দু'টি ঘটনা ঘটেছিল। একটী ঘটনা ঘটে—আমি তখন জন্মায়নি, ইংরিজি আটাত্তর সালে। একটি পরিবার নৌকো ক'রে যাচ্ছিল। তারা চরে নামে; তাদের ভিতর একটি ছেলে আর নৌকোয় ওঠেনি—তাকে পাওয়া যায়নি!

শচীন। ওঃ—!

জগদ্ধাত্রী। তুমি এ ঘটনা জানো নাকি?

দ্বিজবর। না—আমি কেমন ক'রে জানব? আমি তখনো জন্মায়নি।

শচীন। এমনো তো হ'তে পারে, ছেলেটী জলে প'ড়ে যায়!

দ্বিজবর। হ'তে পারে, কিন্তু কেউ তাকে জলে প'ড়ে যেতে দেখেনি। আমি যখন কলেজে যাই, তখন মনে হয় ছেলেটী জলেই ডুবে গেছে; আবার যখন এখানে নৌকো বাই, তখন মনে হয়,—সে এই চরেই আছে!

শচীন। চরে কেমন ক'রে থাকবে?

দ্বিজবর। তা আমি জানিনে। শুনেছি, ভৈরবী যোগিনীরা তাদের লুকিয়ে রেখে দেয়—উড়িয়ে নিয়ে যায়; আবার এখানে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে খেলা করে।

শচীন। অদৃষ্ট যেমন মানবশিশুকে নিয়ে জন্মমৃত্যুর দোলায় দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়, জাগায়, খেলা করে—তেমনি!

দ্বিজবর। চমৎকার উপমা! আর একটী ঘটনা ঘটেছিল—তখন

আমার বয়স এগার-বার,—আমার বেশ মনে আছে। আপনাদের মত একজন বাঙালীবাবু চাকরী উপলক্ষ্যে এখানে কিছুদিন ছিলেন—।

শচীন। যাক গে—আর ওসব কথায় দরকার নেই। চল, নৌকোয় উঠি—।

জগদ্ধাত্রী। না-না—দ্বিজবর, তুমি বল!

শচীন। না, আর ব'লতে হবে না। দুইই সমান পাগল!

জগদ্ধাত্রী। না, ব'লতে হবে। আজ তুমি কেবল আমায় বাধা দিচ্ছ কেন বল তো? তুমি তো এ রকম অবাধ্য ছিলে না—! আর পছন্দ হ'চ্ছে না নাকি?

দ্বিজবর। আমার সামনে বাবুকে একথা বলা আপনার উচিত হ'ল না মা! আপনার মত মহিলার উপযুক্ত নয়।

জগদ্ধাত্রী। (লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিলেন)

শচীন। (স্ত্রীর প্রতি) কেমন জব্দ! এতক্ষণে আমার মনে একটু শান্তি হ'ল। বেঁচে থাক দ্বিজবর!

দ্বিজবর। আপনারা স্বামীস্ত্রী দু'জন দু'জনকে বড্ড বেশী ভালবাসেন!

শচীন। হ্যাঁ—তা একটু বাসি। তুমি ঠিক ধরেছ তো ছোকরা? আর ধরবে নাই বা কেন?—তুমি নিজে একজন হতাশ প্রেমিক কিনা!

দ্বিজবর। কিন্তু, এত ভালবাসা ভাল নয়—।

জগদ্ধাত্রী। (প্রাণে ব্যথা পাইয়া) ভাল নয়! কেন—ভাল নয় কেন?

দ্বিজবর। দেবতারা মানুষকে নিয়ে খেলা করেন; মানুষ খুব সুখে আছে দেখলে দেবতাদের চোখে ভালো লাগে না। মানুষের প্রাণ নিয়ে দেবতাদের খেলা, শাস্ত্রে বলে লীলা!

জগদ্ধাত্রী। তুমি সেই বাঙালী বাবুটির কথা বল—যিনি চাকরী উপলক্ষ্যে এখানে ছিলেন।

শচীন। আমার কথা শোন দ্বিজু, আর গল্প ব'লো না—অনেক ব'লেছ। (স্ত্রীর প্রতি) ওঠ, ওঠ—।

জগদ্ধাত্রী। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—আমি কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছি?

শচীন। আমি বুঝতে পারি আর নাই পারি, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমায় নিষেধ ক'রে দিচ্ছি দ্বিজু!

দ্বিজবর। আমি যখন আরম্ভ ক'রেছি—আমায় ব'লতেই হবে। "মহামায়ার চরে" যা আরম্ভ করা যায়—তা শেষ ক'রতেই হয়।

শচীন। চুলোয় যাক তোমার "মহামায়ার চর"!

দ্বিজবর। (অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া) ছিঃ ছিঃ বাবু—অমন কথা মুখে আনবেন না! হে মা শ্মশানকালী, বাবুর অজ্ঞতা মার্জ্জনা কর মা! অপরাধ নিয়োনা মা, অপরাধ নিয়োনা! (কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, প্রার্থনা করিল।)

দ্বিজবর। শোন মা, সেই বাঙালী বাবুটির একটি মেয়ে ছিল—!

জগদ্ধাত্রী। মেয়ে ছিল?

দ্বিজবর। হ্যাঁ, একটী মেয়ে ছিল—! মেয়েটীর বয়স তখন আট-ন'বছর; আমি তাঁকে অনেক দিন দেখেছি—সে চেহারা ছবির মত। আমার মনে গাঁথা আছে।

শচীন। তারপর—? তুমি তাকে ভালবাসতে?

দ্বিজবর। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। সেই বাবুটী মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই এখানে মাছ ধ'রতে আসতেন।

জগদ্ধাত্রী। শুনছ?—আমিও তো আবার বাবার সঙ্গে এখানে আসতুম!

শচীন। আর কোন বাঙালী বাবুতো চাকরী করেনি,—আর মেয়েও তাদের কারো ছিল না! এখানে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, তোমাকে আর তোমার বাবাকে নিয়ে—rubbish!

দ্বিজবর। না—আরো অনেক বাঙালী এসেছেন; তাতে কিছু যায় আসে না। একদিন তিনি মেয়েটীকে এইখানে এই চাঁপাগাছের কাছে দাঁড় করিয়ে মাছ ধ'রতে নৌকোয় যান; এমন সময়—

জগদ্ধাত্রী। এমন সময়—কি হ'ল?

দ্বিজবর। কি হ'ল, তা জানিনে; কিন্তু একটু পরে বাবুটী মুখ তুলে দেখলেন, মেয়েটী সেখানে আর নেই!

শচীন। বল?—তুমিই সেই মেয়েটী?

জগদ্ধাত্রী। (হাসিয়া) না—আমি আর কি ক'রে হব? আমি তো আছি। তারপর কি হ'ল? মেয়েটীকে আর পাওয়া গেল না?

দ্বিজবর। শুনেছি, কুড়ি দিন পরে পাওয়া গিয়েছিল।

জগদ্ধাত্রী। পাওয়া গিয়েছিল!

দ্বিজবর। হ্যাঁ, কুড়ি দিন পরে—।

জগদ্ধাত্রী। (ব্যাকুল আত্মপ্রশ্ন) কুড়িদিন পরে, কুড়িদিন পরে, কুড়িদিন পরে? এ কুড়িদিনের কোন স্মৃতি তাঁর ছিল?

দ্বিজবর। আমি শুনেছি, ছিল না; কিন্তু, ছিল কি ছিল না—তিনি ছাড়া আর কে জানবে?

জগদ্ধাত্রী। আচ্ছা, সেই মেয়েটী ভৈরবীর গান শুনেছিল ব'লে তোমার মনে হয়?

দ্বিজবর। আমার মনে হয়, শুনেছিলেন। আমি তো আপনাকে ব'লছি, সবাই শুনতে পায় না। জনশ্রুতি, যারা গান শুনতে চায়— তারাই শুধু গান শোনে!

শচীন। কি রকম?

দ্বিজবর। এমনও হতে পারে, এখনই এখানে গান হ'চ্ছে—আমরা কেউ শুনতে পাচ্ছিনে। হয়তো আমি শুনলাম, আর এখানে রইলাম; আপনারা শুনতে পেলেন না—চলে গেলেন!

শচীন। তুমি যেন কোনদিন শুনতে চেওনা দ্বিজবর, তোমার "নাইট স্কুলটা" মাটি হবে!

দ্বিজবর। আপনার এইভাবে বিদ্রূপ করাটা আমার ভাল লাগছে না বাবু! যাক্, আমার গল্প শেষ হয়েছে—এখন আমি নৌকোয় যাই। দরকার হ'লে আমায় ডাকবেন। দেখুন—মানুষের বুদ্ধি খুব বড় বটে, কিন্তু বুদ্ধিই সর্ব্বস্ব নয়!

শচীন। আমার কথায় রাগ ক'রোনা দ্বিজু, আমরা সহুরে বাবু কিনা— কিছুই বিশ্বাস করি নে!

দ্বিজবর। সহসা বিশ্বাস ক'রবেন না, সহসা অবিশ্বাসও ক'রবেন না—। মা শ্মশানকালী আপনাদের রক্ষা করুন। এখানে বেশীক্ষণ না থাকাই ভাল, থাকবেন না।

[দ্বিজবরের প্রস্থান।

শচীন। না—আমরা আর বেশীক্ষণ থাকবো না, চল। তুমি তখন কিছু খাওনি, খেয়ে নাও—একটা রসগোল্লা খাও, হাঁ কর!

জগদ্ধাত্রী। আমি খাব না—যাও! (মৃদু সলজ্জ হাসি)

শচীন। লক্ষীটি খাও—আমি খাইয়ে দিই ; এস, এখানে কেউ নেই—লজ্জা ক'রবে কাকে ?

জগদ্ধাত্রী। কনকচাঁপা আছে, সে হাসছে—দেখতে পাচ্ছনা ?

শচীন। ওদিকে দ্বিজবর, আর এদিকে কনকচাঁপা,—এই রকম আর দু'একটি সঙ্গী পেলেই আমাদের মত মানুষের হয়েছে আর কি !

জগদ্ধাত্রী। আমার একটি কথা মনে প'ড়ছে— ।

শচীন। কি মনে প'ড়ছে—খোকার কথা ?

জগদ্ধাত্রী। খোকা তো সব সময়ই মনে আছে, সে অন্য কথা ! সে দিন যখন বাবার সঙ্গে আসি, আমি ছোট্ট মেয়েটী। সে দিন চলে গেছে। আজ আমি বড় হয়েছি—আমার স্বামী আছে, খোকা আছে ! খুব শীগগির, এদিনও চলে যাবে। তুমি বুড়ো হবে, খোকা বড় হবে—। দিনের আরম্ভ হয়, দিনের শেষ হয়—সংসার বড় অস্থির! একদিন আমি থাকবোনা, একদিন তোমায় আমায় শেষ দেখা হবে, শেষ কথাবার্ত্তা হবে—তারপর আর দেখা হবে না, আর কথা হবে না !

শচীন। না-না, তুমি অমন কথা ব'লো না। তোমার মুখে ওসব পাকা কথা শুনতে ভাল লাগে না। কথা বন্ধ কর—সন্দেশ খাও, রসগোল্লা খাও ; বল'তো, একটা ইলিশ মাছ কিনে দ্বিজুকে দিয়ে ভাজিয়ে নিই— ।

জগদ্ধাত্রী। না আমি খাব না—আমার খেতে ইচ্ছে ক'চ্ছে না।

শচীন। তা হ'লে এস—সাহেব-মেমের মত হাত-ধরাধরি ক'রে বেড়াই,—get up darling, get up !

জগদ্ধাত্রী। এটা মা-কালীর স্থান নয়? অত ভুলে যাও কেন? এখানে ছেলেমানুষি ক'রতে নেই।

শচীন। আচ্ছা কানমলা খাচ্ছি; তা হ'লে কি ক'রবো বল?

জগদ্ধাত্রী। তোমায় কিছু ক'রতে হবে না—তুমি একটু সরে এস। আমি তোমায় প্রণাম ক'রবো—।

শচীন। প্রণাম ক'রবে কেন?

জগদ্ধাত্রী। মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করবো।

(প্রণাম করিল)

জগদ্ধাত্রী। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রো মা! স্বামীর পায়ে এই রকম মাথা রেখে আমি যেন হাসতে হাসতে চলে যাই!

শচীন। খবরদার মা, ওর প্রার্থনা পূরণ ক'রোনা। তুমি হাসতে হাসতে চলে যাবে, আর আমি বুড়ো বয়সে বিপত্নীক হয়ে একা একা থাকবো, সে হবে না। তোমার প্রার্থনা খাটবে না, পতির সম্মতি ছাড়া পত্নীর প্রার্থনা পূরণ হয়না। আমি অন্য দিকে চেয়ে আছি—তোমার প্রতি বিমুখ হ'য়েছি।

(সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে জগদ্ধাত্রী শুনিয়াছেন, শচীন শোনেন নাই)

জগদ্ধাত্রী। ওগো শোন-শোন, শুনছ?—কি মিষ্টি গান! আমায় ডাকছে—; ওগো তুমি কোথায়,—আমায় ডাকছে! খোকা, খোকা কোথায়? আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে! খোকা খোকা—

(জগদ্ধাত্রীকে আর দেখা গেল না)

শচীন। হয়েছে প্রার্থনা? সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন—আর নয়, চল!

(জগদ্ধাত্রী যেখানে ছিল, সেই দিকে ফিরিয়া)

শচীন। কোথায় গেলে—জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী! একি,—কি হ'ল!

জগদ্ধাত্রী, লুকিয়ে থেকোনা—আমি আর বিদ্রূপ করবোনা, তুমি আমার কাছে এস। দ্বিজু,—দ্বিজু, দ্বিজবর—

দ্বিজবর। (নৌকা হইতে) 'কি হ'ল বাবু? যাই!

(দ্বিজবর আসিল)

দ্বিজবর। মা-ঠাকরুণ, মা-ঠাকরুণ কোথায়?

শচীন। কি জানি—দেখতে পাচ্ছিনে, তুমি খুঁজে দেখ।

দ্বিজবর। কোথায় খুঁজবেন বাবু, এই তো বালির চর ধূ ধূ ক'রছে—কেউ কোথাও নেই—।

শচীন। জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী—

দ্বিজবর। ডেকে কি হবে বাবু! তিনি তো এ ডাক আর শুনতে পাবেন না।

শচীন। কেন, কেন?—কেন ডাক শুনতে পাবে না দ্বিজু?

দ্বিজবর। তিনি সেই গান শুনেছেন,—"মহামায়ার চরের" গান; যে গান শুনতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা ছুটে আসে, আর ফিরে যায়না—এইখানেই থাকে।

শচীন। কেন, এখানে থাকবে কেন?

দ্বিজবর। আমি জানিনে বাবু!

শচীন। (পাগলের মত) না, না—তুমি বুঝতে পাচ্ছনা দ্বিজবর—! এই তো ছিল, কোথায় যাবে? লুকিয়ে আছে—আমায় ভয় দেখাচ্ছে! জগদ্ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী! আমি আর তোমার সঙ্গে রহস্য ক'রবো না—, জগদ্ধাত্রী ফিরে এস, ফিরে এস!

তৃতীয় অঙ্ক

বিষ্কম্ভক

(একজন গায়ক গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

গান

জীবন যেন বদ্ধজলার জল,
—নিস্তরঙ্গ অচঞ্চল !
সেই সকাল, সেই সাঁজের আলো,
সবাই এদের বলে ভালো,
মোদের চোখে নিকষ কালো,
নাই পাথেয়, নাই সম্বল !
চলে গেল তারা
এলনা আর ফিরে,
কত দিন মাস—
আসে ঘুরে ফিরে,
ব'সে আছি একা
যাব ব'লে পারে,—
নাই পাথেয়, নাই সম্বল।

[প্রস্থান।

[দৃশ্য—সেই ঘর !—পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তেরো বৎসর চলিয়া গেছে—। এই তেরো বৎসরের শোকতাপের চাপে মৃত্যুঞ্জয় খানিকটা বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁর আনন্দময় চরিত্র সংসারের জ্বালায় একটু তিক্ত হইয়াছে—মৃত্যুঞ্জয় ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, স্বর্ণলতা প্রবেশ করিলেন।]

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা, কি করি বল তো ?

সুবর্ণলতা। কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না ?

মৃত্যুঞ্জয়। না, এক মাসের উপর হ'য়ে গেল। অতুলের ফটো ছাপিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম, হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রলুম, পুলিশে খবর দিলুম—এ ক্ষেত্রে লোকে যা যা ক'রে থাকে, সবই তো ক'রেছি—কোনো দিক থেকে একটা উত্তর এল না !

সুবর্ণলতা। শচীন কি খোঁজ ক'রলে ?

মৃত্যুঞ্জয়। শচীন যদি একটু ভাল ক'রে গা লাগাতো, তা হলে কি ভাবি ! সেই জগদ্ধাত্রী চলে যাওয়ার পর থেকে, কি যে ওর হ'য়েছে, নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ! বলে. আমার সময় কই ?

সুবর্ণলতা। ছেলেটা রাগ ক'রে চলে গেল—একটু খোঁজ ক'রবে না ? ওরই তো ছেলে— !

মৃত্যুঞ্জয়। রাগ ক'রলেও তো বোঝা যেত ! রাগ কই ক'রলে ? শচীন তো উল্টো চাপ দিচ্ছে ! বলে, আপনারাই আদর দিয়ে দিয়ে ওকে নষ্ট ক'রেছেন—এখন ফলভোগ করুন। শোনো কথা একবার— !

সুবর্ণলতা। আদর দিয়েছি, তাতে হ'য়েছে কি ! মেয়ের ছেলে, আমার জগদ্ধাত্রীর ছেলে—ম'রবার পর এক গণ্ডুষ জল দেবে। ওর মা তো ঐ রকম ক'রে চলে গেল—মা-মরা ছেলে ! আমরা আদর দিলে বুঝি দোষের হ'ল !

মৃত্যুঞ্জয়। পরের ছেলে মানুষ করার ফল— ।

সুবর্ণলতা। কিছুতেই পোষ মানলে না ! ছেলে যেন কি— ! তুমি কত যত্ন ক'রতে, আমি খাইয়ে দাইয়ে কোলের কাছটিতে নিয়ে

শুন্তাম, এ ছেলের মুখে আর কথা নেই,—কেবল বলে, আমার মায়ের গল্প বল—নইলে আমি আমার বাবার কাছে ক'লকাতায় চলে যাব। শুনেছ ছেলের কথা— ?

মৃত্যুঞ্জয়। শুনেছি—শুনেছি! তুমি থাম! আচ্ছা, গেল যে, তা কোথা দিয়ে যাবে? হয় রেলের গাড়ীতে যাবে—আর না হয়, নৌকো করে গঙ্গা পার হবে! দুটীতো পথ—তা যেমন হয়েছে ইষ্টিশন মাষ্টার, তেমনি হয়েছে গঙ্গার ঘাটের মাঝিগুলো—সব সমান! ছোট ছেলেকে টিকিট বিক্রি করাই তো 'ক্রিমিনাল',—তিনগণ্ডা পয়সার জন্যে ওই কচি ছেলেকে ক'লকাতার টিকিট বেচলি? একবার ভেবে দেখলিনে—ছেলেটা ক'লকাতায় গিয়ে কোথায় উঠবে— ?

স্বর্ণলতা। চরণ-ঠাকুরপোকে বড় ভালবাসতো! যা পরামর্শ তার, ভশ্চায্যি দাদার সঙ্গে; সে হয়তো কিছু সন্ধান ব'লতে পারে। তা আজ এক মাসের উপর চরণ-ঠাকুরপোরও তো দেখা নেই— !

মৃত্যুঞ্জয়। এখন দেখা দেবেন কেন? পাছে আমাদের একটু উপকার হয়! কলিকাল কিনা? দেখ, হয়তো ওই উমোচরণই তাকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে যাত্রার দলের সখী সাজাবার জন্যে নিয়ে গেছে—।

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা— !

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ হ্যাঁ—তাইই। ও ছেলের প্রাণে রস ঢুকেছে—ও সিঁথে কাটে, পান খায়, পামশু পায়ে দেয়,—ওকি কম হারামজাদা ছেলে—!

স্বর্ণলতা। তা চল, দুটো মুখে দেবে তো ?

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি আর জ্বালিও না। মেয়েমানুষ কিনা,—শুধু রান্না আর খাওয়া !

সুবর্ণলতা। হ্যাঁগা, তা আমার উপর রাগ ক'রছো কেন ? আমার দোষ কি ?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমার দোষ নয়, আমার দোষ নয়, শচীনের দোষ নয় তো, কার দোষ—আমায় বল ? দুই বুড়োবুড়ীতে মিলে একটা কচি ছেলেকে পোষ মানাতে পারলেম না ! লজ্জা করে না ? শুধু খাওয়ালেই মানুষ বশ হয় না—মানুষ বশ করবার অন্য মন্তর আছে।

সুবর্ণলতা। হ্যাঁগা তা আমি কি কিছু কসুর করেছি ? আমার জগদ্ধাত্রীর ছেলে, আমার পাঁজরার হাড়, তাঁকে অযত্ন ক'রবো আমি ? আর পোষ মানে নি, তাই বা বলি কেমন ক'রে ? পনেরটা বছর তো আমার কাছেই ছিল ; কি যে মাথায় ঢুকলো—।

মৃত্যুঞ্জয়। ওরে র'ঘো, র'ঘো !

সুবর্ণলতা। সে তো বাজারে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। তবে আর কি, আমার মাথা কিনেছে। সবাই সমান ! আমায় না জানিয়ে সাত তাড়াতাড়ি তাকে বাজারে পাঠানোর দরকার কি ছিল ?

সুবর্ণলতা। কি দরকার, আমায় বল !

মৃত্যুঞ্জয়। আমার আগে মনে হয়নি, ঐ উমোচরণই তাকে ঘরছাড়া ক'রেছে, ও আর দেখতে হবে না—ও সব চালাকি আমার কাছে চলবে না। আমি ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি ! একটা ডায়েরী লিখে থানায় পাঠিয়ে দিই—।

সুবর্ণলতা। চরণ-ঠাকুরপোর নামে ?

মৃত্যুঞ্জয়। নিশ্চয়ই! ও মিটমিটে শয়তান—।

স্বর্ণলতা। কি যে কথা বল, মাথামুণ্ডু নেই! চরণ-ঠাকুরপো অতুলকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে?—তোমার মাথার ঠিক নেই!

মৃত্যুঞ্জয়। না—আমার মাথার ঠিক থাকবে কেন? আমি পঁচিশ বছর পুলিশে কাজ ক'রে এলুম—আমি কিছু বুঝিনে, আর তুমি রান্নাঘরে ব'সে সব বুঝে ফেলেছ! ছেলে বাপকে বিষ দেয়, জান? মা ছেলের গলা টিপে মেরে ফেলে, বিশ্বাস কর? সংসার বড় ভয়ানক জায়গা। এখানে কে যে কি করে, আর কে যে কি না করে, তা কারো বুঝবার সাধ্য নেই! উমোচরণ, উমোচরণ একেবারে সত্যপীর কিনা!

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমাচরণ। কি দাদা—আমার নাম ক'চ্ছ, আর আমি এসে হাজির; অনেক দিন বাঁচব—কি বল? রঘু, একছিলিম তামাক নিয়ে আয়রে বাবা! অনেকদিন দাদার 'ফৌজদারী বালাখানা' খাইনি। যাত্রার দলের 'খরসান'—বাবা, সেকি তামাক! এই ফিরছি দাদা। গোয়াড়ি, কেষ্টনগর, নদে, শান্তিপুর,—গঙ্গার ধারে অন্ততঃ দশখানা গাঁয়ে বায়নার পর বায়না; গান শেষ হতে না হতে বায়নার টাকা এনে হাজির! ছাড়ি কি ক'রে বল—? দুটো পয়সার জন্যেই তো, কি বল দাদা! বৌঠান, ওরকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন?—ব'স। এবার মাথুরের পালা যা জমিয়েছি দাদা, একদিন তোমায় শোনাব। একটী ছেলে রাধিকে সেজে যা গাইছে— (সুরে)

"ওই না মাধবী তলে
মাধব দাঁড়ায়ে ছিল—"

একাই আসর মাৎ ক'রে দিলে, আমি শুধু মাঝখানটায় একটা তান তুলতাম! একমাসে পনেরখানা মেডেল পেয়েছে। বুঝেছ দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ বুঝেছি বৈকি! "গেরস্তোর ঘর পোড়ে, আর ফিঙে ধোঁওয়া খায়!" তুমি ভারি সেয়ানা! আমিও মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে, পঁচিশ বছর পুলিশে কাজ ক'রে তোমার মতন অনেক বাস্তুঘুঘু চরিয়েছি—!

(রঘু তামাক লইয়া আসিল, উমাচরণ তামাক খাইতে লাগিল)

মৃত্যুঞ্জয়। সব সড় আছে! ওই র'ঘো বেটাই কি কম পাজী? (সুবর্ণলতার প্রতি) আমি যখন ডাকলেম—ঘাপটি মেরে ছিল, উত্তর দেয়নি; আর দা'ঠাকুর এসে যেই তামাক চেয়েছে, অমনি রঘুনাথ তামাক নিয়ে হাজির! ওকে দিয়ে পাঠাব না, আমি নিজেই যাব; দরখাস্তখানা লিখে নিই— ?

(কাগজ কলম বাহির করিয়া খসখস করিয়া দরখাস্ত লিখিতে লাগিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। (রঘুর প্রতি) এখানে হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকিসনে র'ঘো! বেরো আমার সামনে থেকে—চাবকে লাল ক'রে দেব হারামজাদা! বাইরের দোরে চাবি লাগিয়ে রাখিসনি কেন পাজী? (রঘুর প্রস্থান) আমি কারো খাতির রাখবোনা—। অনেকদিন নিজমূর্ত্তি ধরিনি কিনা, তাই সব ভাবছে—মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে তো, মৃত্যুঞ্জয় চাটুয্যে—!

(আবার লিখিতে লাগিলেন)

উমাচরণ। (সুবর্ণলতার প্রতি) ব্যাপারখানা কি বৌঠাকরুণ?

স্বর্ণলতা। তুমি শোননি ?

উমাচরণ। না—আমিতো এখনো বাড়ীই যাইনি ; মোটঘাট বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে—তোমাদের এখানেই আগে এলুম। কি হয়েছে, বল'ত ?

স্বর্ণলতা। কি আর তোমায় ব'লবো ঠাকুরপো—যেমন আমার পোড়াকপাল ! আমার অতুল আজ এক মাসের উপর ঘরছাড়া !

উমাচরণ। অতুল ঘরছাড়া ! কোথায় গেছে ?

স্বর্ণলতা। কোথায় গেছে তা কেমন ক'রে জানবো ! সে কি আমাদের ব'লে গেছে—না ব'লে পালিয়েছে ! এক মাসের উপর কোন খোঁজও নেই, খবরও নেই।

উমাচরণ। তাইতো, অত্‌লো ছোঁড়াটা একা একা পালিয়ে গেল ! ওর বাবার কাছে যায়নি তো ?

স্বর্ণলতা। না। শচীন এর মধ্যে একদিন এসেছিল ; কি মনে ক'রলে তা কে জানে ! বলে, খোঁজ খবর ক'রে দেখা যাক, কি আর হবে ! উনি তো খালি খালি রেগেই যাচ্ছেন—একবার একে সন্দেহ, একবার তাকে সন্দেহ— !

উমাচরণ। অন্য লোককে সন্দেহ ক'রবার কি আছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। পুলিশের কনেষ্টবল এসে যখন রুলের গুঁতো দেবে, সত্যি কথা তখন বেরুবে। অমনি কি আর কেউ সত্যি কথা বলে !

উমাচরণ। তোমার কি সন্দেহ হয়—কেউ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। (উমাচরণের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন) দেখ উমোচরণ, নেকামি ক'রোনা— !

উমাচরণ। আমার জগদ্ধাত্রী-মা, তার ছেলে অতুল ! সেই অতুলকে

পাওয়া যাচ্ছেনা, আর আমি নেকামো ক'রছি—এই তোমার ধারণা? তুমি গুমোর কর, তুমি পুলিশে কাজ ক'রেছ—মানুষ চেন? তুমি মানুষ চেন ঘোড়ার ডিম! বরাতে কিছু পয়সা রোজগার ছিল, তাই কোম্পানী মাস মাস মাইনে দিয়েছে—আজও জলপানি দিচ্ছে। তুমি আমার চেয়েও মুখ্যু। তুমি কিনা বল, অত্‌লোর কথা নিয়ে আমি ন্যাকামি কচ্ছি!

স্বর্ণলতা। ঠাকুর-পো চুপ কর—চুপ কর!

উমাচরণ। চুপ আমি কচ্ছি! কিন্তু এসব ভাল নয়! অন্যলোকে এ কথা ব'ল্লে এখুনি এখান থেকে চলে যেতাম, জন্মের মত মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হ'ত। কিন্তু অতুল পালিয়েছে, এখন তো আর মান-অভিমানের সময় নয়। খুঁজে বার ক'রতে হবে, যেমন ক'রে হোক। বড় বারমুখো ছেলে!

স্বর্ণলতা। বারমুখো!

উমাচরণ। হ্যাঁ হ্যাঁ—বারমুখো বইকি! ওছেলের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা আছে। ওকে মানুষ ক'ল্লে কে? লেখাপড়া শিখিয়েছে কে, গান শিখিয়েছে কে?—চব্বিশ ঘণ্টার ক'ঘণ্টা তোমাদের কাছে থাকতো? আমি থাকলে আমার কাছেই থাকে; কেবল বিজন এখানে এলে আমার কাছেও আসেনা। তোমরা ওকে বুঝতেই পারনা! ছেলেবেলায় মা হারিয়েছে, মাওড়া ছেলে—এক বিজন ছাড়া কার সাধ্যি ওকে ঘরবাসী করে!

স্বর্ণলতা। বিজন তো এখানে এসেছে—।

উমাচরণ। কবে এল?

স্বর্ণলতা। সাত আটদিন এসেছে!

উমাচরণ। শুনেছে অতুলের কথা ?

স্বর্ণলতা। কাঁদতে লাগল!

উমাচরণ। ওর বাপ যে বিজনের কোলে ওকে তুলে দিয়েছিল। যখন জগদ্ধাত্রীকে পাওয়া গেল না, তখন বিজন অতুলকে কোলে তুলে না নিলে—ও বাঁচতো ? বিজন ওর নিজের ছেলে পটলাকে ফেলে রেখে অতুলকে মাই খাইয়েছে! সব ভুলে গেলে দাদা ? আমায় বলে দিলে,—নেকামি কচ্ছি, পুলিশে দেবে! হাঃ-তোর ভালহোক—!

(যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল)

স্বর্ণলতা। ঠাকুরপো, ওঁর কথায় রাগ ক'রোনা—ওঁর কি মাথার ঠিক আছে ?

মৃত্যুঞ্জয়। ওরে—উমোচরণ, শোন্ শোন্—

উমাচরণ। বল— !

মৃত্যুঞ্জয়। অতুল চলে গেছে—উনি যা ব'লছিলেন, আমার মাথার ঠিক নেই, আমার উপর রাগ করিসনি— !

উমাচরণ। তোমার উপর যে রাগ করে, সে ডবল গাধা!

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রী ঐভাবে গেল ; তার ছেলেটাকে মানুষ ক'রলাম—ছেলেটা পর্য্যন্ত ঘরে রইলোনা,—এতেও মানুষের মাথা ঠিক থাকে ? কি ক'রবো বল দেখি— ?

উমাচরণ। সন্ধান ক'রতে হবে বৈকি! ঐটুকু ছেলে, যাবে আর কোথায় ? এই যে—শচীন বাবাজী ; —এস!

(শচীন প্রবেশ করিলেন, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ)

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ বাবা, সন্ধান কিছু পেলে ?

শচীন। হুঁ—পেয়েছি!

মৃত্যুঞ্জয়। সন্ধান পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে? সঙ্গে ক'রে আনলে না কেন? তুমিও ছেলেমানুষ! বোর্ডিংএ রেখে এলে বুঝি? ও ছেলে বোর্ডিংএ থাকে?—ও ঠিক আবার পালাবে! আমার কাছে আনলে—এবারে আমি ওর হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে ঘরে আটকে রাখবো। ও যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর! (সুবর্ণলতার প্রতি) তোমায়ও দিব্যি দেওয়া রইলো, আর যদি কখনো ওকে আদর দেও!

উমাচরণ। তুমি থাম দিকি দাদা! আগে আসুক, তারপর শাসন ক'রো!

সুবর্ণলতা। কোথায় পাওয়া গেল?

শচীন। ব'লছি, একটু স্থির হ'য়ে শুনুন—উতলা হবেন না। উতলা হ'য়ে কোন লাভ নেই!

সুবর্ণলতা। তাহ'লে তাকে পাওনি!

শচীন। শুধু একটা সন্ধান পেয়েছি, তাকে পাইনি!

মৃত্যুঞ্জয়। তাকে পাওনি?

শচীন। হারানো কাকে বলে আমি জানি। দিনের পর দিন আমার কেবলি সেই দ্বিজবরের কথাটা মনে পড়ে। জেলের ছেলে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তার আছে। সে ব'লেছিল—বেশী ভালবাসা ভাল নয়, দেবতারা মানুষের সুখ দেখতে পারেন না!

সুবর্ণলতা। কি সন্ধান পেয়েছ, আমাদের একটু ভাল ক'রে বল।

শচীন। সে এদেশেই নেই—!

সুবর্ণলতা। এদেশে নেই কিগো?

উমাচরণ। কোন্ দেশে গেছে বাবাজি!

শচীন। আমার একবার মনে হ'ল—ক'লকাতার ভিতর কোথাও যখন খোঁজখবর পাওয়া গেলনা, হয়তো জাহাজে ক'রে বিলেত কি আর কোথাও গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়। ঐটুকু ছেলে বিলেত যাবে কি!

শচীন। ওর চেয়ে অনেক ছোট ছেলেও বিলেত যায়। যাবার আগের দিন আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিল?

মৃত্যুঞ্জয়। আমি তাকে কি আর ব'লেছিলুম? 'এগজামিন' শেষ হয়ে গেছে ব'লে কি দিনরাত খেলা ক'রতে হবে? আমি 'দাদামশায়' হ য়ে একথাটা তাকে ব'লতে পারবোনা?

স্বর্ণলতা। সে কথার কি উত্তর ক'রল জান?—"আমার মা নেই; বাবা দিনরাত কাজ নিয়ে প'ড়ে আছে—আমায় দেখবার সময় পায় না; তাই তোমাদের এখানে প'ড়ে আছি! তোমরা দয়া ক'রে খেতে প'রতে দিচ্ছ, তোমরা কথা শোনাবে বৈকি?" একি ছেলের মুখের কথা—বাবা!

শচীন। আমিও আপনাদের মুখ থেকেই শুনেছি, আর সেই কথাই ব'লছিলাম—!

মৃত্যুঞ্জয়। এত অভিমান ওর কিসের?

উমাচরণ। অভিমান নয় দাদা, ও স্বভাব! ওসব ছেলে ঐরকম! ওদের সংসারের চেয়ে সংসারের বাইরের টানই বেশী। ছেলে ভাল, তবে ঐরকম; ওকে বলে—"না-ঘরকা ছেলে"! কোথায় গেছে—ব'লত বাবাজি? সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা।

শচীন। "থেল্‌মা" ব'লে একখানা জাহাজ—২৯শে মার্চ্চ খিদিরপুর ডক ছেড়ে সাউথ আমেরিকায় যায়, সেই জাহাজে চলে

গেছে। "পাসপোর্ট" দরকার হয়নি, "ক্রু"দের সঙ্গে কি একটা চাকরী নিয়ে চলে গেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। এখন এই যুদ্ধের সময় জাহাজে ক'রে গেল,—সে জাহাজ যদি "টর্পেডো" করে—?

শচীন। যা মনে ক'রতে হয়, করুন ; তবে যুদ্ধ বা সমুদ্রে বিপদ-আপদ আছে ব'লে তো আর মানুষের কাজকর্ম্ম বন্ধ নেই। একা আমার ছেলেই সমুদ্রে যায়নি, আরো অনেকের ছেলে গেছে— !

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি কি মনে কর, আমার কথায় রাগ ক'রে ঘর ছেড়েছে?

শচীন। আমি তা মনে করিনে! ওটা যৎসামান্য একটা উত্তেজক কারণ। মন ওর সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু ক'রতো। যখন আরো ছেলেমানুষ ছিল, আমার কাছে পড়াশুনা ব'লতে এলে—কেবল জিওগ্রাফি নিয়ে বসতো! এদেশ কোথায়, ওদেশ কোথায়; ভারতসমুদ্র দিয়ে কোথায় যা'ওয়া যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঢেউ খেলে কিনা—এই সব ওর গল্প!

উমাচরণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই সব ছেলেরাই সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হ'য়ে রাজকন্তে বিয়ে ক'রে বাড়ী আসে!

(দরজার পাশে বিজনবালাকে দেখা গেল)

বিজনবালা। জ্যোঠাইমা!

সুবর্ণলতা। কে—বিজন?

বিজনবালা। আমি আজ চ'লে যাচ্ছি—রাতের ট্রেণে; অতুলের কোনো খবর পাওয়া যায়নি?

সুবর্ণলতা। পাওয়া গেছে; তবে সে খবর পাওয়ার চেয়ে, না পাওয়া অনেক ভাল ছিল। সে নাকি জাহাজে ক'রে কোথায় চলে গেছে।

এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে মা? পনের বছরের ছেলে লুকিয়ে জাহাজে ক'রে বিলেতে গেল! খাইয়ে দাইয়ে বড় ক'রবো, আর এমনি ক'রে একদিন বুকে বাজ মেরে চলে যাবে! ওর মা গেল—ওকে নিয়ে বুক বেঁধে ছিলাম; এখন আর কার জন্যে সংসার—ব'লতো মা!

মৃত্যুঞ্জয়। মায়ের ছেলে তো?—কত ভাল হবে! মা রইলেন পদ্মার চরে, আর ছেলে রইলেন ভারতমহাসাগরে! ব্যস্, বুড়োবুড়ী ঘরে ব'সে মুখ চাওয়াচাওয়ি কর আর কি?

সুবর্ণলতা। এমন পোড়া অদৃষ্ট আর কারো দেখেছ মা?

বিজনবালা। চুপ কর জ্যেঠাইমা; তুমি হা-হুতাশ ক'রলে জ্যেঠামশাইকে কে দেখবে? ক'দিন তো দেখছি, উনি পাগলের মত হয়েছেন!

উমাচরণ। হ্যাঁরে বিজন—নন্দ এসেছে?

বিজনবালা। হ্যাঁ, বাবা!

উমাচরণ। তোরা কি আজই চলে যাবি?

বিজনবালা। তোমার জামাই তো তাই ব'লছেন; তাঁরতো ছুটি নেই—এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। আমিই জোর ক'রে এনেছিলাম। অতুল বাড়ী থেকে চলে গেছে, আমার মন জানতে পেরেছে, ছুটে এসেছি!

উমাচরণ। তাইতো, ছেলেটা জাহাজে ক'রে চলে গেল, আর আমরা কিছু ক'রবনা—চুপচাপ ব'সে থাকবো?

শচীন। বিজন, আমার বিশ্বাস,—তুমি এখানে থাকলে অতুল যেতনা!

বিজনবালা। হয়তো যেতনা; তোমার সঙ্গে আমি কথা ব'লতে পাচ্ছিনে শচীনদা!

শচীন। তোমার পটলা সুশীলা সব ভাল আছে?

বিজনবালা। সুশীলা ভাল আছে, পটলার আজ ক'দিন জ্বর। ...বাবা!

উমাচরণ। তুমি বাড়ী যাও; আমি একটু পরে যাচ্ছি! নন্দকে ব'লগে, আজ যাওয়া হবে না; আমি এলুম, আজই সব চ'লে যাবি? হ্যাঁরে, তোর মায়ের শরীর কেমন—?

বিজনবালা। মায়ের শরীর ভাল নয়; চল, বাড়ী গিয়ে ব'লছি সব কথা!

মৃত্যুঞ্জয়। দিনরাত ঘুড়ি ওড়াবে—'ফুটবল' খেলবে, কতকগুলো বদমায়েস ছেলের সঙ্গে রাত আটটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেবে,—আমি যদি একটু পড়তে ব'লে থাকি, তাতেই কি এত দোষ হ'ল? আমায় কলঙ্কের ভাগী ক'রে গেল!

শচীন। আপনি ও কথা মনে ক'রছেন কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। মনে ক'রবোনা? দশজনে আমার মুখেই তো চূণকালি দেবে! তুমি প্রথমে এসেই কি ব'ল্লে?—যাবার আগে রাত্রে আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিল?

শচীন। আমি কিছু মনে ক'রে ও কথা বলিনি।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি না হয় ভাল ছেলে, কিছু মনে করলে না। পাড়ার পাঁচ-জন আমায় কি ব'লবে? আর, চুলোয় যাক 'পাড়ার পাঁচজন'—আমি নিজেকে কি ব'লে প্রবোধ দেব? বুড়োমিনৃষে, আজ বাদে কাল গোরে যাব, একটা কচি ছেলেকে পোষ মানাতে পাল্লেম না! এখন কাকে নিয়ে সংসার ক'রবো? আমি তার ভালর জন্যে ব'কলাম, এ কথাটা বুঝতেই পাল্লে না? রাগ ক'রে দুদিন তোমার কাছে গেল,

কি বিজনের শ্বশুরবাড়ী গেল, তাও বোঝা যায়,—একেবারে জাহাজে সাউথ আমেরিকা!

শচীন। আপনি চুপ করুন! আজকার ছেলে সব ওই রকম Over-sensitive, adventurer! আমার কথা কি একবারও মনে ক'রেছিল? তার দিদিমার কথা মনে ক'রেছে? এই বিজন তো তাকে ছেলেবেলা থেকে মায়ের মত ক'রে মানুষ ক'রেছে, বিজনের কথা একবার ভেবেছে? ওই উমোচরণ-খুড়ো যা ব'লেছেন, ও সব ছেলে বারমুখো—ওরা ঘরের নয়! দেশের চেয়ে বিদেশ ভালবাসে! আপনি ওর কথা আর ভাববেন না—ওর কথায় দরকার নেই; আপনি অন্য কথা ব'লুন!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি তো উপদেশ দিলে,—ওর কথা ভাববেন না! আমি না ভেবে থাকি কি ক'রে বল'তো? তুমি এখনো ছেলেমানুষ, লেখাপড়া জানো, একটা পণ্ডিত লোক, পাঁচটা কাজকর্ম্মে জড়িয়ে আছ, মনের জোর আছে! আমরা দু'জন এই পনের বছর ধরে তার কথা ছাড়া আর কোন কথাই যে ভাবিনি,—এখন অন্য কথা ভাবি কি ক'রে!

সুবর্ণলতা। বাবা, তোমার অতুলকে পেয়ে আমি আমার জগদ্ধাত্রীর শোক চাপা দিয়েছি।

শচীন। বুঝতে পাচ্ছি সব; কিন্তু উপায় কি বলুন? সহ্য করা ছাড়া আর কি উপায় আছে! তেরো বছর আগে যেদিন আমি একা খোকাকে নিয়ে ফিরে এলুম, আপনাদের মেয়ে বাড়ীতে এল না, সে দিনটার কথা মনে ক'রে দেখুন দেখি? সেদিনও মনে হয়েছিল—কেমন ক'রে থাকবো, কেমন ক'রে বাঁচবো! সেদিন চলে গেছে—আমিও বেঁচে আছি, আপনারাও বেঁচে আছেন! আজকের

দিনও কাটবে! আপনাদের মেয়ের যাওয়ার তুলনায় এর যাওয়া তো অনেক ভাল। অতুলের সম্বন্ধে আমরা আশা ক'রতে পারি, আমার অতুলও একদিন মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশে ফিরবে! আমি তো এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকবো। আপনারা তাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন—আপনাদের আশীর্ব্বাদে তার ভালই হবে!

মৃত্যুঞ্জয়। সে ফিরে আসবে? তুমি আমাদের প্রবোধ দিচ্ছ—না, এই তোমার বিশ্বাস?

শচীন। এই আমার আশা। তবে এই আশাই একদিন বিশ্বাসে পরিণত হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। জগদ্ধাত্রী আবার আসতে পারে? তুমি আশা কর?

শচীন। না। তবে আমার বিশ্বাস, পরলোকে তার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি পরলোক বিশ্বাস কর?

শচীন। আপনিও করেন। হিন্দুমাত্রই পরলোকে বিশ্বাসী। আপনি না করুন, আপনার ভাইবন্ধু আজো তর্পণ করে—পিতৃশ্রাদ্ধ করে! আচ্ছা—যতদিন অতুল আপনাদের কাছে ফিরে না আসে, ততদিন আমি ছেলেবেলাকার মত আবার এখানেই থাকবো। আপনারা আমায় নিয়ে বুক বাঁধুন—আমায় নিয়ে সংসার করুন। আপনি একেবারে ভেঙে প'ড়েছেন! উঠুন, এখনো খাওয়াদাওয়া করেননি বোধ হয়। মা, চলুন—বাড়ীর ভিতর চলুন; আর দেরী ক'রবেন না, খাবার দিতে বলুন—উঠুন!

মৃত্যুঞ্জয়। (উঠিয়া) উমোচরণ, এখন বাড়ী যাবিতো?

উমাচরণ। হ্যাঁ। শচীন বাবাজি রয়েছে, ভাবনা কি দাদা! ও একটা বিলিব্যবস্থা ক'রবেই। আমি আবার ওবেলা আসবো; বৌঠাকরুণ যাও, বাড়ীর ভিতরে যাও!

(মৃত্যুঞ্জয়, স্বর্ণলতা ও শচীনের প্রস্থান)

বিজনবালা। তুমি বাড়ী চল বাবা—আর দেরী ক'রোনা!

উমাচরণ। তুই যা মা! আমি শচীন বাবাজির সঙ্গে দু'টো কথা ব'লেই যাচ্ছি।

বিজনবালা। বেলা বারোটা বেজে গেছে!

উমাচরণ। আমাদের কি আর বারোটা একটা আছে মা, আমরা যে যাত্রাওয়ালা! তুই যা, আমি যাচ্ছি!

[বিজনের প্রস্থান।

[উমাচরণ পকেট হইতে একটী বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল; তারপর গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল]

উমাচরণ। আঃ হরি, হরি—

"এ মায়াপ্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ মঞ্চমাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি, যারে যা সাজান
সে তাই সাজে।"

(শচীনের প্রবেশ)

শচীন। খুড়ো, এখনো যাওনি?

উমাচরণ। না—তোমায় দু'টো কথা ব'লবো বাবাজি!

শচীন। কি কথা?

উমাচরণ। তোমার খুব মনের জোর বাবা! এ রকম মনের জোর আমি, তোমার মত ছেলেছোকরাদের ভিতর দেখিনি।

শচীন। তোমাদের ওখানে গিয়ে নন্দর সঙ্গে দেখা ক'রবো'খন। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে নন্দ-বিজন যেন চ'লে না যায়—।

(শচীন একটী সুটকেশ খুলিয়া একটা বাণ্ডিল বাহির করিলেন)

উমাচরণ। ও সব কি বাবা ?

শচীন। চারটে সিল্কের শার্ট, অতুলের জন্যে অর্ডার দেওয়া ছিল—তোমার পটলাকে দিও।

উমাচরণ। তোমার খুব মনের জোর বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, বেঁচে থাক—উন্নতি কর! তোমার কথাই ফ'লবে বাবা—তোমার অতুল খুব উন্নতি ক'রে দেশে ফিরবে!

শচীন। তাই আশীর্ব্বাদ কর খুড়ো! আমিও মানুষ—মনে আমারও কষ্ট হয়! মাঝে মাঝে মনে হয়, কার জন্যে পরিশ্রম কচ্ছি? আবার মনকে বোঝাই, হাউ হাউ ক'রলেও লোকে পাগল বলবে—চুপ্ চাপ্ কাজকর্ম্ম করি! আচ্ছা খুড়ো, ওবেলা তোমাদের ওখানে যাবোখন!

[শচীনের প্রস্থান।

উমাচরণ একা দাঁড়াইয়া তার প্রাণে পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যের গানের সুর গুঞ্জরিত হইতেছিল—সে গাহিল—

"যার যখন হ'তেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমি অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা, আর তখন সে কারো নয়
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্রকন্যার কাতর বিনয়
মানে না কারো অনুনয়—চ'লে যায় সাজ সজ্জা ত্যজে।"

চতুর্থ অঙ্ক

বিষ্কম্ভক

(পদ্মার ধারে একজন গায়ক গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে)

গান

এপারে পদ্মা—ওপারে পদ্মা
কোথায় বাড়ী ঘর
মাঝ্‌খানে ওই ধূ ধূ করে
মহামায়ার চর !
রাতের বেলায় তাল বেতালে
নাচে ভয়ঙ্কর !!
ডাকিনী হাঁকিনী হাঁকে,
শিয়াল শকুণ ঝাঁকে ঝাঁকে
শুন্‌তে আসে, শ্মশানকালী
মাভৈঃ, মাভৈঃ স্বর
হেথায় এলে, সবাই ভালো
কোথায় বাড়ী ঘর
কে আমার আপন ছিল, কেবা—ছিল পর ॥

[গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল

[দৃশ্য—প্রথম অঙ্কের সেই ঘর—প্রায় সেই রকমই সাজানো। দুইএকটি "ফার্ণিচার" বদলাইয়া হাল ফ্যাসানের ফার্ণিচার আসিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর আরো তেরো বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মাথার চুল আর একটীও কাঁচা নাই। অন্য পরিবর্ত্তন বুঝিবার উপায় নাই। দুইজন

লোক তাঁহার কাছে বসিয়া আছে; তাহাদের সঙ্গে কাজের কথা হইতেছে। বেলা চারিটা—লোকদুটীর মধ্যে একজন স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসের চাপরাশী। —নাম দুখীরাম। আর একজন বিজনবালার পুত্র পটলা, এখন বি-এল পাশ করিয়া উকিল হইয়াছে, তাহার ভাল নাম—হেরম্ব। মৃত্যুঞ্জয়বাবু এখন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির "চেয়ারম্যান"। সংসার যেমন চলিয়া থাকে তেমনই চলিতেছে।]

মৃত্যুঞ্জয়। (কাগজ দিয়া) যা—নিয়ে যা!

দুখীরাম। এই চিঠি ক'খানা—!

মৃত্যুঞ্জয়। এ আবার কিসের চিঠি? —'মিটিং'?

দুখীরাম। হ্যাঁ বাবু—কাউন্সেলারদের নামে।

মৃত্যুঞ্জয়। জ্বালালে! এগুলো তো "ভাইস"বাবু সই ক'রতে পারতেন!

হেরম্ব। তাই কি হয় স্যর্, আপনি চেয়ারম্যান!

মৃত্যুঞ্জয়। 'চেয়ারম্যানের' খুব মান, কি বল হেরম্ব?

হেরম্ব। নইলে এতগুলো লোক—শুধু শুধু আপনার কাছে আসে?

মৃত্যুঞ্জয়। দুখীরাম, তুই কি বলিস?—এখানকার লোকেরা আমায় খুব মানে, কেমন?

দুখীরাম। মানে না আবার! আপনাকে মানবেনা তো কাকে মানবে? আপনি চেয়ারম্যান, রায়সাহেব, স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। আপনি সব্বার উপর!

মৃত্যুঞ্জয়। আজকাল অবিনাশ নাকি খুব বুক ফুলিয়ে বেড়ায়?—উল্টো-ডিঙিতে বড় আড়ৎ করেছে! স্কুলে কত চাঁদা দিয়েছে—হেরম্ব?

হেরম্ব। আরে—রাম রাম, মোটে সাড়ে তিনশো টাকা! আপনি কত দেবেন স্যর্—বলুন, লিখে নিই!

মৃত্যুঞ্জয়। শচীন বাড়ী আস্থক, আজ নয়; তুমি কাল সকালে এস।

হেরম্ব। আপনি এবার রায়বাহাদুর হ'ন স্তর, নইলে আর ভালো দেখায় না। কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। কেন বাবু, রায়সাহেব মন্দটা কিসে?

হেরম্ব। আরে দূর দূর—কিসে আর কিসে! "রায়সাহেব" উপাধি আজকাল ষ্টেশনমাষ্টারদের দেয়! অন্যদেশ হ'লে শুধু ওই "কনকচাঁপা" তেলের জন্য আপনাকে "স্তর্" উপাধি দিত!

মৃত্যুঞ্জয়। ওটার জন্য আমার বাহাদুরি কিছু নেই, আবিষ্কার ক'রেছে শচীন! "ফরমুলা" ওর। বাজার একচেটে ক'রে ফেলেছে, কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। তা আর ক'রবে না বাবু? কি তেল—যেমন রঙ্, তেমনি গন্ধ!

মৃত্যুঞ্জয়। শচীনের মত ছেলে আর হয় না, কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। আজ্ঞে—হ্যাঁ বাবু! আপনি সই ক'রে দিন—আমার আবার বাবুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিঠি দিয়ে আসতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়। তুই যে দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলি! —দাঁড়া। হেরম্ব, তুমি আজকাল মাষ্টারি করনা বুঝি?

হেরম্ব। না, এখন তো ওকালতি ক'রছি।

মৃত্যুঞ্জয়। ওকালতি যদি ক'রতেই হয়, হাইকোর্টে করাই ভাল—কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু; লোকে কথায় বলে—হাই কোর্টের উকীল!

মৃত্যুঞ্জয়। খুব মান—কি বলিস?

দুখীরাম। খুব মান!

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি এক কাজ ক'রতে পার হেরম্ব? —দু'দিনে লাল হয়ে যাবে!

হেরম্ব। কি কাজ বলুন তো?

মৃত্যুঞ্জয়। কাউকে ব'লনা। চুপি চুপি গিয়ে কালীঘাটে একখানা চপ-কাটলেটের দোকান খোল!

হেরম্ব। কালীঘাটে চপ-কাটলেটের দোকান!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি তোমায় মতলব বাত্‌লে দিচ্ছি, শোন। খুব ভাল সাইন বোড আর্টিষ্টকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে—বেশ বড় বড় অক্ষরে সাইন বোর্ড—"মা-কালীর সম্মুখে সদ্যচ্ছিন্ন ছাগমাংসে প্রস্তুত সুপবিত্র চপ ও কাটলেট! স্বহস্তে পাচককর্ত্তা—শ্রীহেরম্ব মুখোপাধ্যায় এম-এ. বি-এল. উকিল "হাইকোর্ট"।

হেরম্ব। বলেন কি?

মৃত্যুঞ্জয়। দু'দিনে লাল হ'য়ে যাবে হে! ক'লকাতায় বাড়ী ক'রবে, মোটর চ'ড়বে—। শচীনের "কনকচাঁপা" খুব চ'লছে—নইলে আমি শচীনকেই ব'লতুম। গিরিশ চক্কোত্তি লাল হ'য়ে গেল! তার দোকান সিমলেয়, আর এ কালীঘাট—জায়গা কি! মতলব আমার মাথায় খুব খেলে, কি বলিস দুখীরাম!

দুখীরাম। হ্যাঁ বাবু, আপনার মাথায় সব—নতুন নতুন ফন্দী!

মৃত্যুঞ্জয়। আরে—ফন্দীবাজ না হ'লে আজকের দিনে টাকা রোজগার হয়? তুমি আর দেরী ক'রোনা হেরম্ব! কালপরশুর ভেতর পাঁজি দেখে একটা ভাল দিন ঠিক্ ক'রে আরম্ভ কর।

হেরম্ব। আজকের মিটীংএর কথাটা মনে আছে তো?

মৃত্যুঞ্জয়। মিটীং তো পরশু?

হেরম্ব। সে তো আপনার মিউনিসিপ্যাল মিটীং—আজ "ষ্টুডেন্স লাইব্রেরী"তে ছেলেদের "সাহিত্যসভার" প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনে আপনি যে সভাপতি।

মৃত্যুঞ্জয়। আমাকে ছাড়া কি তোমাদের কোন কাজ হবে না বাবা?—কখন মিটীং?

হেরম্ব। রাত আটটায়!

মৃত্যুঞ্জয়। কি সম্বন্ধে ব'লতে হবে?

হেরম্ব। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ!

মৃত্যুঞ্জয়। বাংলাসাহিত্যের নবযুগ?—ব্যাপারখানা কি? এর আগে কতগুলো যুগ হয়ে গেছে?

হেরম্ব। সে আপনি যা ব'লবেন, তাই; আপনার মুখ থেকেই লোকে শুনতে চায়।

মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক ঠিক—হেরম্ব খুব বুদ্ধিমান! বেশ ব'লেছ—খাসা বুদ্ধি! কি বলিস দুখীরাম?

দুখীরাম। হ্যাঁ বাবু। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল!

মৃত্যুঞ্জয়। একটু ব'স হেরম্ব—দুখীরামটাকে বিদেয় করি। (কতকগুলি চিঠি সই করিয়া) এই নে!

দুখীরাম। (লইল) বাবু—!

মৃত্যুঞ্জয়। বলনা?—আর লজ্জা কেন?

দুখীরাম। ছোট ছেলেটার বড় অসুখ, একটা "ডি, গুপ্ত" কিনতে হবে—দু'টো টাকা!

মৃত্যুঞ্জয়। টাকা আমার ভারি সস্তা কিনা? টাকা আমি আর কাউকে দেবনা—একটী পয়সাও না!

দুখীরাম। মাইনের বিল তো আপনিই পাশ ক'রবেন, সেই সময় কেটে নেবেন।

মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক "ডি গুপ্ত" কিনবি তো ?

দুখীরাম। "ডি গুপ্ত" কিনবো বই কি ?

মৃত্যুঞ্জয়। খুব অসুখ—ডিঃ গুপ্ত—এক ওষুধে তিন পুরুষ লাল—কি বলিস দুখীরাম ?

দুখীরাম। আজ্ঞে—হ্যাঁ।

মৃত্যুঞ্জয়। দেখিস, যেন নিবারণ ডাক্তারকে ডাকিস নে—একটু জল পড়া দেবে আর গালে চড় মেরে দুটো টাকা নেবে !

দুখীরাম। আমার বাড়ীতে বাবু জলপড়ায় কিছু হয় না—ঝাঁঝালো ওষুধ চাই ! দিন—

মৃত্যুঞ্জয়। এই নে ! (টাকা দিলেন) মাস কাবারে মনে করিয়ে দিবি—বুঝলি ?

দুখীরাম। হ্যাঁ—তা দেব বই কি ! তাহ'লে এখন আসি বাবু !

[প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয়। গেল দুটো টাকা—। ও আর শোধ দিয়েছে ! কি বল হেরম্ব ?

হেরম্ব। যাদের শোধ দেবার ইচ্ছে থাকে, তারা বড় একটা ধার করেনা।

মৃত্যুঞ্জয়। ছেলেরা আমায় প্রেসিডেন্ট ক'রেছে—কি প'রে যাই ব'লতো হেরম্ব ? স্যুট প'রবো ?

হেরম্ব। আপনি যা প'রবেন, তাই মানাবে !

মৃত্যুঞ্জয়। সেইজন্যেই তো তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কোন্ পোষাকে আমায় বেশী মানাবে ?

হেরম্ব। আজকাল "ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট" খুব চ'লছে, স্কুলের ছেলেদের "সাহিত্যসভা", বিশেষ, পূজোর ছুটির আগে—আপনি ধুতিচাদরই নিন।

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—গলাটায় একটা 'মাফলার' জড়িয়ে নেব ?

হেরম্ব। ধুতিচাদরের সঙ্গে 'মাফলার' মানাবে কেন ?

মৃত্যুঞ্জয়। নতুন হবে—ষ্টাইল হবে! বড় হ'তে হ'লে একটা নিজস্ব ষ্টাইল থাকা দরকার—বুঝলে ? শুধু ধুতিচাদর তো সবাই পরে!

হেরম্ব। আমি তাহ'লে এখন উঠি—ছেলেরা ঠিক আটটায় গাড়ী নিয়ে আসবে।

মৃত্যুঞ্জয়। শোন শোন, সভাপতি তো ক'চ্ছ—কিছু 'লোকুতো' করা দরকার তো ?

হেরম্ব। তা দিতে হবে বই কি! আপনার যা মানসম্ভ্রম, তাতে—

মৃত্যুঞ্জয়। কত দিলে খারাপ দেখায় না; খুব বেশী দেওয়াটা কিছু নয়—কি বল ?

হেরম্ব। তা, বেশী দেওয়ায় দোষ কি ?

মৃত্যুঞ্জয়। বেশী দেওয়ায় দোষ নেই ?—খুব দোষ ? লোকে মনে ক'রবে—টাকার গুমোর, টাকা দেখাচ্ছে, আর যেন কারো টাকা নেই!

হেরম্ব। তাই বলে কি খুব কম দেবেন ? সেইটেই কি ভাল ? আপনার যা ষ্টাইল, সেই ষ্টাইলে যা মানায়—।

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—শচীন আসুক ; আজ তো আসবার কথা আছে।... হ্যাঁরে—তোর দাদামশায়ের খবর টবর পেলি ? বেঁচে আছে তো—?

হেরম্ব। মা তো ব'লছিল—"কুশপুত্তুর" ক'রবে!

মৃত্যুঞ্জয়। না না, "কুশপুত্তুর" করিসনে—সে চট ক'রে ম'রবে না! তোর মাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি!

হেরম্ব। মা বোধ হয় বাড়ীর ভিতর দিদিমার কাছে এসেছে—।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর বাবা "লাইফ ইন্সিওর" করেনি—না?

হেরম্ব। না। মফঃস্বলের জমিদারের বাড়ীর কাজ—সেখানে কি আর কেউ "লাইফ ইন্সিওর" করে?

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় একটু লেখাপড়া শিখিয়ে গেছে, এই যা। যাক্, তবু মাতামহর ভিটেটা ছিল, তাই মাথা গুঁজে আছ!

হেরম্ব। তাতো বটেই! পৈতৃক বাড়ী তো এমন জায়গায়, সেখানে থেকে এক পয়সাও উপার্জ্জন হয় না।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর ছোটমাসীর খবর কি?

হেরম্ব। তাদের অবস্থা খুব ভাল! মেসোমশা'র চারটে ধানের কল, চালানি কারবার, তেজারতি মহাজনি, বাজারে গোলদার দোকান—বেশ ভাল অবস্থা!

মৃত্যুঞ্জয়। বেশ গেরস্ত লোক! ··· তোর মায়ের হাতে নগদ টাকাকড়ি কিছু নেই?

হেরম্ব। যা ছিল, সুশীলার বিয়ের সময় বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয়। তোর মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, অতুলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়। খবরের কাগজে টাগজে ওর কোনো খবর পাস্?

হেরম্ব। অতুলের—? না—সে তো ব্রেজিলে আছে!

মৃত্যুঞ্জয়। তোর দাদামশাই তার মাথাটা খেয়ে গেছে। এদানি রাতদিন এখানেই থাকতো, আর কাণে 'ছিটে মন্তর' ঝাড়তো—!

[দরিদ্রবেশে উমাচরণের প্রবেশ। সে গান ধরিয়াই আসিল।
তার মুখের দাড়ি, মাথার চুল সাদা !]

গান

গা তোল, গা তোল !
বাঁধ মা কুন্তল,
মা তোর, পাষাণী ঈশানী—
ঐ এল ল'য়ে যুগল শিশু কোলে
(জননী গো !) মা কই, মা কই বোলে,
ডাকছে রে তোর শশধরবদনী !
ওমা তোমার তারা,
চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্রদর্পহরা—
চন্দ্রাননী !
এমন রূপ দেখি নাই কারো,
(রাণি গো) মনের অন্ধকার—
হরণ করে মা তোর হরমনমোহিনী।

[বাড়ীর ভিতর হইতে স্বর্ণলতা ও বিধবার বেশে বিজনবালা
প্রবেশ করিলনে।]

মৃত্যুঞ্জয়। বৈরাগী ঠাকুর, আজকালকার বৈরাগীরা এ-সব পুরোনো আগমনী গায় নাকি ?

স্বর্ণলতা। বৈরাগী না তোমার মাথা ! গলা শুনেও বুঝতে পারলে না ?

মৃত্যুঞ্জয়। কে—ব'লতো ?

স্বর্ণলতা। চরণ-ঠাকুরপো !

মৃত্যুঞ্জয়। এ্যাঁ—উমোচরণ, তোর এ দশা হয়েছে ? ওয়ারেণ্ট বার ক'রেছে বুঝি ?

উমাচরণ। না—ওয়ারেণ্ট নয়, ওয়ারেণ্ট নয়—সখ!

মৃত্যুঞ্জয়। সখ? তা এতদিন কোথায় ছিলি?

উমাচরণ। বোম্বাই গিয়েছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। বোম্বাই? সেখানে কি ক'রতিস?

উমাচরণ। আজকাল 'ফিলিম্' হয়েছে, শুনেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। বায়োস্কোপ?

উমাচরণ। হ্যাঁ—দেখেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। না। সেখানে তুই কি ক'রতিস?

উমাচরণ। 'এ্যাক্টিং' ক'রতাম!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই—?

উমাচরণ। নিশ্চয়ই!—বিদ্যেটা জানা আছে, চুপ ক'রে কি আর বসে থাকতে পারি? সে ভারি মজার 'এ্যাক্টিং' দাদা!

মৃত্যুঞ্জয়। কি রকম, কি রকম?

উমাচরণ। পার্ট মুখস্থ ক'রতে হয় না, শুধু হাতমুখ-নাড়া। উঃ—অনেক টাকা দিত।

মৃত্যুঞ্জয়। টাকা কি ক'রলি?

উমাচরণ। তুমি তো জান দাদা, আমার কুষ্ঠির ফল—রোজগার হবে, ভোগে আসবে না! বাড়ী আসছিলাম, ছ'হাজার টাকা জমিয়েছিলাম—ব্যাগভর্ত্তি নোট, টাকা! ওঃ—যদি 'সেকেন ক্লাসে' আসতাম, দিষ্টিকিপ্পন মানুষ তো?—'থার্ড ক্লাসের' টিকিট কিনেছি, ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে; সকালে আসানসোলে ঘুম থেকে উঠে দেখি—ব্যস!

মৃত্যুঞ্জয়। ছ'হাজার টাকা গেল!

উমাচরণ। গেল বই কি! শুধু তাই?—সঙ্গে সঙ্গে টিকিটখানাও খুঁজে পেলাম না!

মৃত্যুঞ্জয়। পুলিশে খবর দিলিনে কেন?

উমাচরণ। আমার আর পুলিশ ডাকতে হল না, "টিকিট কালেক্টার"ই "উইদাউট" টিকিটে ট্রাভ্‌ল করার জন্যে পুলিশের হাতে দিলে! হাজতে নিয়ে যাচ্ছিল, হাতে পায়ে ধ'রে নিস্কৃতি পেয়েছি!

মৃত্যুঞ্জয়। তারপর?

উমাচরণ। তারপর আর কি? আসানসোল ইষ্টিসেন 'কম্পাউণ্ড' পেরিয়ে যখন বাইরে এলাম, তখন দেখি পকেটে সাড়ে তের আনা পয়সা! মাড়োয়ারির দোকান থেকে দশ পয়সার গরম জিলিপি কিনে খেলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। বলিস কি?—দু'হাজার টাকা গেল! তুই বাড়িয়ে ব'লছিস! তুই দু'হাজার টাকা জমিয়েছিলি উঁঃ মিছে কথা বল্‌ছিস্!

উমাচরণ। ঐখানেই অন্যায় হ'য়েছিল দাদা! সেইজন্যেই তো একেবারে দশ পয়সার গরম জিলিপি খেলাম। আর মনকে ব'ল্লাম—"আত্মারাম, আর পড়া বুলি পড়োনা—অন্য বুলি ধর"। আজ ছ'মাস বৈরাগী হ'য়েছি। ··· তুমি তো ঠিক আছ দাদা!

মৃত্যুঞ্জয়। হুঁ—still going strong!

উমাচরণ। জানি-ওয়াকার? আমি জানি দাদা—জানি; বোম্বেতে খেতাম—খাশা জিনিষ! বোম্বে গিয়ে একেবারে ভোল ব'দলে ফেলেছিলাম দাদা! সাইবি পোষাক প'রতাম—ছবিগুলো যে ব্যাগে ছিল, প্রমাণ দিতে পারছিনে!

(বিজন আসিয়া প্রণাম করিল)

উমাচরণ। এ মেয়েটি কে দাদা ?

স্বর্ণলতা। চিনতে পারছ না, ঠাকুর-পো ?

বিজনবালা। বাবা—আমি !

উমাচরণ। বিজন—?

(হেরম্ব প্রণাম করিল)

উমাচরণ। এটা কে—অতুল ?

মৃত্যুঞ্জয়। না—না, অতুল তো সেই তুই থাক্‌তে কোথায় গেছে—আর ফেরেনি।

বিজনবালা। এ তোমার পটলা।

উমাচরণ। পটলা ? তাই তো, তুই যে একেবারে "জেণ্টল্‌ম্যান্" হ'য়ে প'ড়েছিস ? চেনবার উপায় নেই !

হেরম্ব। তোমাকেই বা কোন্ চিনবার উপায় আছে— ?

উমাচরণ। তাইতো, তা তোরা এখানে কেন ? তোরা তো দিনাজপুর ছিলি। কবে এলি ? তোর বাপ কোথায় ?

হেরম্ব। বুঝতে পাচ্ছ না ?—মায়ের পরণে থানকাপড় !

(বিজন চোখে কাপড় দিল)

উমাচরণ। তাইতো, থান কাপড়ই তো বটে ! এঁ্যা—নন্দটা ফাঁকি দিলে ? আমায় ফাঁকি দিলে ! উঃ—কি অন্যায় দেখতো দাদা ! ... হ্যাঁরে বিজন, তোর মা বেঁচে আছে ?

স্বর্ণলতা। তাই কখনো থাকে ? তুমি কি অবস্থায় ফেলে গিয়ে ছিলে ?

উমাচরণ। উঃ, খুব কষ্ট পেয়ে ম'রেছে—না ?

বিজনবালা। না—কষ্ট পাননি ; সময় মত আমি এসে প'ড়েছিলাম।

উমাচরণ। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বিষাদ ঝাড়িয়া ফেলিল) যাক যাক—কি আর হবে! হাঁ্যারে—তোর ছোট বোনটা আছে তো?

বিজনবালা। তা'রা বেশ আছে—ভালই আছে।

উমাচরণ। মাছভাত খাচ্ছে তো?

বিজনবালা। তা খাচ্ছে—।

উমাচরণ। (আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি চিন্তা করিল) তা বার বচ্ছর পরে দেশে ফিরলুম, তুইএকটা যাবে বৈ কি—কি বল দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। তাতো বটেই! (স্ত্রীর প্রতি) শুনছো?—ভাল দেখে শার্ট একটা, আর সেই 'ফ্যান্সি মাফলার'টা পাঠিয়ে দিও তো!

স্বর্ণলতা। কোথাও বেরুবে নাকি?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যা—ইস্কুলের ছেলেরা আমায় সভাপতি ক'রেছে যে; এখনি গাড়ী নিয়ে আসবে। কটা বাজলো হেরম্ব?

হেরম্ব। সাড়ে ছ'টা—আটটায় আসবে।

মৃত্যুঞ্জয়। বিষয়টা হ'চ্ছে "বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য"—কেমন?

হেরম্ব। হাঁ্যা—!

বিজনবালা। চল বাবা, বাড়ী চল!

উমাচরণ। দাদা-বৌঠাকরুণের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি?—কত দিন পরে দেখা!

স্বর্ণলতা। একটু চা খাবে নাকি ঠাকুর-পো?

উমাচরণ। না—এসেই ব্রতভঙ্গ ক'রবো? চা কাল সকালে খাব—আজ একটু তামাক খাই। রঘু আছে?—রঘু!

(তামাক লইয়া বৃদ্ধ রঘুর প্রবেশ)

রঘু। আছি বই কি বাবু—এই তামাক খান। বুড়োরা ঠিক বেঁচে থাকে—যারা যাবার, তারাই যায়! যমরাজ তো বেছে মানুষ নেয়না—।

মৃত্যুঞ্জয়। তুমি থাম-থাম—তোমার আর যমরাজের সমালোচনা ক'রতে হবে না।

[রঘুর প্রস্থান।

স্বর্ণলতা। আয় বিজন, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসি; বাপকে সঙ্গে নিয়ে যাবি—

বিজনবালা। বাবা, তামাক খেয়েই যেতে হবে কিন্তু—বেশী দেরী ক'রোনা! হেরম্ব—

হেরম্ব। আমি একটু স্কুলের দিকে যাই—ছেলেগুলো আমার মুখ চেয়ে বসে আছে—।

উমাচরণ। ছোকরা লেখাপড়া শিখেছে বুঝি!

বিজনবালা। তা শিখেছে বাবা! তোমার জামাই ঐটী ক'রে গেছেন—ছেলে মানুষ ক'রেছেন। তোমার পটলা এখন উকিল—।

উমাচরণ। বলিস কিরে—পটলা উকিল? আর পটলার দাদামশায়—"যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল!"

হেরম্ব। ওই উকিলই হ'য়েছি দাদামশায়, পসার হয়নি—কেউ ডাকেনা।

উমাচরণ। ডাকবে—ডাকবে দাদা ডাকবে। আসল কথা—বিদ্যে! বিদ্যে থাকলে একদিন ঠিক ডাকবে! (মুগ্ধ দৃষ্টিতে হেরম্বকে দেখিয়া) আরে—তুই তো দিব্বিটি হ'য়েছিস পটলা! আমি যখন তোকে

দেখি, গলাসরু পেটমোটা—যেন হ্রস্বইকারের মত চেহারা! এখন তো বেশ হ'য়েছিস—ঠিক যেন "বিলমোরিয়া"!

হেরম্ব। বিলমোরিয়াকে তুমি চেন নাকি?

উমাচরণ। চিনবো না? এক সঙ্গে এ্যাক্ট ক'রেছি—কি যে বলে!

হেরম্ব। এক সঙ্গে এ্যাক্টিং ক'রেছ? "তুফান মেলে" কি সেজেছিলে?

উমাচরণ। বিলমোরিয়ার ঠাকুরদা—!

হেরম্ব। "তুফান মেলে" আবার বিলমোরিয়ার ঠাকুরদা কোথায়?

উমাচরণ। আগে ছিল—"এডিটিঙে" কেটে দেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। 'এ্যাক্টিং' আবার কাটবে কিরে হতভাগা?

উমাচরণ। কাটে—ও তুমি বুঝবে না দাদা! "মতিরায়ের যাত্রা" নয়, এর নাম "ফিল্ম এ্যাক্টিং"—এ কাটে, জোড়ে; কেবল কেটে জোড়া দেয়!

হেরম্ব। শুনলে মা, তোমার বাবা এমন এ্যাক্টিং ক'রেছেন যে, এডিটার সব কেটে বাদ দেছে!

উমাচরণ। তাই তো, পট্‌লাটা তো খুব উতরে গেছে! আমি ভেবেছিলাম, তোমার অতুল লায়েক হবে—আর পট্‌লাটা প'টকে যাবে, 'থার্ডক্লাস' পেরুবে না!

মৃত্যুঞ্জয়। (স্ত্রীর প্রতি) তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকোনা: ভাল-ইস্তিরি শার্ট, সিল্কের মাফলার, শালের টুপী, আর একখানা ঢাকাই উড়্‌নি—

হেরম্ব। বেশ মানাবে! আমি চল্লাম—। দাদামশায়, আর যেন বেরিয়ে প'ড়োনা। মা, তোমার বাবাকে বাড়ী নিয়ে যেও। ঠিক আটটায় ছেলেদের আসবার সময়। বর্ত্তমান "বাংলাসাহিত্য"—President election, just at 8-30 P.M. and then meeting

at 9 P.M. sharp, আমি ইস্কুলে ফুলের মালাটালাগুলো এল কিনা দেখি।

[হেরম্বের প্রস্থান।

সুবর্ণলতা। আয়রে বিজন! ঠাকুরপোকে কি খেতে দিবি রাত্তিরে? সন্নিসি মোহন্ত মানুষ, একটু গাওয়া ঘি নিয়ে যা!

বিজনবালা। যাই—জ্যেঠাইমা! বাবা, দেরী ক'রোনা—

(সুবর্ণলতা ও বিজনবালার বাড়ীর ভিতরে গমন)

উমাচরণ। দাদা, সংসার বড় মজার জায়গা! সেই আমি, সেই তুমি, সেই বৌঠাকরুণ, সেই বিজন—অথচ কিছুই কিছু নয়! বিজের ছেলে পটলা কিনা ইংরিজিতে কথা কয়—9 P. M. sharp!

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ— ; (উমাচরণকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া মনোযোগ দিয়া লিখিতে লাগিলেন)

উমাচরণ। ও আবার কি?

মৃত্যুঞ্জয়। কিছু-না কিছু-না! তোর নাতি এসে ধ'রলো, নইলে আমার আর কি?

উমাচরণ। বুঝলে দাদা, প্রায় সব ঠিক ক'রে এনেছিলাম, শেষরক্ষে করাই মুস্কিল! আবার লাগতে হবে। কাল যাই একবার টালি-গঞ্জের দিকে—।

মৃত্যুঞ্জয়। টালিগঞ্জ কেনরে? "রেস" খেলবি নাকি?

উমাচরণ। হ্যাঁ, ও একরকম "রেসখেলা"ই বটে! শুনছি, আজকাল "বাংলা টকি" হ'চ্ছে; হাজার হোক, গলাটা তো এখনো আছে; বিদ্যেটা জানি।

মৃত্যুঞ্জয়। তুই একটু চুপ কর বাপু, আমি একটু "বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য" সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে নিই।

উমাচরণ। ও চিন্তাটিন্তা ক'রলে হবে না দাদা—টাকা চাই!

মৃত্যুঞ্জয়। তুই টাকা কি ক'রবি? সন্নিসি-মোহন্ত মানুষ—!

উমাচরণ। সন্নিসি আর থাকতে দিল কই? বউটা গেছে গেছে, কি আর ক'রবো? ওতো ম'রেই ছিল—জামাইবেটার আক্কেল দেখ দেখি—ফাঁকি দিয়ে পালাল? আমার বিজন থান কাপড় প'রে, স্বামীর ভিটেয় জায়গা হ'লনা; বুঝি তো সব?—ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কুঁড়েয় এসে উঠেছে; পটলাটা লেখাপড়া শিখেছে বটে—রোজগার তো তেমন হ'চ্ছে না। আর সন্নিসি হওয়া চলে?—তুমিই বল দাদা! কাল থেকেই আবার জোয়াল কাঁধে ক'রতে হবে—।

মৃত্যুঞ্জয়। তা করিস্—করিস্, এখন একটু থাম্!

উমাচরণ। তুমি আবাব এসব চঙ্ ধর'লে কেন? তোমায় 'সভাপতি' ক'রেছে?

মৃত্যুঞ্জয়। পটলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্—আমার আজকাল খুব মান, বুঝলি?

উমাচরণ। খুব মান?

মৃত্যুঞ্জয়। হুঁ—; "স্কুল কমিটি"র প্রেসিডেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান; আবার ব'লছে—"অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট" হও!

উমাচরণ। তা হ'লে তুমিই তো একটা চাকরী ক'রে দিতে পার!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—ওসব কথা পরে হবে। আমি এখন "বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য" নিয়ে বড়ই মুস্কিলে প'ড়েছি; মস্ত বড় নামডাক—মানটা বজায় রাখতে হবে তো!

উমাচরণ। শচীন বাবাজি—

মৃত্যুঞ্জয়। আছে আছে—ভালই আছে!

(চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন)

উমাচরণ। মায়ের আর কোন সন্ধান পাওনি?

মৃত্যুঞ্জয়। সে সব ঠিক আছে, তুই চুপ কর। আমি চিন্তা ক'রছি—

উমাচরণ। কি ঠিক আছে? সন্ধান পেয়েছ?

মৃত্যুঞ্জয়। কার কথা ব'লছিস?

উমাচরণ। আমার মা জগদ্ধাত্রী!

মৃত্যুঞ্জয়। পাগল হ'য়েছিস নাকি? পঁচিশ বছরের উপর মারা গেছে যে, তার সন্ধান কে দেবে!

উমাচরণ। না—তাই ব'লছিলাম!

মৃত্যুঞ্জয়। আমার—এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, জগদ্ধাত্রী কোন কালেই ছিল না!

উমাচরণ। ছিল না কিগো? ছিল বই কি—দস্তুর মত ছিল!

মৃত্যুঞ্জয়। না, এক সময় যখন আমার প্রাণে স্নেহমমতা ছিল, সেই সময় মনে ক'রতাম—আমার মেয়ে আছে; আসলে মেয়ে কোন দিনই ছিল না!

উমাচরণ। এখন কি তোমার মায়ামমতা নেই দাদা—?

মৃত্যুঞ্জয়। মায়ামমতা?—না। আটাত্তর বছর বয়স্ হ'ল—এখনো মায়ামমতা? পাগল নাকি! মায়ামমতা থাকলে এতদিন কবে পটল তুলতাম! এখন নির্ভাবনায় কেবল শরীরের তোয়াজ ক'চ্ছি। খাসা আছি!

উমাচরণ। শরীরের তোয়াজ ক'চ্ছ?

মৃত্যুঞ্জয়। হুঁ ; ভোর পাঁচটায় উঠি—বেড়াতে বেরুই, রোজ চার মাইল ক'রে হাঁটি। গাওয়া ঘি খাই, খাঁটী দুধ, দিনমানে ভাত, রাত্রে লুচি। দু' আউন্স ক'রে জনিওয়াকার, হাফ্ বইল্ড্ মুরগীর ডিম! ঠিক রাত দশটায় ঘুমুই, ভোর পাঁচটায় উঠি। শরীরে কোনো রোগ নেই—। খাবি নাকি একটু জনিওয়াকার?

উমাচরণ। আজ থাক্—বড্ড প্রাণটা কেমন ক'চ্ছে দাদা! তোমার বয়স আটাত্তর, আমার বয়স সত্তর, আর পঞ্চাশ হ'তে না হ'তে জামাই-বেটা ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল?—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি একবার বিজনের মুখখানার দিকে চেয়ে দেখেছিলে—? ওই কি ওর গায়ের রঙ!

মৃত্যুঞ্জয়। আমি এখন আর কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখিনে! মুখ দেখবার দরকার হয়, একখানা বড় আয়না রেখে দিয়েছি—নিজের মুখ দেখি। তুই কাল সকালে বরং আসিস, আজ বাড়ী যা ; আমায় এখনি বেরুতে হবে।

উমাচরণ। আচ্ছা, আজ তাহ'লে উঠি!

(উঠিয়া সঙ্কোচের সঙ্গে)

উমাচরণ। দাদা—

মৃত্যুঞ্জয়। কি রে—কি?

উমাচরণ। একটা কথা ছিল—

মৃত্যুঞ্জয়। (লিখিতে লিখিতে) কাল হবে, কাল হবে।

উমাচরণ। আজই হওয়া দরকার দাদা! বারো বচ্ছর পরে ভিটেয় যাচ্ছি—পূজো এসে প'ড়েছে, মেয়ে আছে, নাতি-নাতনী আছে, একেবারে খালি হাতে যাব!

মৃত্যুঞ্জয়। তাই যা—খালি হাতেই যা!

উমাচরণ। শোন শোন, খালি হাতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। তুমি এক কাজ কর দাদা, গোটা পঁচিশেক টাকা আমায়—

মৃত্যুঞ্জয়। নবাব—! বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছিলে যে, এখন পঁচিশ টাকা নইলে ওঁর ভিটেয় পা উঠবে না! যা-যা চলে যা, টাকাকড়ি আমার নেই!

উমাচরণ। অমন কথা মুখে এনোনা দাদা! মানুষের মুখ বড় ভয়ানক, ক্ষ্যাণে অক্ষ্যাণে কথা বেরোয়! কথা ফিরিয়ে নেও!

মৃত্যুঞ্জয়। —জ্বালালে! দিলে মনটায় ধোঁকা লাগিয়ে! কথা আবার ফিরিয়ে নেব কি ক'রে?

উমাচরণ। বল,—যা ব'লেছি, সব মিথ্যে কথা; টাকা আমার যথেষ্ট আছে। তারপর, ক্যাশ বাক্স খুলে পঁচিশটে টাকা বার করে দাও।

মৃত্যুঞ্জয়। যখনি এসেছ, তখনই বুঝেছি—কিছু না খসিয়ে নড়বে না!

(বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। এ্যাঃ—মুস্কিলে ফেললে দেখছি!

উমাচরণ। কেন, কি মুস্কিল হল আবার?

মৃত্যুঞ্জয়। একশ' টাকার নোট রয়েছে যে! —তাইতো! এক কাজ ক'রবি, কাল সকালে বাকী পঁচাত্তর টাকা ফিরিয়ে দিবি, বুঝলি?

উমাচরণ। হ্যাঁ—দেব বৈকি! (টাকা লইয়া) কাল তো হবেনা দাদা, কাল বেস্পতিবার।

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—পরশু দিস্!

উমাচরণ। পরশু ষষ্ঠী, তরাপর তো পূজো। তুমি একেবারে লক্ষ্মী-পূজোর পর পাবে।

মৃত্যুঞ্জয়। —তবেই তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ! ততদিন তোমার হাতে টাকা থাকবে? মূর্ত্তিমান শনি যে তুমি! দেখ্, আর যা কিনবি কিন্‌বি—শ'খানেক মুরগীর ডিম কিনিস—বুঝলি?

উমাচরণ। মুরগীর ডিম কি হবে দাদা?

মৃত্যুঞ্জয়। হেরম্ব, মানে তোর পটলাটাকে দুবেলা দুটো ক'রে হাফ্ বইল্‌ড ডিম খাওয়াবি, বুঝলি! ছোকরার ইণ্টলেক্ট আছে, সব আছে, শুধু একটু নিউট্রিসন্‌এর অভাবে—বুদ্ধি খুলছেনা! ও বাঁচলে, তোকে দুটো খেতে দেবে, বুঝলি? —এখন বিদেয় হও, আমি একটু সাহিত্য-চিন্তা করি, যা—

(স্বর্ণলতা ও বিজনের পুনঃ প্রবেশ)

বিজন। তোমার হ'ল বাবা?

উমাচরণ। হ্যাঁ হ'য়েছে!

স্বর্ণলতা। কাল সকালে এস ঠাকুরপো—শচীনের আসবার কথা আছে।

উমাচরণ। শচীন বড় ভাল ছেলে—নন্দটাও খুব ভাল ছিল বৌ-ঠাকরুণ!

স্বর্ণলতা। সে কথা তুমি ব'লে বোঝাবে? সোয়ামী গেল, মা গেল, ক'টা কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে ছুঁড়ীর যা ভোগান্তি। আ-হা হা!

বিজন। তবু জেঠাইমা ছিলেন তাই, নইলে আর মান-সম্ভ্রম থাকতো না। আমি রোজ ভাবি, আজ বাবা আসবে, আজ বাবা আস্‌বে! কোথায় বাবা! বাবার কি আর মায়া-মমতা আছে!

স্বর্ণলতা। আর যেন পালিয়োনা ভাই!

মৃত্যুঞ্জয়। কই, আমার জামা মাফলার?

স্ববর্ণলতা। ঐ যে রঘু আনছে—যাক্, বেঁচে থাকলে মানুষ তবু এক-দিন ফেরে।

উমাচরণ। তা যা ব'লেছেন বৌঠাকরুণ, আমার তো বৃথা জন্ম, বৃথা সংসার করা। তোমাদের কি হ'ল বল দেখি? কত আশা ছিল—জগদ্ধাত্রীর বিয়ে দেবে, রাজপুত্তরের মত জামাই হবে। নাতি নাত্‌নী চারদিকে ঘুরবে—হ'লও সব! কিন্তু কেন যে হ'ল—আর কেন যে গেল—

মৃত্যুঞ্জয়। তোমায় আর মায়া কাড়াতে হবে না হতভাগা। যা বাড়ী যা। বারো বচ্ছর পরে—বাবু ট্যাক্স দেবার ভয়ে সন্নিসী হয়ে দেশে ফিরলেন! বৌটোকে মেরে ফেলে এখন মেয়ের জন্যে শোক উথলে উঠল। ওঁর আবার দু'হাজার টাকাসমেত ব্যাগ চুরি যায়, কত বড় রোজগারি পুরুষ! বেরো—

বিজন। এস বাবা, বাড়ী এস—

স্ববর্ণলতা। আহা কেন ওকে শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছ? তোমার কি যে স্বভাব—

উমাচরণ। দাদা, গালাগাল দিচ্ছ দেও—তবে আমারও মায়া-মমতা ছিল, করতে পারিনি কিছু—আমার দোষ কি অদৃষ্টের দোষ আজো বুঝতে পার্ল্লেম না—দাদা!

স্ববর্ণলতা। ঠাকুরপো রাগ করোনা ভাই—আমাদের সবারই সমান অদৃষ্ট!

উমাচরণ। না—না রাগ করবো কেন—দাদার কথায় কি আর রাগ করি—চল্ মা বিজন বাড়ী যাই। বৌঠাকরুণ, আমি ভুলতে পাচ্ছিনে নন্দ আর আসবে না, বিজনের সিঁথীতে আর সিঁদুর

দেখবো না! তোমরা মেয়েমানুষ—চেঁচিয়ে কাঁদতে পার; আমাদের তো সে উপায় নেই, তাই হেসে উড়িয়ে দিই!

বিজনবালা। (জনান্তিকে) জ্যেঠামশায় রাগ ক'রছেন—তুমি এস বাবা!

উমাচরণ। (ভাবের আতিশয্যে গান ধরিল)

গিরি, আমার ছিল মনে এই বাসনা—
আমি জামাতা সহিতে
আনিব দুহিতে
গিরিপুরে ক'রবো শিবস্থাপনা।
আমি বিল্ব-বৃক্ষমূলে করিব বোধন,
হবে গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
আমি ঘরে আনব চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত দণ্ডী জটাধারীর হবে আনাগোনা!
আমার সাধ মিটিল না,
(মনের সাধ রইল মনে) আশা পূরিল না,
আমার অন্নপূর্ণা হলেন
শ্মশান-শবাসনা॥

[বাপ ও মেয়ে চলিয়া গেল।

(বৃদ্ধবৃদ্ধা অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। গায় ভাল—বরাবরই ভাল গায়!

স্বর্ণলতা। হ্যাঁ;—যখন প্রথমে এসে "গা তোল গা তোল" গান ধরলো, আমার প্রাণের ভিতর যেন মোচড় দিয়ে উঠল!

মৃত্যুঞ্জয়। কাঁদালে তবে ছাড়লে! আচ্ছা, মানুষের বুক কেন ভেঙে যায় না, আমায় বলতে পার?

সুবর্ণলতা। বুক তো ভেঙেই গেছে!

মৃত্যুঞ্জয়। না-না—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুক ভেঙে গেলে কি আর মানুষ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়—না আটাত্তর বচ্ছর বয়সে নিয়ম ক'রে হুইস্কি মুরগীর ডিম খায়? আমি তো দেখছি—নিজের দেহ ছাড়া আর কারো কথাই ভাবিনে। এই দেহই সত্য। আর কিছু সত্য নয়। অনেক সময় মনে হয়, তুমিও নেই। একদিন ছিলে, আজ নেই—

সুবর্ণলতা। এখনো তোমার পায়ে মাথা রেখে যদি যেতে পারতাম। ঐ একটু কামনা এখনো মনের ভিতর আছে। ভগবান কি তাও পূর্ণ ক'রবেন না!

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা—সত্যিই কি জগদ্ধাত্রী ব'লে আমাদের মেয়ে কেউ ছিল!

(রঘু সার্ট ইত্যাদি লইয়া আসিল)

সুবর্ণলতা। কই, সার্ট গায়ে দাও?—মাফ্‌লার পর? এখুনি ছেলেরা গাড়ী নিয়ে আসবে—।

মৃত্যুঞ্জয়। আমি এখনো বাবুগিরি ক'রে বেড়াই, আমায় দেখে লোকে বোধ হয়—হাসে! সামনে কিছু বলে না।

[রঘুর প্রস্থান।

সুবর্ণলতা। না না—কেন, হাসবে কেন? বাঁচতে হ'লে সবই যে চাই। আমিও তো হাসি, কথা বলি। আজও দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে বল্লে—"দিদিমা, তাস খেলতে হবে"। তাদের সঙ্গে তাস খেললাম। দিনরাত মুখ পুড়িয়ে ব'সে থেকে লাভই বা কি? ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল! জামা গায় দাও—।

মৃত্যুঞ্জয়। তাহ'লে হাসেনা ?—কি বল ?

সুবর্ণলতা। না—না, হাসবে কেন ? বাবুগিরি তো আজকাল সবাই ক'রে।

মৃত্যুঞ্জয়। (সজ্জা করিতে করিতে) হ্যাঁ, পাঁচ টাকায় বাবুসজ্জা ! চল, পূজোর পর কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক। আর ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না ! শচীন আসুক, পরামর্শ ক'রে দেখি। উমোচরণটাকে সঙ্গে নিতে হবে। আচ্ছা, শচীনের এত দেরী হ'চ্ছে কেন ? কটা বাজলো—

সুবর্ণলতা। না দেরী হবে কেন—এইতো সবে ৭-১৫ ; ঘড়ি নেবেতো ?

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—ঘড়ি নেব বই কি ; তবে হাতঘড়ি নয়—আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন বার কর।

সুবর্ণলতা। ওই শচীন এল !

মৃত্যুঞ্জয়। এল ?

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—একটা গাড়ী থামল !

মৃত্যুঞ্জয়। ছেলেরা হয়তো গাড়ী নিয়ে এল—মুস্কিলে ফেললে দেখছি !

(শচীন আসিলেন)

শচীন। ওহে রঘুনাথ—জিনিষপত্তরগুলো সব ওই ঘরে বোঝাই কর। একটা ট্রাঙ্ক আর বারোটা বাণ্ডিল—

মৃত্যুঞ্জয়। অর্দ্ধেক ক'লকাতা কিনে ফেলেছ বুঝি ?

শচীন। পূজোর বাজার—কিনতে কিনতে বেড়ে গেল।

সুবর্ণলতা। ভাল কথা, তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম আছে শচীন।

(ভিতরে গেলেন)

শচীন। আপনি এরকম সেজেগুজে বসে আছেন—বরযাত্রী যাবেন নাকি ?

মৃত্যুঞ্জয়। না, এই ছেলেরা—

(টেলিগ্রাম লইয়া স্বর্ণলতার প্রবেশ)

স্বর্ণলতা। এই নাও বাবা! কাল সন্ধ্যেবেলায় এসেছে।

শচীন। খুলে দেখলেন না কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। আমায় মানা ক'রলে—খুলতে দিল না।

স্বর্ণলতা। টেলিগ্রামের খবরকে আমার বড় ভয় বাবা! সেবার বিজনের মায়ের নামে তার এল, জলজ্যান্ত জামাইটা জলে ডুবে ম'ল।

শচীন। (তার খুলিয়া) দ্বিজবর পাড়ুই! আশ্চর্য্য—না!—একি! একি হ'তে পারে? অসম্ভব—!

স্বর্ণলতা। কি-কি, ব্যাপার কি বাবা! কোথা থেকে এসেছে—?

শচীন। এও কি সম্ভব?

মৃত্যুঞ্জয়। কি হ'ল?

শচীন। আপনাদের মেয়ের খবর পাওয়া গেছে—সে বেঁচে আছে।

মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের মেয়ে?

স্বর্ণলতা। বেঁচে আছে—আমার মা—জগদ্ধাত্রী বেঁচে আছে?

শচীন। হ্যাঁ—

মৃত্যুঞ্জয়। না—না, পাগল নাকি? পঁচিশ বচ্ছর পরে—বলে কিনা জগদ্ধাত্রী বেঁচে আছে—! হয় না—হয় না—

শচীন। যে তার ক'রেছে, তাকে আমি যতদূর জানি, মিছে কথা ব'লবার মানুষ সে নয়!

স্বর্ণলতা। টেলিগ্রাম ক'রছে কে?

শচীন। দ্বিজবর পাড়ুই; সেই যে—যার কথা কতবার আপনাদের

ব'লেছি। লেখাপড়া-জানা নৌকোর মাঝি। অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক, মিথ্যে কথা লিখবে না।

মৃত্যুঞ্জয়। কথাগুলো পড়—

শচীন। (পড়িলেন) "Your wife alive, found today sleeping on the Chur. She is all right. I bring her to you. must be very careful."

মৃত্যুঞ্জয়। দেখি, (পড়িয়া) একি সম্ভব ? হয়তো আর কেউ। দ্বিজবর পাড়ুইয়ের সঙ্গে তোমাদের এমন কি পরিচয় হ'য়েছিল—! সে হয়তো ঠিক চিনতে পারিনি।

শচীন। নিশ্চয়-চিনতে না পারলে—সে কি টেলিগ্রাম ক'রতো ? সঙ্গে নিয়ে আসতো ?

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু, পঁচিশ বচ্ছর পরে চেনা সোজা কথা কি ? সন্দেহ হয় ? হয়তো কোন পাকা জোচ্চোর কাউকে জগদ্ধাত্রী সাজিয়ে এনে হাজির ক'রবে !

সুবর্ণলতা। তুমি ওসব কথা মুখে এননা; অবিশ্যি, ঠিক তেমনটি নেই,—তাই ব'লে আমরা চিনতে পারবো না ?

শচীন। যতই বদলাক, আমি তাকে দেখেই চিনতে পারবো। মুখ-চোখ আর এমন কি বদল হবে ? আজ বেলা ন'টা দশটায় তা'রা ক'লকাতায় পৌঁছেছে। এতক্ষণ তো এখানে আসার কথা; হ্যাঁ, হ্যাঁ—এসেছে, এসেছে—

মৃত্যুঞ্জয়। কি ব'লছো ?

সুবর্ণলতা। কোথায় এসেছে !

শচীন। আমি যে গাড়ীতে এসেছি, সেই গাড়ীতেই এসেছে; আমি

তাকে দেখেছি, লক্ষ্য করিনি—এখন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দ্বিজবর পাড়ুইকেও দেখেছি! তা'রা হেঁটে আসছে; ষ্টেশনে একখানা গাড়ী ছিল—গাড়ীখানা আমিই ভাড়া ক'রলুম। তা'রা হেঁটে আসছে—এখনি পৌছবে। আমার তখনি একবার মনে হ'য়েছিল—বুঝি চেনা! আমি যাই, আমি যাই—এগিয়ে নিয়ে আসি। সে আশা ক'রেছিল—আমি তাকে নিয়ে আসবো, ষ্টেশনে থাকবো, হয়তো রাগ করেছে! আপনারা তো জানেন—তার কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান! আমি শান্ত ক'রে নিয়ে আসছি—

(শচীন দ্রুত চলিয়া গেলেন)

সুবর্ণলতা। এখনি এসে প'ড়বে! কি আশ্চর্য্য, পঁচিশ বচ্ছর পরে—

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ—পঁচিশ বচ্ছর পরে! একটু ঠাণ্ডা পড়েছে কি? আমার যেন একটু শীত ক'চ্ছে! জ্বর হবে কি—?

(দরজার কাছে দ্বিজবর পাড়ুই আসিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। আসুন—আসুন, আপনিই বুঝি—

দ্বিজবর। হ্যাঁ—আমারই নাম, শ্রী দ্বিজবর পাড়ুই!

মৃত্যুঞ্জয়। বসুন—।

সুবর্ণলতা। জগদ্ধাত্রী কই?

দ্বিজবর। শচীনবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। আমি সব কথা ব'লেছি। আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আপনারা তাঁর কাছে এমন ভাবটা দেখাবেন—যেন কিছু হয়নি! পঁচিশ বছর আগে তিনি আর তাঁর স্বামী যেমন বেড়াতে গিয়েছিলেন, তার দিনপনের পরে—আজ যেন ফিরে এলেন, এই রকম একটা

ধারণা তাঁর মনে আছে। তাঁর চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, ঠিক তেমনিই আছেন ; মাঝে এই যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর চলে গেছে, এর কোন প্রভাব তাঁর মনের কি দেহের উপর নেই !

সুবর্ণলতা। সেবারেও তো ঠিক এমনি হ'য়েছিল— !

মৃত্যুঞ্জয়। হ্যাঁ ; কবে পাওয়া গেল ? আপনিই পেলেন ?

দ্বিজবর। পাওয়া গেছে কাল সকালে—। জেলেরা মাছ ধ'রছিল, তা'রাই প্রথম দেখতে পায়—। উনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। আমি নদীর ধারেই থাকি ; তা'রা এসে আমায় খবর দেয়। হঠাৎ চারিদিকে কেমন ক'রে রটনা হয়ে গেল—" "মহামায়ার চরে" এক অপরূপ সুন্দরী ঘুমুচ্ছে—নিশ্চয়ই মা-কালীর কোনো ভৈরবী হবে" ! আমি তখনই গেলাম—।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনি গিয়ে কি দেখলেন— ?

দ্বিজবর। উনি তখনো ঘুমুচ্ছেন—। মুখে প্রশান্ত ভাব, মধুর হাসি—। আমি অপেক্ষা ক'রতে লাগলেম—আমি দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। ঘুম ভেঙে কি ক'রলে— ?

দ্বিজবর। কাউকে না দেখে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমার স্বামী কোথায়—আমাদের নৌকো কোথায় ? আমার পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে প'ল। চরের ইতিহাস আমি জানতাম। আমিই তার সাক্ষী। ওঁর ধারণা, শচীনবাবু আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ওঁকে ভয় দেখাবার জন্যে একা ফেলে এখানে চলে এসেছেন—। শচীনবাবুর উপর ওঁর প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে !

মৃত্যুঞ্জয়। আপনাকে চিনতে পেরেছিল— ?

দ্বিজবর। না; তা কি ক'রে চিনবেন—? তখন আমার বয়স চব্বিশ পঁচিশ, আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে! আমি ওঁকে চিনেছি—উনি আমায় চেনেননি!

সুবর্ণলতা। ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল—?

দ্বিজবর। শচীনবাবুকে না দেখে—ছেলেকে না দেখে, উনি প্রাণে খুব ব্যথা পেয়েছেন—গভীর ব্যথা—সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও! শচীনবাবুর কথা আমি কিছু কিছু জানতাম; ওঁকে শান্ত ক'রবার জন্যে অনেক কথা ব'লেছি—কিন্তু ওঁর ছেলেকে তো আমি দেখিনি—।

সুবর্ণলতা। বোধহয় মনে ক'চ্ছে, তার খোকা আজও সেই খোকাটীই আছে—।

দ্বিজবর। তা তো ক'রবেনই—কিন্তু খোকা কোথায়? সে বেঁচে আছে তো? তাকেও একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে—সে কোথায়?

সুবর্ণলতা। কেমন ক'রে জানবো সে কোথায়? বেঁচে আছে কি নেই, তাই বা কে জানে! বছর বারো হ'ল, বিলেত না কোথায় গেছে—আর ফেরেনি!

দ্বিজবর। এই যে, ওঁরা আসছেন—

(জগদ্ধাত্রী—পশ্চাৎ শচীন)

জগদ্ধাত্রী। মা—তোমার জামাইয়ের—আচরণ—

[আগাইয়া গিয়া পিছু হটিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীরে ধীরে প্রণাম করিল]

সুবর্ণলতা। এস মা, এস—ব'স!

জগদ্ধাত্রী। (বাপের কাছে আসিয়া) বাবা—!

(ধীরে ধীরে প্রণাম করিল)

শচীন। তুমি অমন ক'চ্ছ কেন? এস, আমার সঙ্গে কথা কও—।

জগদ্ধাত্রী। তুমি—তুমি—(ঠিক যেন চিনিতেছেনা)

শচীন। আমি—আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

জগদ্ধাত্রী। সে কোথায়? কোথায়—গেল? তাকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন!

শচীন। কার কথা ব'লছ?

জগদ্ধাত্রী। বুঝতে পাচ্ছনা? আমার কাছ থেকে কেড়ে এনে—

মৃত্যুঞ্জয়। তোমাদের অসুবিধে কিছু হয়নি তো? রেলে—ভিড় ছিল? কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়েছিলে? ব'স, ব'স!

[সবাই নির্ব্বাক—কে কি কথা কহিবে, বুঝিতে পারে না; জগদ্ধাত্রী যেন কি খুঁজিতেছে—তাহার এই অনুসন্ধান ক্রমে ক্রন্দনের সুরে গুঞ্জরিয়া উঠিল—]

জগদ্ধাত্রী। কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাকে?—কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

মৃত্যুঞ্জয়। (স্ত্রীর প্রতি) ও কাকে খুঁজছে?—অতুলকে?

সুবর্ণলতা। হ্যাঁ—; এস মা, আমার সঙ্গে এস!

জগদ্ধাত্রী। না—আমি যাবনা। তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চাও! কি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তোমরা ব'লছ না—ব'লছ না—! কেন ব'লছ না?

সুবর্ণলতা। আমি ব'লবো—তুমি আমার সঙ্গে এস!

(সকলে আবার শঙ্কিত হইল)

জগদ্ধাত্রী। ওই দেখ, সবাই তোমায় বারণ ক'চ্ছে। বল মা বল, বল—সে কোথায়; তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আর আমায়

দ'ণ্ডে মেরোনা! আমি সইতে পাচ্ছিনে—সইতে পাচ্ছিনে! শোবার ঘরে ঘুমুচ্ছে? আমি দেখছি—আমি দেখছি—।

(দরজা খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া নিজের শয়ন ঘরে গেল)

স্বর্ণলতা। শচীন—এস, আমরা কাছে কাছে থাকি।

[উভয়ের প্রস্থান।

[দ্বিজবর ও মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ; পরে মৃত্যুঞ্জয় জোর করিয়া নিজেকে জাগাইয়া তুলিলেন]

মৃত্যুঞ্জয়। আচ্ছা দ্বিজবরবাবু, এবার পদ্মায় ইলিশ মাছটা খুব জন্মেছে, কেমন?

দ্বিজবর। আমি আজকাল আর মাছের কারবার করিনে। তবে বাজারে ইলিশের আমদানি ঠিকই আছে—

মৃত্যুঞ্জয়। মাছের কারবার করেন না বুঝি; ওঃ! কি করেন তাহ'লে—?

দ্বিজবর। আমি হেডমাষ্টার; তা'ছাড়া, আমার নিজের "নাইট স্কুল" আছে।

মৃত্যুঞ্জয়। ভাল কাজ করেননি মশায়! ইলিশ মাছ বেচলে এতদিন লাল হ'য়ে যেতেন। আমার ইচ্ছা ছিল—

দ্বিজবর। দেখুন, এ ব্যাপারটার কোন মানে পাওয়া যায় না—

মৃত্যুঞ্জয়। কোন্ ব্যাপারটা— ?

দ্বিজবর। আপনার মেয়ে যেভাবে ফিরে এলেন—!

মৃত্যুঞ্জয়। ওকথা থাক দ্বিজবরবাবু! সাঁইত্রিশ বচ্ছর আগে একবার এই ধরণের ব্যাপার হয়, তখন আমার ভাববার শক্তি ছিল—I was then intlectually stronger than what you see me now, the wreck of my former self, তবু ভেবে

পাইনি! বুদ্ধির অতীত! আজকের এ ব্যাপার তো কেউ বিশ্বাস ক'রবে না—।

দ্বিজবর। তা বোধ হয় ক'রবে না—; তবে আমি তন্ত্রে পেয়েছি—হতে পারে। কালকে হরণ করেই তো মহাকালী হয়েছেন?

মৃত্যুঞ্জয়। জজে মানবে না—পঁচিশ বছর পুলিশের কাজ ক'রেছি মশায়, জানি সব! থাক, ও কথা থাক। আপনি তো হেডমাষ্টার, "বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য" সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে—?

দ্বিজবর। হঁ্যা,—আমি সাহিত্য ভালবাসি!

মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক হ'য়েছে—আপনিই উপযুক্ত লোক, চলুন—

দ্বিজবর। কোথায়?

মৃত্যুঞ্জয়। এই আমাদের পাড়ার স্কুলে "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউসনে" আপনাকে "বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য" সম্বন্ধে একটু বক্তৃতা দিতে হবে।

দ্বিজবর। কিন্তু, আপনার মেয়েকে এইভাবে ফেলে—

মৃত্যুঞ্জয়। আমার মেয়ে! আপনি কি সত্যিই মনে করেন দ্বিজবর-বাবু, আমার মেয়ে বেঁচে আছে?—পঁচিশ বছর পরে ফিরে এসেছে?

দ্বিজবর। আপনি তো নিজের চোখে দেখলেন, বেঁচে আছেন!

মৃত্যুঞ্জয়। হঁ্যা, বেঁচে আছেন বটে,—বেঁচে না থাকলে ভাল হত! দেখুন, আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিনা। আচ্ছা—দ্বিজবরবাবু, আপনার বোধহয় ছেলেমেয়ে নেই?

দ্বিজবর। আজ্ঞে—না!

মৃত্যুঞ্জয়। থাকলে, আমার মত আপনিও ব'লতেন—ফিরে না এলে ভাল হ'তো! ওর অবস্থাটা একবার ভাবুন তো! ও বড় হয়নি, অথচ সংসার বদলে গেছে, আমরা সবাই বুড়ো হয়ে গেছি। আমাকে ও ঠিক চিনতে পারিনি, ওর মাকে চিনতে পারিনি, স্বামীকে অন্য মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে—ও কেমন ক'রে এ সংসারে থাকবে? যে ছেলের জন্য পাগল হ'য়ে ছুটলো, সে ছেলে যদি সত্যি ওর সামনে এসে দাড়ায়, ও কি চিনতে পারবে আপনি মনে করেন?

দ্বিজবর। আমি আপনাকে ঘটনার কথাটা ব'লছিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়। আমি ঘটনার কথা ভাবছিনে। আমার মেয়ে ব'লে নয়—মানুষ, মানুষ হিসাবে—আমি ভাবতে পারিনে, আমি ওকে দেখতে পারলেম না! এখন ও যদি বেঁচে থাকে, সে বাঁচা—সে তো মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক! উঃ—ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর? আমার তা মনে হয় না; তাঁর দয়া আছে, তাই তিনি সংসারে মৃত্যু দিয়েছেন। থাক ওকথা। চলুন—ছেলেরা গাড়ী নিয়ে এল; আসুন, আসুন—

[দ্বিজবরের হাত ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্থান।

[ধীরে ধীরে আটাশ বৎসরের ইতিকথার চিত্রপুঞ্জ ও সুরের ঝঙ্কার আবার অতীতে মিলাইয়া গেল। দেখা গেল, যে যুবক বাড়ী দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি সেখানে সেইভাবে বসিয়া আছেন; এক অশরীরী সঙ্গীতবাণী গৃহের কক্ষ হইতে কক্ষে মর্ম্মবেদনায় ধ্বনিত হইতেছে!]

বিষ্কম্ভক

গান

কত বরষ মাস গেল চলিয়া—
পথপানে চেয়ে রই—কে আসিবে বলিয়া!
এ বুকে পাষাণ চাপা,
কি ব্যথা—কহিব কায়?
মরমের কথা মোর
মুখে নাহি বলা যায়!
কে তুমি—কোথায় গেছ
এ হৃদয় দলিয়া!
(মম) আঁখি পিপাসিত, তৃষিত মনপ্রাণ—
কেন সে আসিল না, কিসের অভিমান?
বার বার কত আর
আশা যাবে ছলিয়া॥

[ধীরে ধীরে কক্ষের রুদ্ধ আকাশে সঙ্গীত মিলাইয়া গেল]

(বাগানের মালী মধুসূদন অতুলের জন্য চা আনিয়াছে)

মধুসূদন। বাবু—বাবু! বাবু কি ঘুমুচ্ছেন? বাবু!

অতুল। কে—কে?

মধুসূদন। আমি—সূদন; আপনার চা এনেছি—

অতুল। চা এনেছ? তুমি কোথা থেকে আসছ?

মধুসূদন। আপনি যে আমায় চা আনতে ব'ল্লেন? ট্যাকা দিলেন—

অতুল। ওঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি চা এনেছ?—বেশ ক'রেছ; দাও—চা

খাই। (চা খাইলেন) আচ্ছা, তুমি কতক্ষণ এখান থেকে চ'লে গেছ, বল তো— ?

মধুসূদন। বাজারে গিয়ে চা কিনে, চা তৈরী ক'রে এনেছি—একঘণ্টা হয়নি বাবু!

অতুল। পঁচিশ বছর—একটী ঘণ্টার ভিতর!

মধুসূদন। আপনি কিছু দেখেছেন বাবু ?

অতুল। হুঁ—;

মধুসূদন। আপনার ভয় করেনি ?

অতুল। না—;

মধুসূদন। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো বাবু ?

অতুল। কর—

মধুসূদন। আপনি কি আমাদের গাঙ্গুলীমশায়ের কেউ হন? মুখখানায় গাঙ্গুলী মশার মুখের আদল একটু আসে—

অতুল। আমি তাঁর ছেলে—!

মধুসূদন। ওঃ—তাই বলুন! আপনাকে ছেলেবেলায় দেখিছি, আপনার নামটা কি যেন—

অতুল। আমার নাম অতুল।

মধুসূদন। হ্যাঁ, অতুলই বটে! তা'হলে এ তো আপনারই বাড়ী।

অতুল। হ্যাঁ—আমার বাড়ী। আমার শৈশবের স্বর্গ, জীবনের স্বপ্ন!

মধুসূদন। তা আপনি আমার বাড়ীতে আসেন, আমি আপনাকে হেরম্ব উকিলের বাড়ী নিয়ে যাই।

অতুল। না, এখন যাবনা—আরো কিছুক্ষণ থাকবো। এ বাড়ী কেউ ভাড়া নেয় না কেন ?

মধুসূদন। বাড়ীটার দুর্নাম হয়ে গেছে; লোকে বলে. এই বাড়ীতে একটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—গান গায়!

অতুল। একটি মেয়ে— ?

মধুসূদন। আমি এসে দেখলাম, আপনি চোখ বুজিয়ে বসে আছেন; আমি মনে ক'রেছিলাম, আপনি তানাকে দেখতে পেয়েছেন—

অতুল। তুমি যাঁর কথা ব'লছ, তিনি তো আমার মা?

মধুসূদন। হ্যাঁ—;

অতুল। তুমি দেখেছ?

মধুসূদন। দেখেছি—

অতুল। তিনি কি দিনরাত তাঁর শোবার ঘরেই থাকেন?

মধুসূদন। না, বাড়ীর সব জায়গা ঘুরে বেড়ান—

অতুল। কত দিন মারা গেছেন— ?

মধুসূদন। বছর পাঁচসাত আগে—

অতুল। কোনো অসুখে মারা যান?

মধুসূদন। অসুখের কথা শুনিনি। কেবল ব'লতেন, "সে কোথায় গেল—তার কথা তোমরা আমায় ব'লছ না কেন?" তারপর একদিন রাত্রে দম আটকে মারা যান! সদ্গতি হয়নি তো? তাই এখনো মায়ার বাঁধনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখনো চোখ দেখলে মনে হয়, যেন কাকে খুঁজছেন! হয়তো আপনাকে!

অতুল। দেখতে কেমন? মানুষের মত?

মধুসূদন। ঠিক যেমনটী ছিলেন—অবিকল সেই রকম। খুব ধীর, শান্ত—বাতাসের মত হাল্কা; সঙ্গী নেই, সাথী নেই,—একেবারে একা!

অতুল। তুমি মিছে কথা ব'লছ না ?

মধুসূদন। না—না, মিছে কথা কেন ব'লবো বাবু! আমি নিজের চক্ষে যা দেখেছি, তাই আপনাকে ব'ল্লাম। কখনো দাঁড়িয়ে থাকেন, কখনো খুব আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ান,—আবার কখনো ঝড়ের মত জোরে চলে যান ; দেখতে দেখতে ঝড়ের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে যান—তখন আর চোখে দেখা যায় না!

অতুল। সুদন, তুমি বাড়ী যাও; আমি এখানে থাকবো। কাল সকালে দেখা হবে।

মধুসূদন। আপনার ভয় লাগবে না ?

অতুল। না— ; তুমি যাও, এখানে থেকোনা।

(মধুসূদন একটু ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেল)

[দূর হইতে মধুসূদনের গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল—
"এস দেবকি, তোমায় গোপাল দেব কি ?"
অতুল অন্য দিকে ফিরিয়া গানের স্বর শুনিতেছিলেন ; সামনে ফিরিয়া দেখেন, তাঁর চোখের উপর তাঁর মায়ের প্রেতাত্মা দেহ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন]

জগদ্ধাত্রী। (খুব ধীরে) এই দিকে এস, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো।

অতুল। (নিকটে গেল)

জগদ্ধাত্রী। তুমি এই বাড়ী কিনবে ?

অতুল। যদি কিনি ?

জগদ্ধাত্রী। আমায় তাড়িয়ে দিও না যেন—আমি এখানে থাকবো। আমি এই বাড়ী ভালবাসি—খুব ভাল বাড়ী, চমৎকার বাড়ী!

অতুল। হ্যাঁ, চমৎকার বাড়ী। এ বাড়ীতে অনেক লোক ছিল?

জগদ্ধাত্রী। হ্যাঁ—ছিল, আগে ছিল—আমার বাবা, আমার মা, আমার স্বামী, আমার, আমার—; এখন আর কেউ নেই। কারো সঙ্গে আমার দেখা হয় না, আমি একাই থাকি—।

অতুল। একা একা কি কর?

জগদ্ধাত্রী। ঘুরে বেড়াই—খেলা করি—

অতুল। তোমার কোন কষ্ট হয়?

জগদ্ধাত্রী। আগে হ'ত—এখন ঠিক বুঝতে পারিনে। তুমি এ বাড়ী চিনতে?

অতুল। ছেলেবেলায় আমি এ বাড়ীতে ছিলাম—।

জগদ্ধাত্রী। অনেক দিন আগে—কে জানে কত দিন, আমি সময় বুঝতে পারিনে—এ বাড়ীতে একটী ছোট ছেলে হাসতো, কাঁদতো। তোমার কি মনে হয়?—ছোট ছেলের হাসিও ভাল, কান্নাও ভাল, সব ভাল,—তাই নয় কি?

অতুল। হ্যাঁ—ভাল বইকি। আমি ছোটছেলের সঙ্গে বেশী মিশিনি;

জগদ্ধাত্রী। তা বটে—তুমি তো বেশ বড়।

অতুল। হ্যাঁ, ক্রমেই বড় হ'চ্ছি—একদিন ছোট ছিলাম।

জগদ্ধাত্রী। ছোট ছিলে?

অতুল। হ্যাঁ—

জগদ্ধাত্রী। আমায় ব'লতে পার, এত শীগগির লোকে বড় হয় কি ক'রে? আমি বুঝতে পারিনে—আমি তো বড় হইনি।

অতুল। না, তুমি বড় হওনি—।

জগদ্ধাত্রী। আমার বাবা, মা বেশ ছিলেন—তারপর একেবারে

বুড়ো থুথ্‌থুড়ে হ'য়ে গেলেন। আমার স্বামী একদিন আমায় এক জায়গায় রেখে এলেন—তখন তিনি তোমার মত; বাড়ী ফিরে এসে দেখি, মাথার চুল পাকা—আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারে না! অনেক বয়স, একেবারে যেন আলাদা মানুষ। চেনা যায় না! তুমি, তুমি—তোমার মুখখানি আমার ভাল লাগছে।

(চিনিবার চেষ্টা করিল)

অতুল। তুমি আমায় চিনতে পাচ্ছনা!

জগদ্ধাত্রী। না—; তোমায় ভাল লাগছে—চিনতে পাচ্ছিনা।

অতুল। আমার নাম অতুল!

জগদ্ধাত্রী। না-না—অতুল কেন হবে? তুমি অতুল নও—অতুল নও। তার আর এক নাম খোকা—সে হাসে, সে কাঁদে। সে বড় নয়, ছোট—ছোট। তুমি এ বাড়ীতে ছিলে—তুমি তাকে দেখনি?

অতুল। তুমি আমায় একবার অতুল ব'লে ডাকনা—ডাকবে? আমার শুনতে ইচ্ছে হয়!

জগদ্ধাত্রী। (রাগ করিয়া) না—তোমায় কেন অতুল ব'লবো? তুমি অতুল নও!

অতুল। আমার উপর রাগ ক'রলে? রাগ ক'রোনা—

জগদ্ধাত্রী। আমায় দেখে তোমার দুঃখু হ'চ্ছে?

অতুল। আমার কান্না পাচ্ছে!

জগদ্ধাত্রী। (সন্দেহ) তুমি কি অতুলকে লুকিয়ে রেখেছ?

অতুল। তাইই বটে। তোমার কথাই ঠিক, আমিই তাকে লুকিয়ে রেখেছি!

জগদ্ধাত্রী। কেন লুকিয়ে রেখেছ? ফিরিয়ে দাও।

অতুল। ইচ্ছে হয়, ফিরিয়ে দিই—কিন্তু উপায় নেই! তুমি যাকে খুঁজছ, ঠিক তাকে আর কখনো খুঁজে পাবে না—!

জগদ্ধাত্রী। পাবনা ? —সেকি!

অতুল। যাকে খুঁজছ, সে তোমার কে—তাও তুমি জাননা ?

জগদ্ধাত্রী। আগে জানতাম—এখন মনে নেই। আমি বড় ক্লান্ত! কতদিন—কতদিন আমি একা আছি। যারা ছিল, তারা নেই। নতুন লোক কেউ আসে না। আমি বড় একা—বড় একা!

অতুল। তুমি এখানে থাক কেন ?

জগদ্ধাত্রী। জানিনে—। আমায় ডাকতে এসেছিল—তারা সুন্দর, ভাল ; আমি যেতে পারিনি!

অতুল। কোথায় ? —সেই "মহামায়ার চরে" ? যার চারদিকে পদ্মানদী আর বিল!

জগদ্ধাত্রী। না, আরো ভাল জায়গা—আমি যেতে পারছিনা! এখন আর একা থাকতে ভাল লাগেনা—যেতে ইচ্ছে হয়! তুমি নিয়ে যেতে পার ? পথ দেখিয়ে দিতে পার ?

অতুল। ইচ্ছে হয়—তুমি যাতে ভাল থাক, তাই করি! কিন্তু কি ক'রবো, আমি মানুষ—আর তুমি একদিন মানুষ ছিলে! সে স্মৃতি আজও ভুলতে পারনি, তাই যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছনা! আমি কেমন ক'রে তোমায় পথ দেখিয়ে দেব!

জগদ্ধাত্রী। আমি বেঁচে নেই ?

অতুল। না—। ম'রবার পরেও কেন তুমি পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারনি, কিসের লোভে ?—আমায় ব'লতে পার মা!

জগদ্ধাত্রী। তুমি আমায় মা ব'ল্লে কেন ? আমি কি তোমার মা ?

অতুল। আমিও মা, ছেলেবেলায় কতদিন তোমায় খুঁজেছি! আমি বুঝতে পারতেম না—সবার মা থাকে, আমার মা নেই কেন? আমার কখন মনে হয়নি, তুমি নেই। বাবা স্পষ্ট ক'রে কোন দিন তোমার কথা আমায় বলেননি। তুমি যেমন আমায় খুঁজেছ—আমিও তেমনি তোমায় খুঁজেছি মা!

জগদ্ধাত্রী। অতুল, অতুল? তুমি আমার সেই অতুল? তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হ'লে, আমার মনে প'ড়ছে—ঘর-আলোকরা রূপ! আজ আমার মনে আবার সেই আনন্দ হ'চ্ছে—এতদিনে আমার সব কষ্ট সার্থক হল!

অতুল। তুমি আমার মা—আমি তোমার অতুল!

জগদ্ধাত্রী। তুমি অতুল—সেই অতুল?—সেই ছোট, ছোট অতুল? অতুল, অতুল—আমার ব'লতেভাল লাগছে। অতুল, অতুল—মিষ্টি নাম!

অতুল। মা—মাগো!

জগদ্ধাত্রী। এইবার আমি তোমায় চিনতে পেরেছি, তুমি অতুল! যারা আমায় ভালবাসতো, তারা আমায় ভুলে গেল; তাই তোমার জন্যেই আমি এখানে ছিলাম—

অতুল। তুমি এভাবে আরো এখানে থাকতে চাও, মা?

জগদ্ধাত্রী। না—আমি বুঝতে পেরেছি। সুখ চ'লে গেলেও সুখের আশা আমার যায়নি, তাই আমার এ শাস্তি ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে! সে দোষ কি আমার? উঃ—বড় যন্ত্রণা পেয়েছি! তুমি আমার হ'য়ে ভগবানকে ডাক— এই যন্ত্রণার হাত হ'তে আমায় বাঁচাবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর! আমি সব ভুলে গেছি—

আমায় ভুলিয়ে দিলে। তুমি ডাকতে জান? ভগবান আছেন—শুনেছি, ডাকলে তিনি শোনেন, দয়া করেন,—তুমি ডাকতে জান?

অতুল। না—আমি জানিনে, কখনো শিখিনি! তবু, আমি তোমার জন্মে ভগবানকে ডাকবো। মা—মাগো, তোমায় কোন দিন প্রণাম করিনি—প্রণাম ক'রছি, আশীর্ব্বাদ কর!

জগদ্ধাত্রী। আশীর্ব্বাদ? আমি কেমন ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রবো? আমি জানিনে! তুমি আমার ছেলে নও, আমি তোমার মেয়ে! আমি বড় হইনি, আমি কিছুই জানিনে! তুমি ডাক—ডাক, ভগবানকে ডাক। তোমার কথায় দেবতার দয়া হবে!

অতুল। জানিনে, কোন্ কামনা তোমায় সংসারে বেঁধে রেখেছে! মৃত্যু তোমার কাছে মুক্তির দূত হ'য়ে আসেনি—তোমার জন্মে ভগবানের কাছে কি চাইব, কোন্ ভাষায় প্রার্থনা ক'রবো! আমি ধর্ম্ম জানিনে, অনুষ্ঠান জানিনে, কিছু বুঝিনে! ওগো নিশীথ রাত্রির অসংখ্য তারা, তোমরা আমায় সেই মন্ত্র শিখিয়ে দাও, যার সুর আছে—কথা নেই! আমি অজ্ঞ—আমি জানিনে, আমি জানিনে!

(সঙ্গীত আরম্ভ হইল, দিব্য সঙ্গীত ও পুষ্পবর্ষণ)

গান

শুভ লগনে বীণা বাজে গগনে,
ঝঙ্কৃত সুর জ্যোতি মধু পবনে।
তুমি এস, এস, এসগো!
ব্যথা বেদনা কর দূর—
এস কুসুম রথে
ফুল বিছানো পথে
পুষ্পিত নন্দন বন-ভবনে॥

অতুল। মা, ভগবান আমার ডাক শুনেছেন—তোমার কামনার দেহ মিলিয়ে গেল! তুমি শান্তি পাও, তুমি শান্তি পাও! জীবনে যন্ত্রণা পেয়েছ—মরণে যন্ত্রণা পেয়েছ, তুমি জন্মমৃত্যুর পারে যাও!

[আলো দেখা গেল—বাহির হইতে সূদনের সঙ্গে বিজনবালা ও হেরম্ব আসিলেন]

সূদন। এই দেখ মা, দাদাবাবু এখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিজনবালা। অতুল!

অতুল। কে?

বিজনবালা। আমায় চিনতে পাচ্ছ না?

অতুল। মাসিমা!

বিজনবালা। বাড়ী এস বাবা, বাড়ী এস!

হেরম্ব। আমায় দেখ দেখি! মনে পড়ে?

অতুল। পটল?

হেরম্ব। হ্যাঁ—তোমার বাল্যবন্ধু। তুমি বাইরে এস, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকোনা!

অতুল। চল। মাসিমা, আমি আমার মাকে দেখিছি, জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম দেখলুম! ভেবেছিলুম—আমি মাতৃহারা! মা আমায় এত ভাল বাসতেন! এইখানে—এই মাটিতে এসে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর তিনি অতৃপ্ত নন, মা আমার শান্তি পেয়েছেন!

বিজনবালা। চল বাবা, বাড়ী চল।

—যবনিকা